প্রাপ্তিস্থান—

বেঙ্গল লাইব্রেরী,

৮নং গুলুওস্তাগরের লেন, কলিকাতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ২৲ টাকা

প্রকাশক

শ্রীকরুণাকান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এ,

৮নং ভুলুওস্তাগরের লেন,

কলিকাতা।

পরম পূতচরিত মহামাননীয় কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ-মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র উদার উচ্চশিক্ষিত দীনবৎসল কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম, এ, বাহাদুর মহোদয়ের করকমলে দীনের এই অযোগ্য পুস্তক উপহৃত হইল।

ঢাকা, কাটিয়াপাড়া,
১৩২৮ সন, মনসাপঞ্চমী।

আশ্রব
গ্রন্থকার

নারীর দান

১

সন্ধ্যার পরে অন্ধকারাচ্ছন্ন চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় বসিয়া জগন্নাথ পণ্ডিত আকাশপাতাল চিন্তা করিতেছিলেন। দেশের অবস্থাবিপর্য্যয়ের বিসদৃশ ভাব ও ভাবনাগুলির নিত্য নূতন সংবাদ ভগবানে একান্ত বিশ্বাসশীল পণ্ডিতকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। সত্য সত্যই কি কালের গতি আবর্ত্তিত হইয়া অত্যাচার, অনাচার ও অবিচার সঙ্গে করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, স্বদেশ ও স্বজনগুলিকে পদে পদে পদদলিত করিবে? কর্ম্ম লোপ পাইবে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রবল বন্যা দেশ ভাসাইয়া চলিবে? অজ্ঞানের প্রচণ্ড প্রভাব প্রভূত ভূতিসম্পন্ন নিরঙ্কুশ অত্যাচারী ভূস্বামীর ন্যায় সদ্ভাব ও সাধু ভাবনাগুলিকে সবলে কবলিত করিয়া প্রবল ভূকম্পনে পৃথিবী ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিবে?

সাধুতার আবরণে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া অত্যাচারীরা অন্তঃশত্রুর মত দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াও উন্নতির তুঙ্গ শৃঙ্গে অধ্যাসীন হইবে? দুষ্ট মানবের অমানুষোচিত অশিষ্ট আচরণগুলি প্রতিবাদের নামে খণ্ডশঃ বিভক্ত জ্বলিত কামানের গোলার মত লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া পৃথিবী গ্রাস করিয়া ধরিবে? বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত ভিত্তিহীন ভবিষ্যজ্ঞান-বিরহিত দেশবাসী ধনী ও বলশালীর কার্য্যকলাপ কালাকাল বিচার না করিয়া উন্মত্তের মত অবাধ গতিতে উপকারের নামে অপকার ও প্রতিকারের নামে পীড়ন করিবে? দেশ রক্তমাংসহীন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিবে?

ভাবিতে ভাবিতে পণ্ডিতের হৃদয় দৈববলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"কখনও না, এ হতে পারে না, হবে না, যাঁর সৃষ্টি তিনিই রক্ষা কর্বেন, মানুষের দুর্ব্বল শক্তি, তাঁর কাছে চিরদিন মাথা নুইয়ে থাক্‌বে।"

কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকার কাটাইয়া মৃদু পাদসঞ্চালনে সঞ্চলিত শশধর মন্দ কর বর্ষণ করিতেছিল। ধীর পাদক্ষেপে ভবতারণ পিতার নিকটস্থ হইয়া ডাকিয়া বলিল,—"বাবা, রাত যে অনেক হয়ে গেল, খাবেন আসুন।"

পণ্ডিত স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তাই ত, এত রাত হয়েছে, তুমি আমায় ডাকনি?"

"এই ত—" ভবতারণের অর্দ্ধস্ফুট স্বর বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। বাত্যাবিচ্ছিন্ন বল্লীর ন্যায় এক ষোড়শী রমণী পণ্ডিতের পায়ের গোড়ায় পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাঁচাও, বাঁচাও, রক্ষে কর, রক্ষে কর।"

ভবতারণ দুই পা সরিয়া দাঁড়াইল, শান্ত সমুদ্রের ন্যায় পণ্ডিতের চিন্তানিমজ্জিত চিত্তও সহসা উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরিতহস্তে ভূপতিতা তন্বীর মস্তক ধারণ করিয়া শান্ত স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"প্রীতি, মা, তোমার এ অবস্থা কেন?"

প্রীতি শিহরিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সে অতিসন্তর্পণে মস্তক উত্তোলন করিল, ভয়চকিত নেত্রদ্বয় ভবতারণের সোৎসুক দৃষ্টির সহিত সম্বদ্ধ হইতেই মুখ নামাইয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত খানিকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া লইল। আনতনেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া প্রীতি বলিয়া উঠিল—"আমি যে সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছিলাম?"

সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছিল,—পণ্ডিত যেন অজ্ঞাতে একবার কাঁপিয়া উঠিলেন। শান্ত প্রকৃতি যেন আকাশের কোলে কাল মেঘখণ্ড দেখিয়া ভীত হইল।—"নারীর সর্ব্বস্ব. সে যে অতি দুর্ল্লভ বস্তু, প্রাণ বিনিময়েও ত তা কেউ হারাতে চায় না। তা ছাড়া নিজে ইচ্ছে না কল্লে কেউ তা ছিনিয়ে কেড়ে নিতেও পারে না। তত শক্তি মানুষের কেন দেবতারও নেই?" মনে মনে কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া পণ্ডিত যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, প্রকাশ্যে

সংযতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তোমার অপমান কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল মা ?"

"মাণিকবাবু ?"

"ওঃ এতটা অধঃপাত হয়েছে, সাহসও ত কম নয় ?"

প্রীতি উত্তর করিল না। ভবতারণ কহিল—"এ ত তার পক্ষে অতি সামান্য কথা! সহায়তা পেয়ে তার সাহস যে দেশশুদ্ধ গ্রাস কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে।"

ভবতারণ থামিল, মুহূর্ত্ত ভাবিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে সে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল—"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ভদ্রতার মুখোস পরে পরোপকারের—পরহিতৈষণার নামে সে মানুষের সর্ব্বনাশ কর্চ্ছে! সাধারণের দৃষ্টিকে সে জয় করে নিয়েছে, সাধু সেজে মানুষের ঘরে ঢুকে তাকে পিশাচের লীলাভূমি করে তুলছে।"

পণ্ডিত নতমুখে ভাবিতেছিলেন। মাণিকের প্রচ্ছন্ন পিশাচ-প্রকৃতির বিষয় তাঁহার অবিদিত না থাকিলেও সে যে এত বড় সাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহা তিনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও মনে করিতে পারেন নাই। ভবতারণ মুখ তুলিয়া চাহিল, উপস্থিত ঘটনাটা যেন তাহার গুরুলঘুজ্ঞান তিরোহিত করিয়া দিয়াছিল, তাতেই যে পিতার নিকট সে অতি সংযতভাবে কথা বলিতেও ভীত হইত, আজ তাঁহারই নিকট দাঁড়াইয়া পরিপূর্ণ আবেগে উদ্ধতের মত মনের কথাগুলি বলিয়া চলিল—"এদেশে মাণিক

বাবুর অপ্রতিহত প্রভাব, দানেধ্যানে পরোপকারের নামে দেশে তার ধন্য ধন্য নাম হয়েছে। তার হুকুমে বাঘে মানুষে একঘাটে জল খায়। সে যা ইচ্ছে তাই কর্ত্তে পারে। তার মানে কেউ মাণিকবাবুর ভেতরের দিকে ভুলেও দৃষ্টি করে না।"

জগন্নাথ পণ্ডিত মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিলেন, হৃদয়ের চিন্তাগুলিকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া তিনি একান্ত বিশ্বাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন—"তা হ'ক, কিন্তু সে যা ইচ্ছে তা কর্ত্তে পারে, অমন কথা বল না ভবতারণ, ও আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না।"

ভবতারণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার ব্যথিত বিক্ষুব্ধ হৃদয় বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল।

পণ্ডিত হৃদয়ের জড়তা কাটাইয়া ধীর স্বরে আবার বলিলেন —"শক্তির অপব্যবহার, পাশববলের প্রয়োগ এ যে কর্ত্তে পারে, সাধারণের দৃষ্টিতে তার অসাধ্য কার্য্য হয় ত হতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার চেষ্টার কোন ফল কখনও দেখা যায় না ভবতারণ ; ভগবানের ইচ্ছা সময় মত তাকে চেপে ধরে,—পরাজিত করে দেয়। ভগবানের গতি যে নিয়তির মত নিয়তই ন্যায়অন্যায়ের পেছনে ধাওয়া করে চলাচল কর্চ্ছে ?"

ভয়াতুর অবশ শিথিল দেহযষ্টি টানিয়া তুলিয়া প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল। মাণিকের শঠতাপূর্ণ কপট অভিসন্ধির স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে তাহার ধমনীর রক্তগুলি নিশ্চল হইয়া পড়িল। উঃ কি

ভীষণ দৃশ্য, কি জঘন্য অত্যাচারের চেষ্টা। ভগবান্ দয়া না করিলে যে মুহূর্ত্তে তাহার ইহপরকালের সর্ব্বস্ব, জীবন-মরণের অবলম্বন, সাধ্বীর একমাত্র সম্পত্তি, অপহৃত হইয়া যাইত। প্রীতির শরীর বায়ুকম্পিত লতার মত আবার কাঁপিয়া উঠিল, সে দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল, ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে কহিল —"ভাব্‌তে এখনও আমার শরীর শিউরে উঠ্‌ছে।"

প্রীতি নীরব হইল, শ্বেত স্বেদে তাহার বদন নয়ন আর্দ্র হইয়া উঠিল। শঙ্কার তাড়নে তাহার শরীর বায়ুতাড়িত বেতসলতার মত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পণ্ডিত স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করে রক্ষা পেলে মা ?"

"ভগবানের দয়া, আপনাদের আশীর্ব্বাদ, নৈলে পাপিষ্ঠের হাত থেকে অব্যাহতি ছিল না। অনেকদিন থেকেই অনাথা বলে দয়া কর্ব্বার ছল করে সে আমার বাড়ীতে আনাগোণা আরম্ভ করেছিল। কিন্তু কেমন ভগবানের দয়া, আমি তাকে কোনদিন বিশ্বাস করিনি। সেই অবিশ্বাস আমায় রক্ষা করেছে, আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি তার সহানুভূতি ইষ্টের বলে মনে করিনি, বরং অনিষ্টের মনে ক'রে তার দান ফিরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাতেও ত সে নিবৃত্ত হয়নি। এই রাত্তিরে আমার বাড়ীতে ঢুকে—"

প্রীতির বাগ্‌রোধ হইয়া আসিল, লজ্জা ও ভয়ের যুগপৎ আক্রমণে সে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন— "তার পর ?"

"মত্ত হাতী সামনে দেখে আমার বুকেও বল এল, আমি পেছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। কোথায় যাচ্ছি, কি কচ্ছি, জ্ঞান ছিলনা, শুধু ছুটছিলাম, তারি ফলে আপনার পায়ের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি।"

পণ্ডিতের নাক বাহিয়া মুক্তির শ্বাস বাহির হইল। গাঢ় অন্ধকারের কোলে যেন একটা উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তবেই দেখ ভবতারণ, দুষ্টশক্তি কার্য্যকালে ফলপ্রদ হয় না। তা ছাড়া এও দেখে নাও, কার কত শক্তি। মাণিকের পাপ অভিসন্ধি যার নিকট পরাস্ত হয়েছে, সে শক্তি কত বড়, তত শক্তি অবলা প্রীতির দুর্ব্বল হৃদয়ে সম্ভব হয় না। যিনি দুষ্টবুদ্ধি দিয়ে মাণিককে এর কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাঁর নিজের শক্তিতে আবার ওকে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় জেন ভবতারণ, এর মধ্যেও মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা—সাধু উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।"

২

শীতের এতবড় রাত্রিটা কখন শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রীতি তাহা জানিতেও পারে নাই। তাহার গাঢ় চিন্তায় আচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তিগুলি সমস্তরাত্রি অবশ হইয়া রহিয়াছে। কয়দিনের মধ্যে তাহার অদৃষ্টে কত কাণ্ড ঘটিল। বিবাহের পরে তিনবৎসর যাইতে না যাইতে সে পৃথিবীর সুখসান্ত্বনার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিধবাবেশে অনাথা মাতার গৃহে পদার্পণ করিতে না করিতেই মাও সমস্ত মায়া কাটাইয়া তাহাকে একা রাখিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইলেন। হায় সে কি করিবে, কোথায় দাঁড়াইবে? আজ যে তাহার একমাত্র আশ্রয় মাতৃগৃহও বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। আর ত সে গৃহে থাকিয়া তাহার সোয়াস্তি নাই, ধর্ম্মরক্ষার উপায় নাই, প্রবলের তৃষ্ণা ও অত্যাচার যে তাহাকে গ্রাস করিয়া ধরিতেছে। প্রীতির সমস্ত শরীর এক একবার লজ্জিয়া উঠিতেছিল। বুকটা যেন থাকিয়া থাকিয়া ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, চোখমুখ কেমন জ্বালা করিতেছে। এমনই অবস্থায় কুয়াসায় আচ্ছন্ন স্তব্ধ শেষ রজনীর ন্যায় সেও ভোরের বেলায় স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার শ্রান্ত অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্র দুইটি যেন মুদিয়া আসিতেছিল। সহসা পাখীর কলকূজনে

ভিত্তিবিগলিত প্রভাতালোকে সে চমকিয়া উঠিল। বিক্ষিপ্ত গাত্রবস্ত্র সংযত করিয়া চুলের গোছাটার উপর অঞ্চল টানিয়া দিয়া সে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। জগন্নাথ পণ্ডিত প্রাতঃস্নান করিয়া গৃহদেবতার গৃহের দিকে যাইতেছিলেন, ডাকিয়া বলিলেন—"হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘরে এসে দুদণ্ড ব'স মা, মনের ভারটা হাল্কা হয়ে যাবে।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টাখানি পরে প্রীতি দেবগৃহে প্রবিষ্ট হইল, ভক্তিতে প্রীতিতে তাহার আকুল নয়নদ্বয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় পূজানিরত জগন্নাথ পণ্ডিতের নিমীলিত নেত্রপ্রান্তে ভক্তিঅশ্রু দেখা দিয়াছে। তাঁহার অবয়বগুলি যেন অচলের অর্চ্চনায় রত বলিয়া অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। প্রীতি মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিল, মনে মনে কি প্রার্থনা করিয়া দূরে একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া সমস্ত হৃদয় দিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিল।

বেলা বাড়িয়া চলিল, সূর্য্যের নবরশ্মি পরিণত হইতে গিয়া প্রখর হইয়া উঠিল। বৃক্ষে পত্রে গৃহে বারাণ্ডায় শীতের স্তব্ধতার পরিবর্ত্তে নূতন সজীবতা জাগিয়া উঠিল। পণ্ডিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও তাহার গণ্ডদ্বয়ে ভক্তির অশ্রুরাশি টলটল করিতেছিল। বাহির হইতে ক্ষুদ্ধকণ্ঠের ডাক আসিল—"বাবা!"

পুত্র ভবতারণের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতে পণ্ডিতের মন যেন সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিল। তিনি .পরিষ্কার কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"জমিদারমশাই কি বল্লেন ভবতারণ?"

ভবতারণের চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। রোষে ক্ষোভে সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল। অত্যাচারী জমিদারের যে প্রবল অপমানটা সে বাধ্য হইয়া অবনতমস্তকে সহ্য করিয়া আসিয়াছিল, তাহাই এখনও তাহাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছিল।

জগন্নাথ পণ্ডিত পুত্রের আকার ও আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন, তথাপি তিনি স্থির কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সংবাদ ভবতারণ, ভাল যে নয়, তোমার মুখ দেখেই তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু মন্দের গন্ধ পেলে অমন মুষ্‌ড়ে পড়্‌লেও ত তোমা দ্বারা কোন কাজ হবে না!"

উত্তর না পাইয়া পণ্ডিত বাহিরে পদার্পণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত পাঁচ ছয় জন গ্রামবাসীর হল্লায় বহিঃপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভয়ে বিবর্ণা প্রীতি দেবগৃহে এক মনে ভগবানের নাম করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার কর্ণবিবরে যেন অশনি পাত হইতে লাগিল। বাহিরে উচ্চ কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ বয়সে তোমার এ আচরণ পণ্ডিত?"

পণ্ডিতের সন্দিগ্ধ চিত্তও ব্যাপারটা ঠিক অনুভব করিতে পারিল না। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি কতটুকু মানুষ,

আচরণের কতটুকুই বা জানি, তবু শুনতে কৌতূহল হচ্ছে, সংপ্রতি কি অন্যায় আচরণ করেছি?"

অপর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইল, তাহার দৃষ্টি রুক্ষ, স্বর কঠোর, শ্লেষের স্বরে সে প্রশ্ন করিল—"প্রীতি তোমার—"

আগন্তুক বাধা পাইল, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া ভবতারণ গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"সাবধান, আর একটি কথা না!"

"থাম ভবতারণ?" বলিয়া পণ্ডিত পুত্রের মুখ চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্যে উত্তর করিলেন—"হাঁ প্রীতি আমার ঘরে, তার কি, আপনারা কি বল্তে চান, আশ্রয়হীনা অবলা আমার গৃহে আশ্রয় নিয়েছে?"

"মিথ্যা কথা?" বলিয়া তৃতীয় ব্যক্তি মুখ বিকৃত করিল। ভবতারণ উদ্ধত কণ্ঠে তাহাকেও বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"সত্য মিথ্যা আমরা জানি, কথায় বিশ্বাস যাদের হয় না, তাদের জন্যে নূতন কোন উপায় কর্ত্তে ইচ্ছাও করি না, আবশ্যকও মনে করি না।"

প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল, তৃতীয় ব্যক্তি জ্বলিয়া উঠিয়া দৃঢ় হস্তে ভবতারণের হাত চাপিয়া ধরিয়া পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"অনেক দিন থেকেই প্রীতির বাড়ীতে তোমার আনাগোণা চল্‌ছিল, বুড় বয়সে প্রীতির যৌবন-তোমার মতিভ্রম ঘটিয়েছে। ছিঃ ছিঃ লজ্জাও হল না, শেষটা তুমি তাকে ঘাড়ে করে ঘরে নিয়ে এলে!"

ঘরে প্রীতি ও বাহিরে জগন্নাথ পণ্ডিত যেন বজ্রশব্দে বধির হইয়া পড়িলেন। পুত্রের সম্মুখে পিতার এ অপমান ভবতারণের কষ্টসংরক্ষিত ধৈর্য্যবাধ ভাঙ্গিয়া দিল। তাহার শরীরের উত্তপ্ত শোণিতগুলি যেন ঝলকে ঝলকে মুখে চোখে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল। সে সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া আস্ত একটা বাশ হাতে লইতেই "বাবা গো, মা গো" বলিয়া আগন্তুকগণ বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত পুত্রের হাত ধরিলেন, স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন—"বুঝেছি ভবতারণ, তুমি জমিদারবাড়ী থেকে কেন অমন হয়ে এসেছ। কিন্তু ভয়ে বা অসাধ্য বলে সেখানে যে ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলে, ক্ষমতা সত্ত্বে পিতার সাক্ষাতে সেটুকুও পাল্লে না, এ বড় দুঃখের কথা! একটা কথায় ক্ষেপে দাঁড়াবে, এমন আশা ত আমি তোমার নিকট করি না।"

৩

সমবেত ব্যক্তিবর্গের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রীতির নিকট জগন্নাথ পণ্ডিতের প্রাঙ্গণ যেন বিকট বিষাদ-কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইল, যাহা চিন্তারও অতীত ছিল, তাহাই বিরাট বিস্তৃতরূপে প্রকট হইয়া চোখের উপর ধেই ধেই নৃত্য করিতে লাগিল। দীপ্ত রবিকর যেন ধোঁয়াটে আভায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রীতি প্রশ্ন করিল—"এখন উপায় ?"

ধীরে ধীরে জগন্নাথ পণ্ডিত মস্তক উত্তোলন করিলেন। এতক্ষণ সমস্ত অবস্থাটা যেন ছায়াবাজির মত তাঁহার হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল। প্রীতির হতাশ স্বর চিন্তার সূত্র ওলট পালট করিয়া দিল। তিনিও এই নিরাশ্রয়ার নিরাপৎ আশ্রয়ের চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যথাস্থানে আঘাত করিয়া প্রীতি আবার বলিয়া উঠিল—"ভগবান্ যে দাঁড়াবার স্থানও রাখ্‌লেন না।"

"মিথ্যা কথা, তিনি কারুর আশ্রয় নাশ কর্ত্তে পারেন না!" বলিয়া পণ্ডিত পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহার অন্তর্যাতনা অর্দ্ধপরিমাণ হইয়া পড়িল। তিরস্কৃত অপমানিত উপযুক্ত পুত্রের মুখে সহজ বিশ্বাসের ও নির্ভরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া পুণ্যের পবিত্র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত

পণ্ডিতের হৃদয় যেন ভরসায় ভরিয়া গেল। সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কেন? মা কি সন্তানের আশ্রয় নিরাপৎ মনে করে না?"

"দেবতার আশ্রয়ে আশঙ্কার কারণ থাকৃতে পারে না, তবু ত আমি নিজের মঙ্গল ডাকৃতে গিয়ে আপনার বিপদের সহায় হতে পারি না, দেবতার ওপর ভূতপ্রেতের দৌরাত্ম্য হবে, আর অশুচির মত আমি তার সহায়তা কর্ব্ব, না সে প্রাণ থাকৃতে পার্ব্ব না!"

"কে কার ও'পর দৌরাত্ম্য করে মা, একবার চোখ বুজে ভেবে দেখ, সবই ভগবানের কাজ?"

প্রীতি কি উত্তর করিবে ভাবিয়া পাইল না। ভবতারণ উন্নত মস্তকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত কি ভাবিয়া ডাকিলেন—"ভবতারণ?"

ভবতারণের অনুরাগনত মস্তক পিতৃপদযুগ চুম্বন করিল। সে স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল—"পুত্রের জন্য কেন পিতাকে ভাব্তে হবে? বাল্যকাল হ'তে যে আমি এ আদর্শ সম্মুখে রেখে মানুষ হয়েছি। পিতার মহামাহাত্ম্য-মণ্ডিত আচার আচরণ দেখেও কি আজ পর্য্যন্ত আমি অতটুকু বল সঞ্চয় কর্ত্তে পারিনি যে, জন্মদাতা পিতাকেও বিশ্বাস কর্ত্তে পার্ব্ব না! না বাবা তা হতে পারে না। জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য পিতার পুত্র বলে পরিচয় দেবার যে সঙ্কল্প আমি চিরকাল করে এসেছি, তাতে

আমার জয় হয়েছে বাবা, আমি আমার পিতৃপরিচয় ঠিক জান্‌তে পেরেছি ?" বলিয়া সে কয়েক পা সরিয়া দাঁড়াইল।

জগন্নাথ পণ্ডিত প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি কেন আমার মাকে ত্যাগ কর্ত্তে যাব প্রীতি ?"

"ত্যাগ বা গ্রহণ নিয়ে কোন কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে এই নিয়ে যে, লোকচক্ষু কেন সহ্য কর্ব্বে ?"

"তার জন্যে কেন ব্যস্ত হচ্ছ মা, লোকদৃষ্টির ঊর্দ্ধে আর একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে, তার কাছে যদি ঠিক পরিচয় নিয়ে পৌঁছাতে পারি, তবে লোকদৃষ্টি যে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ,—হেয় !"

প্রীতির মন তথাপি প্রসন্ন হইল না। তাহার স্ত্রীহৃদয়ের দুর্ব্বলতা এতবড় অপবাদের হাতে আপনাকে অর্পণ করিতে সাহসী হইল না। সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"হয় ত আপনার কথাই সত্য হবে, কিন্তু আমরা অতি সাধারণ মানুষ, সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে অসাধারণ হবার স্পৃহা ত কর্ত্তে পারি না !"

পণ্ডিত উত্তর খুজিয়া পাইলেন না। সমাজের কলুষিত দৃষ্টি যে ইহা সহ্যের অতীত মনে করিবে, তাহার কোন প্রতিকারের ক্ষমতা ত তাঁহার নাই ! এত বড় পৃথিবীর এত কোটি লোকের মধ্যে এমন একটি মানুষও ত দেখিতে পাওয়া যায় না, যে লোকলোচনের ভয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া না উঠিয়া পারে ! তিনি স্থির স্বরেই প্রশ্ন করিলেন—"কি কর্ত্তে চাও মা ?"

"দুঃখের হ'ক, সুখের হ'ক, ভয়ের হ'ক, ভাবনার হ'ক,

সম্পদের হ'ক, বিপদের হ'ক, আমাকে আমার ঘরেই ফিরে যেতে হচ্ছে?" বলিয়া প্রীতি শৈলনিঃসৃত নির্ঝরিণীর ন্যায় মৃদু মন্থর গতিতে বাহির হইয়া চলিল।

ভবতারণ বাধা দিল, পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবা যাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন, তাকে পিশাচের কবলে পাঠিয়ে দেবার আগে আমাকেও ত বিপৎসম্পদের কথা ভাব্‌লে চল্‌বে না।"

প্রীতি মুখ তুলিয়া চাহিল। ভবতারণের প্রফুল্ল নয়নের সহিত তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইল। সে লজ্জা ও ভীতিবিবর্ণ মুখ নামাইয়া লইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখস্থিত পাযাণখণ্ড যেন স্রোতের বেগ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিল। ঝড়ের মত পাড়ার বিধবা জগদম্বা প্রবেশ করিয়া প্রীতিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন—"মার মত আর ত কোন আশ্রয় মেয়ের হতে পারে না, আমার জীবন বাড়ী থাকে না, একা হাঁপিয়ে উঠেছি, তা জেনেই ভগবান্ হয় ত তোমাকে এ অবস্থায় ফেলেছেন। এস মা, আমার বুকে তোমার নিরাপৎ আশ্রয় হবে!"

ভবতারণ হা করিয়া রহিল। জগন্নাথ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—"ভগবানের দান, মাথা পেতে নাও মা।"

ভবতারণ সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ওঁর ওখানেই নির্ভয় কিসে?"

জগদম্বা ভবতারণের হাত ধরিয়া স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"ভয় অভয় ত স্থানাস্থান বিচার জানে না, কাজেই তা না ভেবে যেখানে যার যতটুকু অধিকার, সেখানে তাকে ততটুকু দাবী নিয়েই আঁকড়ে পড়ে থাকা উচিত।"

"উচিত অনুচিত বিচার চোর দস্যুরা করে না, তারা যে দুর্ব্বল দেখে প্রশ্রয় পাবে, মা কি মেয়ের জাতিধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে ?"

"হাজার বার পার্ব্বে, কার সাধ্য মার বুক থেকে মেয়েকে ছিনিয়ে নেয় ?" বলিতে বলিতে জগদম্বা প্রীতির হাত ধরিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

জগন্নাথ পণ্ডিতের পলকহীন পিপাসু নেত্রদ্বয় জগদম্বার সর্ব্বশরীরে মাতৃত্বের অপূর্ব্ব মহিমমণ্ডিত ক্রীড়ার রমণীয়তা দেখিয়া পুলকাশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। বিধবা ব্রহ্মচারিণী জগদম্বার শরীরকান্তি-বিচ্যুত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি যেন মন্দাকিনীধারার ন্যায় পৃথিবী পবিত্র করিয়া পণ্ডিতের চিন্তাখিন্ন হৃদয় আশ্বস্ত করিয়া তুলিল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"কি ভাব্‌ছ ভবতারণ, এর মধ্যে ভাব্‌বার বিষয় ত নেই। দেখেও বুঝ্‌তে পারনি, স্বয়ং জগন্মাতা যেন জগদম্বার রূপ ধরে মাকে কোলে তুলে নিয়ে গেল। রক্ষা কর্ত্তে যদি কেউ পারে ত, এই পার্ব্বে। তোমার আমার যে কোন শক্তি নাই, এও আমি ওর পরিচয় পেয়ে ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছি ?"

৪

কষাপ্রহৃত অশ্বের গতি যেমন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, মাণিক বাবুর অকৃতকার্য্য চিত্তবৃত্তিগুলিও ঠিক সেই ভাবে স্থানাস্থান কালাকাল বিস্মৃত হইয়া দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি জুড়িয়া দিয়াছে। তাহার অদম্য তৃষা ও একনিষ্ঠ চেষ্টা এই ভাবে বিফল হইল, হস্তস্থিত রত্ন পরের গৃহ আশ্রয় করিল, এ ক্ষোভ তাহার রাখিবার স্থান ছিল না। বিষদিগ্ধ লৌহশলাকার ন্যায় দুঃসহ অপমান তাহার অন্তরের জ্বালা দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। যে একাধিপত্যের বলে মাণিকবাবু গ্রামগ্রামান্তরের ধনিজমিদার, শিক্ষিত অশিক্ষিত কাহাকেও গণনীয় বলিয়া মনে স্থান দেয় নাই, তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তির গোড়ায় আঘাত করিয়া নগণ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত জগন্নাথ যে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের মস্তকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন! মাণিকের প্রজ্বলিত অন্তর অপমানটাকে ইন্ধন মনে করিতেছিল। জ্বলিত লালসা গলিত ধাতুদ্রব্যের মত তাহার অন্তরের অভ্যন্তর ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল। মাণিক সহসা স্থির হইতে পারিতেছিল না। প্রীতির গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রি সে এঘর ওঘর করিয়া কাটাইয়াছে। প্রভাতে প্রেরিত লোকমুখে প্রীতির নিরাপৎ আশ্রয়ের কথা

শুনিয়া তাহার উত্তপ্ত শোণিত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। মাণিক অগ্নিচক্ষু করিয়া অস্থির হৃদয়টাকে ধম্‌কাইয়া উঠিল। সাধারণ মানুষের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া নিজের সাধু আচরণ ছুড়িয়া ফেলিলে যে, তাহার জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত হইয়া পড়িলে তাহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা, অদম্য শক্তি, লোকসমাজের একান্ত শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ না লইলেও ত হইবে না। প্রীতির পরিপূর্ণ যৌবন উপভোগ করিতে না পারিলেই বা তাহার এ প্রাধান্যে কি লাভ হইবে! মাণিকের নিত্য নূতন রকমের বাসনা ত আজ পর্য্যন্ত কোনস্থান হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। অনাথা বিধবার নিকট সে পরাজিত হইবে? মাণিক মনে মনে কি একটা বুদ্ধি ঠিক করিয়া তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখিয়া হাক দিয়া ডাকিল—"কৈ হ্যায় রে?"

ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইতে চিঠিটা ছুড়িয়া ফেলিয়া—"জলদি জমিদারবাবুকো পাস যাও।" বলিয়া সে অন্যমনে ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

কুয়াশা কাটিয়া গেল, বৃক্ষাগ্রবাহী হিমকণাগুলি রজত-রশ্মিপাতে ঝক্‌ঝক্ চক্‌চক্ করিতে লাগিল। পাখীগুলি ডাকিয়া ডাকিয়া যে যার আহার অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল। শীতের জড়তা কাটাইয়া রোদ উঠিল। মাণিকবাবুর বৈঠকখানায় একে

একে লোকসমাগম হইতে লাগিল, কিন্তু বাবু আজ সহসা বাহির হইতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ একটা তরল পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কি জানি সে আজ স্থির হইতে পারিতেছিল না। তাহার যেন গুরুতর আশঙ্কা হইতেছিল, যে বীভৎস মূর্ত্তি সে এতকাল অপরিসীম যত্নে আবৃত করিয়া রাখিয়া সৎকার্য্যের নামে অসৎকার্য্যের একশেষ করিয়াও লোক ও সমাজে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন ছিল, আজ যদি সহসা অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় কথার মুখে আবরণটা দূর হইয়া যায়, উলঙ্গ প্রতিকৃতি মানুষের চোখের উপর প্রখর হইয়া দেখা দেয়, তবে কে তাহাকে মানিবে, কে তাহার ভয়ে ভীত হইবে, কে তাহার অনুগ্রহের নামে প্রবল নিগ্রহ মাথা পাতিয়া লইতে স্বীকৃত হইবে?

বৈঠকখানা গৃহ গরম হইয়া উঠিল, আগন্তুক ভদ্রঅভদ্র, সাধু-অসাধু সকলেই সমভাবে মাণিকের জন্য অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া মাণিক উপস্থিত হইল। সকলে সমভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আপনি থাকৃতে গ্রামের মধ্যে এতবড় অত্যাচার!"

যে কথাটা তাহারই প্রেরিত লোকমুখে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে মাণিক কিন্তু সে কথাটা তাহার জ্ঞাত বলিয়াও প্রকাশ করিল না। সে বোকার মত চাহিয়া বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিল—"আপনারা কি বল্‌ছে যাচ্ছেন?"

"কেন প্রীতির কথা ?"

"তার কি হয়েছে ?"

কেহ ভ্রূকুটি করিল, কেহ হাসিল, কেহ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। মাণিকের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাধুচরণ বলিয়া উঠিল—"বাবু এখনও এ সংবাদই রাখেন না, মল্লেও যে তার পক্ষে ভাল ছিল, গ্রামটাও তা হলে ভাল থাকৃত। সে যে অনেক দিন থেকেই জগন্নাথ পণ্ডিতের প্রেমে পড়েছে।"

মাণিক মনে মনে হাসিল। নিজের ভবিষ্যচ্চিন্তার সুফল হাতের গোড়ায় উপস্থিত দেখিয়া তাহার বুক দশ হাত উঁচু হইল। সে ঠিক আকাশ হইতে পড়িবার মত মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধির ন্যায় থাকিয়া সহসা সাধুচরণকে ধম্‌কাইয়া উঠিল—"ছিঃ সাধুচরণ, তোমার মুখে এমন কথা। জগন্নাথ পণ্ডিত গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত লোক, তাঁর নামে এমন অপবাদ ?"

সাধুচরণ মাথা চুল্‌কাইতে আরম্ভ করিল, আগন্তুকগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"গ্রামময় যে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে বাবু ?"

"কিন্তু কে তোমাদের বল্লে ?"

সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। কথাটা প্রত্যেকেই শুনিয়াছে, অথচ কাহার মুখ হইতে প্রথম বাহির হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। মাণিকের মন এতক্ষণে বেশ প্রফুল্ল হইয়াছিল, সে মনে মনেই বলিয়া উঠিল—"একেই ত বলি বুদ্ধি, একটা রাত না ঘুমিয়ে যে এত কাণ্ড করেছি, এতক্ষণে তার ফল দেখা

দিয়েছে। পণ্ডিতবেটা গ্রামে থেকে বড় বাড়াবাড়ি করে উঠেছিল, মাণিকবাবুকেও যেন মান্‌তে চায় না; দেখি বেটাকে জব্দ কর্ত্তে কদিন লাগে? এতক্ষণ জমিদারের হাতেও চিঠি পড়েছে, এবার ঠিক হবে, চারদিক্‌ ঘিরে নিয়েছি, দেখি বেটা পালায় কোন্‌ পথে।" বলিয়া সে প্রকাশ্যে বলিল—"যা দেখ্‌লে আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না, সেই অসম্ভব সংবাদ নিয়ে এসে আপনারা আজ সকাল বেলায় আমার হাতের কাজগুলি মাটি কর্ত্তে বসেছেন! জগন্নাথ পণ্ডিত ভক্তির পাত্র, তাঁর সম্বন্ধে এসব কথা বল্‌বার আগে আপনাদের একবার ভাল করে জেনে আসাও কি উচিত ছিল না?"

তখন একে একে পাঁচ সাতজন উঠিয়া দাঁড়াইল, সমস্বরে—"তাই যাচ্ছি।" বলিয়া পণ্ডিতের বাড়ীর দিকে চলিল। অবশিষ্ট লোকগুলিকে বাধা দিয়া মাণিক বলিল—"আপনারা আর যাবেন না, এতগুলো লোক একটা ভদ্রলোকের বাড়ী চড়াও কল্লে শেষটা কিন্তু বিপদ ঘট্‌বে।" বলিয়া সে সাধুচরণকে কি ইঙ্গিত করিল, সাধুচরণ ছুটিয়া গিয়া দলে মিশিল। মাণিক এতক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। আগুণ জ্বালিবার সমস্ত উপকরণ সজ্জিত করিয়া সাধুচরণের উপর সে ভার প্রত্যর্পণ করিয়া তাহার আর কোন ভয়ভাবনা রহিল না। শিষ্ট সম্ভাষণে আগন্তুকগণকে বিদায় করিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

৮

জীবন ডাকিল—"মা!"

জগদম্বা ঠাকুর নমস্কার করিতেছিলেন, অসময়ে পুত্রের সাড়া পাইয়া ভীতভাবে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জীবন নমস্কার করিল, হাসিতে হাসিতে বলিল—"আমায় দেখে বড় বিস্মিত হচ্ছ, না?"

জগদম্বা উত্তর না করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"শরীর ভাল আছে ত বাবা, তোমার পিসিমা, পিসেমশাই, ছেলেপুলে সব ভাল আছেন?"

"হাঁ মা, সবাই ভাল আছে।" পুত্র জননীর মুখের দিকে দৃষ্টি করিল।

জগদম্বা—"ঘরে এস জীবন!" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন—"তারা, তোর দাদাবাবু বাড়ী এসেছে, পা ধোবার জল এনে দে।" বলিয়া জীবনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"জীবন, হাতপা ধুয়ে এস, আমি ঠাকুরঘরে যাচ্ছি, সন্ধ্যের কাল বয়ে যাচ্ছে?" বলিয়া তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শীতের স্তব্ধরাত্রি ধীরে ধীরে নেশাখোরের মত অবসন্ন হইয়া

আসিতে লাগিল। মাঘের শীত কন্‌কন্‌ করিতেছে, জীবনের সেদিকে লক্ষ্যও ছিল না। সে আহারের পর একটিমাত্র গেঞ্জি গায়ে দিয়া "সহযোগিতাবর্জ্জনে"র নূতন চিন্তায় বিভোর হইয়াছিল। ভক্তশিষ্য যেন নবপ্রদত্ত গুরুমন্ত্র জপ করিতেছে। পল্লীগ্রামের গৃহে গৃহে মহাত্মা গান্ধির মহামন্ত্র দান করিয়া জীবন ধন্য হইবে, ভারতভূমিকে ধন্য করিবে এবং এই নূতন দীক্ষায় দীক্ষিত দেশবাসীর সমবেত বর্জ্জনের ফলে আবার দেশ স্বাধীন হইবে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমির শোকতাপ, অন্নাভাব আর্ত্তনাদ দূর হইবে। শুষ্ক নীরস ভারত-জননী সন্তানের করে আত্মরক্ষার ভার দেখিয়া প্রীতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবী রঞ্জিত করিবে। ভাবিতে ভাবিতে জীবন তন্ময় হইয়া উঠিতেছিল। ভারতাকাশের নব রবিকর যেন নূতন অবয়ব লইয়া উদ্দীপ্ত প্রভায় পরাধীনতার গাঢ় অন্ধকার কাটাইয়া তাহার চোখের গোড়ায় নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। ভারতের আকাশবাতাস নগরনগরী নব আশায় নূতন উল্লাসে পুষ্পিত বৃক্ষলতায় সুশোভিত হইয়া সহাস্য আস্যে নূতন উন্মাদনায় আনন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছে। জীবন নিমীলিত নেত্রে স্বকপোল-কল্পিত সজীব ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সহসা মাতৃসম্বোধনে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। জগদম্বা প্রশ্ন করিলেন—"জীবন, অসময়ে কলেজ কামাই করে বাড়ী এলি, আগে ত আমায় সংবাদও দিস্‌নি বাবা!"

"সময় পাইনি মা, সেখানে বসে থেকেও ত কোন লাভ ছিল না ?" বলিয়া জীবন আনন্দের আতিশয্যে থামিয়া গেল।

জগদম্বা বিস্মিতা হইলেন, সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সময় হয়নি, বসে ছিলে, কেন বাবা ?"

জীবন মনে মনে বলিল—"পাড়া গেয়ে মানুষগুলি এম্‌নি অপদার্থ; তার ওপর আবার স্ত্রীলোক! এতবড় ব্যাপারটার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত এখনও রাখে না! না না, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা না হলে দেশের অন্ধকার ঘোচান সোজা হবে না!" প্রকাশ্যে বলিল—"সময় আর কি করে হবে, গান্ধিমহারাজ কল্‌কাতায় এলেন। তাঁর আদেশ পেয়ে আমি কাল কলেজ ছেড়েই বেড়িয়ে পড়েছি ?"

"কলেজ ছেড়ে দিয়েছ বাবা ?"

মাতার প্রশ্নটা পুত্রের আনন্দপ্রবাহের মধ্যে যেন নিষ্ঠুর আঘাত করিল। তথাপি সে জোর দিয়াই উত্তর করিল—"ছাড়্‌ব না, দেশ স্বাধীন কর্ত্তে হলে, দেশের দুঃখদুর্দ্দশা অজ্ঞান-অবিবেচনা ঘোচাতে হলে যে সহযোগিতাবর্জ্জন ছাড়া অন্য উপায় নেই ?"

"মহাত্মা গান্ধি তোদের কলেজ ছাড়্‌তে বলেছেন বুঝি ?"

জীবন উত্তর করিল না, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এ কথাও সে যেমন ভাবে নাই, তেমনই মহাত্মা গান্ধি ঠিক কি বলিয়াছেন, তাহাও সে বিশেষ করিয়া জানিত না, বা জানা

আবশ্যক মনে করিত না। প্রশ্ন শুনিয়া সে যেন অপ্রতিভ হইল। জগদম্বা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সব ছেলেই কলেজ ছেড়েছে?"

জীবন প্রবল উচ্ছ্বাসের মুখে পুনঃ পুনঃ বাধা পাইতে লাগিল। এত আনন্দের, এত আগ্রহের মধ্যেও তাহার যে একটু ক্ষুদ্র সন্দেহ ছিল, তাহারই উপর আঘাত করিয়া মাতা প্রশ্ন করিলেন। জীবন কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"না মা, সবাই এখনও ছাড়েনি।" বলিয়া সে উৎসাহ টানিয়া আনিয়া অবসন্ন স্বর সতেজ করিয়া আবার বলিল—"সবাই ত এক দিনে ছাড়্‌তে পারে না, এই ত ছাড়াছাড়ি আরম্ভ হল, কতক ছেড়েছে, যারা বাকী আছে, তারাও দু'দশ দিনে ছাড়্‌বে।"

জগদম্বা পুত্রের মন গড়া অসম্বদ্ধ কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"আমার কাছে একটি-বার জিজ্ঞেস্‌ও কল্লে না বাবা?"

"তোমার কাছে আবার কি জিজ্ঞেস্‌ কর্ত্তে যাব, নেতৃবর্গের আদেশ—"

জগদম্বা বাধা দিলেন, কোমল কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন—"তা হলে যারা কলেজ ছেড়েছে, তাদের কেউ বাপমার কাছেও জিজ্ঞেস্‌ করেনি?"

জীবন যেন আবার একটা খোচা খাইল, উত্তরটা তাহার মুখে কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। জগদম্বা জিজ্ঞাসা করিলেন —"এখন তা হলে কি কর্ব্বে জীবন?"

জীবন আবার উৎসাহিত হইয়া উঠিল। জোর দিয়া বলিল—"কাজের আবার অভাব, এদেশের লোক যদি না খেয়ে না ঘুমিয়ে জীবন ভোর কাজ করে, তবু ত তাদের কাজের অভাব হবে না। আমরা সব চাষবাস কৃষিশিল্পের উন্নতি কর্ব্ব?"

বাহির হইতে ডাক আসিল—"মা?"

জগদম্বা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "কাল রাত জেগে এসেছ, এখন ঘুমোও বাবা?" বলিয়া তিনি বাহিরে আসিতে প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ মা, জীবনবাবু কলেজ কামাই করে অসময়ে বাড়ী এলেন যে!"

"জীবনকে তুমি দাদা বলে ডাক্‌বে প্রীতি, কখনও বাবু ব'ল না?" বলিয়া প্রীতির প্রশ্নটাকে ঢাকা দিয়া জগদম্বা ধীরে ধীরে অন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"আজ না তোমার সীতার বনবাস পড়্‌বার কথা ছিল।"

প্রীতি জগদম্বার মুখের দিকে দৃষ্টি করিল। দীপের আলোটা তাঁহার মুখের উপর ক্রীড়া করিতেছিল। প্রীতি দেখিল, সদাপ্রফুল্ল জগদম্বার গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মুখখানায় যেন চিন্তার গাঢ় ছায়া অঙ্কিত হইয়াছে। সে আর প্রশ্ন করিতে সাহস পাইল না, দীপের সল্‌তাটা উস্কাইয়া দিয়া রামায়ণখানা টানিয়া লইল।

৬

পিতা পুত্রে কথা হইতেছিল। ভবতারণ জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে আমাদের এখন কোন্ পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন ?'

"পথ সবারি এক, এতে কারুর বৈমত্য নেই, বিষম সমস্যা এই যথেচ্ছ আচরণের অনুমতি নিয়ে ?"

ভবতারণ যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল—"যথেচ্ছ কেন বল্‌ছেন, এর ভেতর স্বেচ্ছাচারিতার কি দেখ্‌লেন ?"

জগন্নাথ পণ্ডিতের গম্ভীর মুখ দ্বিগুণ গম্ভীর হইল, তিনি কহিলেন—"না বলেও ত পার্‌ছি না ভবতারণ, যতই ভাব্‌ছি, ততই যেন এর ভেতর স্বেচ্ছাচারিতার বীজ উপ্ত বলে মনে হচ্ছে। জান ত এতবড় আর্য্য শাস্ত্র এত করে আটঘাট বেধে পিতা, পুত্র, গুরু, পরিজনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পথ দেখিয়ে দিয়েও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে এদেশকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত রা্‌তে পারেনি। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণের বাক্য অবহেলা করেও পুত্র পিতার অবাধ্য হচ্ছে, ভ্রাতা ভ্রাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্চ্ছে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি যথোচিত ব্যবহারে উদাসীনতা দেখাচ্ছে। আর যার গোড়াতেই স্বাধীনতা, পিতামাতার আদেশের অপেক্ষা নেই, সে বিধি প্রতিপালন

করে যে সমাজ দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হবে, তাতে ত আমি সন্দেহ কর্ত্তে পারি না। পৃথিবীতে যত দেশ আছে, ভারত সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, শিক্ষায় ও স্বভাবে, আচারে ও অনুষ্ঠানে, ভারতের বিশেষত্ব শুধু এই কটা জিনিষ নিয়ে। কি জানি আমার কেবলি আশঙ্কা হচ্ছে, আমরা লোভে পরে লাভের আশায় লোকসান দিয়ে অস্থিচর্ম্মসার হয়ে দিন দিন ক্ষয়ের পথে যাব ?"

"তা হলে আপনি এদেশে স্বাধীনতার ইচ্ছে করেন না ?"

পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন, প্রভাত-রৌদ্রের মত তাঁহার সেই বিস্ময়বিমিশ্র স্নিগ্ধ হাস্যে ভবতারণ ভরসা পাইল। পণ্ডিত বলিলেন—"ভাল জিনিষ কে না চায় ভবতারণ, আমার কথা ছেড়ে দিয়ে তুমি দেশের ঘরে ঘরে ঘুরে জিজ্ঞেস্ করে দেখ, ধনী, নির্দ্ধন, দীন, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই এক বাক্যে দেশের স্বাধীনতা প্রার্থনা কর্ব্বে ?"

"তাহলে ত গান্ধি মহারাজের প্রদর্শিত পথই আমাদের মহাস্ত্র।"

"হয় ত তাই হবে, যখন যে কোন দেশকে অধীনতার পাশ কাটিয়ে মুক্তির পথে যেতে হবে, তখনই তার এম্‌নি একটা উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন, এ কথা আমিও অস্বীকার করি না।"

"তবে ?"

পণ্ডিত ভাবিতে লাগিলেন, দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র যে

তাঁহার মাথার উপর অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল, সে অনুভূতিও তখন তাঁহার ছিল না। প্রায় দশ মিনিট পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন —"আমার শুধু মনে হচ্ছে যে, রাতারাতি লম্বা বাটের মত এ কাজটাও অতি তাড়াতাড়ি হচ্ছে। আমরা চাই, আমাদের হয় ত নানা কারণে প্রয়োজন হয়েও পড়েছে, কিন্তু ঘরে ভাত নেই বলে অসময়ে খেতের ধান কেটে আন্‌লে সে ত ভাতের কাজ না করে গৃহস্থের ঘরই জঞ্জালপূর্ণ করে তুল্‌বে।"

ভবতারণ বোকার মত পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন—"যাঁরা নেতৃত্ব নিয়ে কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁরা বিচারে বুদ্ধিতে বিবেচনায় আমাদের যে কত ও'পরে, সে হয় ত আমি ঠিক কর্ত্তেও পার্চ্ছি না। আমাদের মত মানুষের তাঁদের মতের আলোচনা না করাই হয় ত খুব সঙ্গত। তবু মানুষমাত্রেরই ভুল হতে পারে, এই হিসেবে বল্‌ছি, এ ক্ষেত্রে হয় ত তাঁদেরও কিছু ভুল হয়ে থাক্‌বে। যাদেব নিয়ে কাজ কর্ব্বেন, হয় ত আজও তাদের তাঁরা ঠিক চিন্‌তে পারেননি। তাতেই প্রবল আশঙ্কা হচ্ছে, বেশী আন্‌তে গিয়ে যেটুকু ছিল, যা ধরে আজও ভারত বেঁচে আছে, সেটুকু হারিয়ে অকালে তাকে প্রাণত্যাগ কর্ত্তে না হয়?" বলিতে বলিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন—"ও কি?"

ভবতারণের দৃষ্টিও বাহিরের দিকে পড়িল, দেখিতে দেখিতে

স্থানীয় থানার দারোগায়, জমাদারে ও চৌকিদারে বহিঃপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া দারোগা বিনীত ভাবে একখানা ওয়ারেণ্ট জগন্নাথ পণ্ডিতের হাতে দিয়া শান্ত সংযত স্বরে বলিলেন—"আমায় ক্ষমা কর্বেন, আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, বাধ্য হয়ে আমাকে ও'পরের আদেশ পালন কর্ত্তে হচ্ছে !"

ভবতারণ বিস্মিতের অধিক ভীত হইয়া প্রশ্ন করিল—"ওয়ারেণ্ট কিসের।"

"কুলস্ত্রীকে ভুলিয়ে প্রতারিত করে তার জাত মার্বার অপরাধে আপনার পিতা অভিযুক্ত হয়েছেন।"

ভবতারণের শান্ত নেত্র অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া অত্যাহিতের আশঙ্কায় পণ্ডিত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এতেও কি দেশের অবস্থা বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ভবতারণ! যতদিন দেশের মানুষ আপনাকে চিন্‌তে পার্বে না, নিজের ভাইকে কোলে তুলে নিতে পার্বে না, ঘরে ঘরে প্রাণ দিয়ে সহযোগিতা দান কর্ত্তে পার্বে না, ততদিন পরের ঘরের সহযোগিতা ত্যাগ কর্ত্তে গেলে এরা যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ হারিয়ে অঘোরে মারা যাবে !" বলিয়া তিনি অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে কোথায় যেতে হবে বলুন।"

দারোগা মুখ ফিরাইয়া লইলেন, শান্ত তেজস্বী কর্ত্তব্য-পরায়ণ পণ্ডিতের কার্য্যকলাপে আচারে অনুষ্ঠানে তুঁহার প্রতি

সাধারণের যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, তিনিও সে শ্রদ্ধা বা অনুরাগের হাত হইতে মুক্ত ছিলেন না। জমাদার অগ্রসর হইয়া বলিল—"সরকারের হুকুম, আপনাকে থানায় যেতে হবে!"

"তাই চল।" বলিয়া চলিতে চলিতে পণ্ডিত ভবতারণকে বলিলেন—"ভেব না ভবতারণ, ভগবানের নাম কর। ঠিক যেন এর মধ্যেও মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছা নিহিত রয়েছে।" বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইলেন। ভবতারণ যেন ঘুমের ঘোরে ঝিমাইতে-ছিল, সহসা প্রবুদ্ধের ন্যায় উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া একবার ঘটনাটার আগাগোড়া, ভাবিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—"তাই ত, এ যে অতি সত্য কথা, দেশ রক্ষা কর্ত্তে হলে আগে ঘরের প্রতি দৃষ্টি করার প্রয়োজন। নিজেকে চেনার দরকার, আমরা যে বাপভাইকেও চিনিনা।"

৭

প্রথম বিফলতার ফল প্রীতির প্রস্থানটা মাণিক নিতান্তই দৈব-দুর্বিলসিত মনে করিয়াও ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতেছিল। গূঢ়াভিসন্ধির সহায়তায় পদে পদে বাধাদায়ী—পথের কণ্টক জগন্নাথ পণ্ডিতকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিয়া এক দিকে সে যেমন অনেকটা সোয়াস্তি লাভ করিতেছিল, অন্য দিকে আবার জগদম্বার এত বড় সাহসের ফল হাতে হাতে প্রদান করিবার ব্যস্ততায় তাহার অস্বস্তির অভাব ছিল না। ব্যাধের হাত হইতে উড়িয়া গিয়া পাখী যে পিঞ্জরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, জোর-জুলুমে সে পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া তাহাকে হাত করিবার প্রত্যাশা মাণিকের বড় ছিল না, অথচ লোভের নামে ভুলাইয়া সুপথ হইতে কুপথে আনিবার চেষ্টার আগে আশ্রয়ের গোড়া উপ্‌ড়াইয়া ফেলিতে না পারিলে তাহার সমস্ত অভিলাষই যে অন্তর্বেদনা বহন করিয়া অবশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু চিন্তার হাতে আত্ম-বিক্রয় করিয়াও ত আজ পর্য্যন্ত তাদৃশ সুযোগের সম্ভাবনা সে দেখিতেছে না, যে সম্ভাবনা লোকদৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া স্বসাধনার অনুগামী হইতে পারে! এই ভাবে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তায় বিভোর হইয়া

বিকারগ্রস্ত রোগীর মত মাণিক যখন বাহিরের বাড়াণ্ডায় চেয়ারের উপর পড়িয়া ঝিমাইতেছিল, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া হতাশা ও হতাশ্বাসের গুরুভারে পীড়িত জীবন আসিয়া ঠিক সেই সময়ে নমস্কার করিয়া ডাকিল—"মাণিকবাবু?"

মাণিক নাসিকা কুঞ্চিত করিল। জীবনের মাতা প্রীতিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, এ স্মৃতিটা পরিস্ফুট হইয়া যেন বিষের উপর বিষ ঢালিয়া দিল। কিন্তু বাহিরে তাহার আভাসমাত্র প্রকাশ না করিয়া "আসুন আসুন?" বলিয়া মাণিক আবৃত বেশটা উলঙ্গ হইয়া পড়িবার ভয়ে মেঘান্তরিত রৌদ্রের মত একগাল হাসিয়া ফেলিল।

জীবন দাঁড়াইয়াছিল, দাঁড়াইয়াই রহিল। বসিবার দ্বিতীয় আসন ছিল না; মাণিক মৌখিক ভদ্রতা করিল বটে, বসিবার কোন ব্যবস্থা করা আবশ্যক, ইহা যেন তাহার মনেও হইল না! জীবন একটু বিরক্ত হইলেও স্মিতমুখেই প্রশ্ন করিল—"আপনার শরীর বেশ ভাল আছে?"

"আর ভাল থাকা, খেটে খেটে হয়রান হয়ে পড়েছি, শরীর যেন বৈতে চায় না।"

"দেশের দীনদরিদ্রের জন্যই আপনাকে—"

কাজে অকাজে উপকারে অপকারে আশে পাশের ধনিদরিদ্র ইতরভদ্র নিজের পরের রকমারি কাজের অনুরোধে যদিও মাণিকের পরিশ্রমের অন্ত ছিল না, তথাপি সে বাধা দিয়া বিনীত

কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ওসব বল্‌বেন না জীবনবাবু, আমি সামান্ত মানুষ, আমার শক্তিই কতটুকু ?"

সহসা তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে মাণিক তটস্থ হইয়া উঠিল। জীবনের ঠোঁট নড়িয়া নড়িয়া বিশ্রামলাভ করিল। "ভায়া যে এখনও বাড়ীতে বসে রয়েছ ?" বলিতে বলিতে জমিদার রাজেন্দ্র-বাবু স্বশরীরে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আর বলেন কেন, খেটে খেটে মারা যাচ্ছি, সকালে শরীরটা কেমন নরম নরম ঠেক্‌ছিল, তাই আজ আর বেরুতে পারিনি ?" বলিয়া মাণিক নিজের আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দীর্ঘ গলায় উচ্চকণ্ঠে বলিল—"বেটারা গেল কোথা, একখানা ভিন্ন বস্‌বার আসন এখানে নেই, জীবনবাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কোন শালার কি আক্কেল আছে ?"

জমিদারবাবু [illegible]ার দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছোক্‌রাটি কে [illegible] ?"

মাণিক ক[illegible]—"[illegible] সঙ্গে আপনার আলাপ নেই না কি ? জীবনবাবু প্রায়ই কল্‌কাতা থাকেন কি না ! এর মত ছেলে যে এ গ্রামে আর নেই, ইনিই আমাদের গ্রামের আশাভরসা, কল্‌-কাতায় ফোর্থ ইয়ারে পড়্‌ছেন।"

জীবন হাত তুলিয়া জমিদারবাবুকে নমস্কার করিল। বাবু কিন্তু প্রতিনমস্কার না করিয়া কেবলমাত্র বলিলেন—"তা বেশ বেশ।"

মাণিক প্রশ্ন করিল—"জীবনবাবু অসময়ে দেশে এলেন যে?"

"তারি জন্যে ত আপনার কাছে এসেছি?" বলিয়া জীবন মাণিক ও রাজেন্দ্রবাবুর অপ্রসন্ন মুখের উপর দৃষ্টি করিল।

মাণিক জন্যটা বুঝিল না, জমিদারবাবুর মুখ হইতে দৃষ্টি তুলিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

জীবন কহিল—"মাণিকবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছেই-যাব মনে করেছিলাম?"

"আমার কাছে?" জমিদারবাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন।

"তা ছাড়া আর যাবার স্থান কোথায় বলুন, আপনি আর মাণিকবাবু আছেন, তাই ত এখনও দেশটা রয়েছে?"

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু কারণটা কি?"

"মহারাজ গান্ধির আদেশে আমরা ত কলেজ ছেড়ে দিয়েছি?"

জমিদারবাবুর গম্ভীর মুখের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কারা?"

"আজ্ঞে, কত ছেলেই কলেজ ছেড়েছে, কেউবা ছাড়্‌ছে?" বলিয়া জীবন একবার থামিয়া যেন উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া বলিল—"কিন্তু কেবল কলেজ ছাড়্‌লেই ত হবে না, আমাদের যে কাজ করা চাই।"

শটকার মাথায় কল্কীতে তামাকু আসিল। রাজেন্দ্রবাবু নলে মুখ দিয়া তাহার মধুর স্বাদে নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করিলেন। জীবন কোন উত্তর না পাইয়া বলিল—"সভাসমিতি করে যাতে

দেশের লোক এতে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করে, এখন যে আমাদের সে বন্দোবস্তের বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে?"

"বেশ ত, কিন্তু তার জন্যে এখানে কেন?" প্রশ্ন করিয়া মাণিক অন্যমনস্কের মত অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া যেন কি চিন্তা করিতে লাগিল।

জীবন কহিল—"আপনারা মধ্যে না থাক্‌লে ত কোন কাজ হবে না, আমি মনে করেছি, রাজেনবাবুকে সভাপতি করে—"

অসমাপ্ত কথাটার মধ্যস্থানে বাধা দিয়া রাজেনবাবু পুনঃ পুনঃ ধূম উদ্‌গিরণ করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—"আমি তোমাদের এ ছেলে ভাঙ্গানর মধ্যে নেই।"

বিস্মিত জীবন মুখ বিষণ্ণ করিয়া কেবলমাত্র বলিল—"আজ্ঞে?"

"আমার যা মনে হয়, তাতে এই "নন্‌-কো-অপারেশনের" নামে দেশে কতকগুলি গোমূর্খ জন্মাবার পথ তৈরি করা হচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে থেকে দেশের যতটুকু সুরাহা হয়েছিল, এবার ভিল-কোলে পরিণত হয়ে সেটুকুও যাবে?"

জীবন ভগ্ন কণ্ঠে অথচ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"আজ্ঞে এ শিক্ষায় ত মোটে লাভ নেই, তা ছাড়া—"

রাজেন্দ্রবাবু আবার বাধা দিলেন, বিকৃত মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"লাভলোকসান আমরা বুঝি ছোক্‌রা, এ কাজ করেই মাথার চুল পাকিয়েছি! যদিও এ বয়সে তোমার

কাছে উপদেশ নেবার প্রয়োজন হবে না, তবু তোমাকেই জিজ্ঞেস্ কচ্ছি যে, তোমাদের বড় বড় নেতারা যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভাঙ্ছেন, বড় বড় ত্যাগ দেখাচ্ছেন, তাঁদের এ মহত্ত্ব,—এ ত্যাগশক্তি কি মাটি থেকে গজিয়ে উঠেছিল!”

জীবন উত্তর করিতে সাহস পাইল না, তাহার উৎসাহের গোড়ায় পদাঘাত করিয়া রাজেন্দ্রবাবু যেন প্রাচীনত্বের দাবীতে মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। মাণিক হাসিয়া বলিল—“ক্ষুণ্ণ হবেন না জীবনবাবু, আপাতত আমরা এতে যোগ দিতে না পেরে আপনাকে দুঃখিত কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছি। তার কারণ, কোন বিষয়েই সাধারণের মত সমান হয় না, আপনি যাকে ভাল মনে করে লেখাপড়া ছেড়ে ছুটে পালিয়েছেন, ঠিক সে আলোচনাটাকেই আমরা নিষ্ফল মনে না করে পাচ্ছি না। হয় ত এখানে আমাদেরও ভুল হতে পারে, 'তা বলে যা নিজে ভাল বুঝ্তে পারি না, অবিমৃষ্যকারীর মত তার পেছনে ধাওয়া করি কি করে?”

৮

বাড়ীতে প্রবেশ করিতে জগদম্বা জিজ্ঞাসা করিলেন—"জীবন, এদিক্‌কার সংবাদ শুনেছ ?"

জীবনের মন ভাল ছিল না, সে উত্তর না করিয়া চাহিয়া রহিল। জগদম্বা বলিলেন—"পণ্ডিতমশায়কে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে ?"

গম্ভীর স্বরে জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"কারণ ?"

"মস্ত অভিযোগ, প্রীতির নাম করে মিথ্যা ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছে ?"

"কে অভিযোগ আন্‌লে ?

"প্রীতির কে এক বুড় মাতামহী না কে আছেন, যাঁর নাম আমি কেন হয় ত প্রীতিও জীবনে শোনেনি, তিনি হঠাৎ এসে এ কাণ্ড ঘটিয়েছেন ?"

জীবনের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অসহায় চেষ্টাকে প্রতিপদে হীন করিবার গোড়ায় এ মোকদ্দমাস্থাপন যে একটা প্রকাণ্ড দাবী লইয়া দাঁড়াইবে ! জীবনের বিদ্রোহী অন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিল—"বেশ হয়েছে; যেমন অপদার্থ গ্রাম, তেমনি ত ঘটবে, মানুষ না থাক্‌লে যা হয়, তা ছাড়া এ গ্রামের পক্ষে অন্য কোন আশাই করা চলে না।"

"এতটুকু বুঝ্তে পেরেছ জীবন, এও বড় আশ্বাসের কথা, শুধু এ গ্রাম বলে নয় বাবা, দেশের প্রায় প্রতি গ্রামের ঠিক এই অবস্থা ?"

জীবন নাসিকা কুঞ্চিত করিল, মাতার কথাটায় সে মোটেও আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিল না। দেশের সকলগুলি গ্রামই এত দীন, এত হীন, ইহা কি মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে। জগদম্বা পুত্রের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিলেন—"জীবনে এই একটি মানুষ আমার চোকে পড়েছে, তাতেই হয় ত অবাধ আচরণে বাধা পর্‌বার ভয়ে, তাঁকে সরিয়ে দেবার জন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে ! যে দেশে অমানুষের এত প্রাধান্য, সে দেশ ত মানুষকে সইতে পারে না।"

জীবন তথাপি নিরুত্তর, জগদম্বা বলিলেন—"সকল কাজের আগে যে তাঁকেই রক্ষা করা দরকার বাবা ?"

"কি করে ? মামলা মোকদ্দমা ত করা যাবে না।"

"সে কি রে ?"

"এও জান না ?" বলিতে বলিতে জীবনের শুষ্ক মুখের কোণে যেন অবজ্ঞার হাসি দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। জগদম্বা লক্ষ্য করিয়াও নীরবে রহিলেন। জীবন কহিল—"সহযোগিতাবর্জ্জনের যে এটাই প্রধান বস্তু ?"

"তা হলে নিরপরাধে পণ্ডিতমশায়ের জেল হবে।"

জীবন অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া জগদম্বা

সহজ স্বরে বলিলেন—"পিতার বিপদে ভবতারণ হয় ত মুষ্‌ড়ে পড়েছে, আমি যে তোমাকে দিয়েই মাম্‌লা চালাব ঠিক করেছি ?"

"আমাকে দিয়ে, তুমি কি ক্ষেপেছ মা, আমি যাব মোকদ্দমা কর্ত্তে ?"

জগদম্বা কিছু বিমনা হইয়া পড়িলেন। শিক্ষিত পুত্রের মুখের এই ক্ষেপাক্ষেপির কথাটা তাহার কেমন ভাল মনে হইল না। তিনি আত্ম সংবরণ করিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিলেন—"ভেবে দেখ, জীবন, আমি তোমাকে কারুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা স্থাপন কর্ত্তে বল্‌ছি না। মিথ্যা মোকদ্দমার হাত থেকে নির্দ্দোষ বিপন্নকে উদ্ধার কর্ত্তে বল্‌ছি ?"

"সত্য মিথ্যা নিয়ে বিচার কল্লে এখন আর আমাদের চল্‌বে না, বিপন্ন বলে কাতর হবার সময়ও এ নয় !"

"জগন্নাথ পণ্ডিতের জেল হলে যে, আমাদের মস্ত একটা অভাব হবে।"

"হয় হবে, অমন কত হচ্ছে, দেশের জন্যে এ সকল ক্লেশকে তুচ্ছ না কল্লে চল্‌বে না। ঝড়ঝাপ্‌টা মাথা পেতে নেবার জন্যে আমরা যে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছি ;"

"জীবন ?"

"কোন উপায় নেই মা ?"

"হেলায় রত্ন হারিও না বাপ, জগন্নাথ পণ্ডিতের মত একটা লোককে বাচাতে পাল্লে, দেশের এমন অনেক কাজ হবে, যার

কাছে, এসব দৃঢ়তা অতি তুচ্ছ। তাঁর কাছে যে আমরা অনেক আশা করি?"

"তা কর, কিন্তু আমি কোন রকমে মোকদ্দমা কর্ত্তে পার্ব্বনা, মানুষের অভাব নেই, সে অমন অনেক জুটবে?"

"অনেক জুটবে, না জীবন, আমি বল্‌ছি, অনেক কেন তুমি অমন মানুষ দুজন পাবে না। আমি তোমার মা, আমি অনুরোধ কচ্ছি?"

"মার ও মা আছে, আমি যে তার সাড়া পেয়েছি, তার কাতর ডাক যে তোমার এ অনুরোধ পালন কর্ত্তে আমায় বারণ কচ্ছে?"

জগদম্বার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি মুহূর্ত্তে আত্ম স্থির করিয়া বলিলেন—"আমি মেয়ে মানুষ, আমার হয় ত তোমাদের মত চিন্তার শক্তিও নেই. সহ্য কর্ব্বার শক্তিও নেই। তবু আমি তোমার মা। কল্পনার আকর্ষণ কাটিয়ে যা সত্য, যাকে সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তার অনুসরণ কর্ত্তে অনুরোধ কর্ত্তে আমি পারি। পুণ্যের নামে পাপ কর না বাবা, কর্ত্তব্যের নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে ডেকে এন না, আমার কথা রাখ?"

জীবন হাসিয়া উঠিল,—"পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই, ওসব তোমাদের ভ্রান্তি?"

জগদম্বা থমকিয়া গেলেন, তাঁহার বুকটা বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। দেশহিতৈষণার নামে এ যে ঘোর হঠকারিতা। ভারতের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে পবিত্রতা ও ভক্তির বৈশিষ্ট্যটুকু

মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের ন্যায় এখনও অতি সন্তর্পণে আপনার স্থান করিয়া লইতেছিল, এই আন্দোলন বিকৃত—রূপান্তরিত হইয়া উন্মত্ত গতিতে যদি তাহার উপর চাপিয়া বসে ত সেটুকু যে মুহূর্ত্ত-মাত্র স্বসত্তা সংরক্ষণে সমর্থ হইবে না। জগদম্বা দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"জীবন, আজ পণ্ডিতমশায়ের বিপদে তুমি আমায় যে উপদেশ দিচ্ছ, ভগবান্ না করুন, তবু কাল যদি তুমিই এমন বিপদে পড় ত, আমি কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক্‌তে পার্ব্ব ?"

"সে যে পার্ত্তেই হবে মা, আমি যে সে আশায় বুক বেঁধে তোমার ছেলে বলে পরিচয় দিচ্ছি ?"

"হয় ত ভুল কর্চ্ছি জীবন, হয় ত আমি পেরে উঠ্‌ব না, আজ যে মাতৃত্ব এ দেশের হয়ে পণ্ডিতের বিপদে আমায় তোলপাড় করে তুলেছে, তোমার বিপদে সে আমায় রেহাই দেবে না, বরং আরও বেশী অত্যাচার কর্ব্বে ?"

জগদম্বা থামিলেন, তাঁহার মুখ চোখ চিন্তায়-বিস্ময়ে ম্লান বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন—"আবারও আমি তোমায় অনুরোধ কচ্ছি, তুমি পণ্ডিতের জন্য যা কর্ব্বার কর্ত্তে প্রস্তুত হও ?"

জীবনও তর্কে বিতর্কে বিমনা হইয়া উঠিতেছিল, এক ত দেশে আসিয়া অবধি সে আজ পর্য্যন্ত একটা লোকের নিকট হইতে সহানুভূতি পায় নাই, তাহার উপর মাতার এই একান্ত অনুরোধ, তাহাকে কেমন দ্বিধার মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছিল। সহসা

তাহার চোখের উপর কলিকাতার সেই বিরাট সভার উজ্জ্বল চিত্র ভাসিয়া উঠিল। বড় বড় বক্তার দীর্ঘ বক্তৃতা ও উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশগুলি যেন কাণের গোড়ায় ধ্বনিত হইতে লাগিল। "মানুষকে ভুল্‌লে হবে না, কাতর হলে চল্‌বে না, অন্নহীনের আর্ত্ত-ধ্বনি, রমণীর কাতর ক্রন্দন, যদি কমাতে হয়, তবে মুমূর্ষুর দিকে চেয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। সব ভুলে এক মাত্র দেশমাতার মলিন মুখের ঘনীভূত অশ্রুর গতি মুছিয়ে দেবার জন্যে আমাদের জীবন-মরণের মধ্যস্থলে অটল অচলভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে। আমরা মর্ব্ব, তবু মার্ব্ব না, আমরা পদাঘাতে হঠ্‌ব না, এ বিষয়ে মাবাপের কথা মান্‌ব না, জাতিভেদ ধর্‌ব না, প্রাণের সমস্ত সত্ত্বা ত্যাগ করে শুধু লড়্‌ব।"

জীবনের ধমনীর শীতলপ্রায় রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে যেন স্বপ্নের ঘোরে চোখের গোড়ায় দিব্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহার নির্ব্বাপিতপ্রায় বৃত্তিগুলি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে পুনঃ পুনঃ মস্তক নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—"আমি পার্ব্ব না, কিছুতে না। তুমি আমায় অন্যায় অনুরোধ কর না।"

জগদম্বার স্নীহৃদয় যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। ধৈর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও দুশ্চিন্তার তীব্র কষাঘাত তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। এই পিতৃমাতৃ-অবমানকারীরা দেশ উদ্ধার করিবে। হায়? যাহারা নিজের গৃহ রক্ষা করিতে জানে না বা পারে না, যাহাদের বিচারবুদ্ধির

লেশমাত্র নাই, কর্ত্তব্যপ্রবণতার নামে মুহূর্ত্তের উত্তেজনা যাহা-দিগকে অপার আনন্দ দান করে, তাদৃশ কয়েকজন অপরিণত-বুদ্ধি, অল্পবয়স্ক বালক ও যুবকের দ্বারা দেশ উদ্ধার হইবে! লুপ্ত সুপ্ত সুখসূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হইয়া গাঢ় কুয়াসায় আচ্ছন্ন ভারতের অন্ধকার কাটাইয়া তাহাকে হাসাইয়া ভাসাইয়া তুলিবে! ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বিসদৃশ কল্পনা আর কি হইতে পারে! প্রাণহীন মাটির পুতুলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টার পূর্ব্বে, তাহাদের সজীবতা ঘোষণা করিয়া যে যুদ্ধোদ্যম, ইহার সফলতা তাঁহার হাতে, যিনি ভারতের এ অধীনতাপাশ আনিয়া দিয়াছেন। জগদম্বা মনে মনে বলিয়া উঠিলেন—"চির দিন কোন দেশ অধীন থাকে না, ভারতের এমন কি পাপ, যে সে থাক্‌বে। প্রকৃতির নিয়মে ভগবানের ইচ্ছায় হয় ত একদিন এদেশও স্বাধীন হবে, কিন্তু এই আন্দোলন তার যতটুকু অনুকূলতা কর্ব্বে, দেশকে যতটুকু অগ্রসর কর্ব্বে, - জাগরিত কর্ব্বে, তদপেক্ষা অনিষ্ট কর্ব্বে অনেক বেশী। এর ফলে যা হারাবে, স্বাধীন হলেও শত বৎসরের চেষ্টায় সে জিনিষটুকু আয়ত্ত কর্ত্তে ভারত অস্থিমজ্জা সার হয়ে উঠবে?" তিনি দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—"তুমি যখন নিতান্তই পার্ব্বে না জীবন, তখন আমাকেই কর্ত্তে হবে। কেন না, আমি যখন জান্‌ছি, তোমার বিপদে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্ব্ব না, তখন এতে উদাসীনতা দেখালে যে সেটা মহাপাপের হবে। সন্তান হয়ে মায়ের আদেশে

তুমি যা পার্ব্বে না, কর্ব্বে না, তোমার মা হয়েও শুধু অপরাধ বাড়িয়ে তুলবার ভয়ে আমাকে তা পার্ত্তে হবে, কর্ত্তে হবে। আমি তোমার অসৎকেই সৎ বলে গ্রহণ কর্ব্ব। সহযোগিতাবর্জ্জনের নামে তুমি যাকে ত্যাগ কর্চ্ছ, আমি আবার তারি নামে তোমার ত্যাগকে অস্বীকার কর্ব্ব। হয় ত অত ভবিষ্যৎ ভাব্‌তেও আমি জানি না, তত ধৈর্য্যও আমার নাই। তবু তুমি আমার এই কথা মনে রেখ জীবন, বর্জ্জনের জন্যই যাদের গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাদের জন্য বর্জ্জনের প্রতিকূলে পা বারাতে হলেও তা তোমাদের করা উচিত। যাদের নিয়ে দেশ, যাদের নিয়ে শক্তি, উত্তেজনার বশে তাদের মেরে ফেল্লে তোমাদের কোন কাজ সিদ্ধ হবে না।” বলিয়া তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

৯

বিধবা জগদম্বার রকমারি কাজের বিশেষ সংবাদ রাখিত না বলিয়া জীবন জানিত না যে, কিভাবে কোন্ আয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের এই ক্ষুদ্র সংসারটি পরের দোরে হাত না পাতিয়া অভাব অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইতেছে এবং তাহার পড়ার খরচ সঙ্কুলান হইতেছে। সেদিন সন্ধ্যার পরে ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিলে সে নিঃসঙ্গ জীবন লইয়া মোটা একটা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া সমস্ত বাড়ীটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এবং সম্মুখের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি করা উচিত, সে চিন্তায় হৃদয় আলোড়িত করিতেছিল। সহসা সে চমকিয়া দাঁড়াইল। একটা অনুসন্ধিৎসা টানিয়া লইয়া মাঝের ঘরে যেখানে প্রীতি বসিয়া সূঁচের কাজ করিতেছিল, তাহাকে সে ঘরের দোরে লইয়া দাঁড় করাইয়াদিল। প্রীতি নবীন ব্রতীর ন্যায় নূতন কার্য্যে সমস্ত মন ঢালিয়া দিয়াছিল, জীবনের আগমন সে জানিতেও পারে নাই। জীবন দোরের গোড়ায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—"প্রীতি?"

প্রীতি রুমালের পাইড় তুলিতেছিল, ডাক শুনিয়া প্রসন্ন নয়নে একবারমাত্র চাহিয়া মুখ নামাইয়া লইল। হাতের কাজ মাটিতে ফেলিয়া সে কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। জীবন

অগ্রসর হইল, প্রীতির সলজ্জ জড়সড় অবস্থাটা তাহার মনের কোণে নূতন একটা ভাব টানিয়া আনিল, আসন টানিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িয়া সে প্রশ্ন করিল—"তুমি আমায় কি বলে ডাকবে প্রীতি ?"

প্রীতির বাধ বাধ ঠেকিতেছিল, সে যেন অন্যমনে বলিল—"দাদা বলে, মা যে বলে দিয়েছেন।"

"মা বলেছেন, নৈলে দাদা বল্‌তে না ?"

প্রীতির মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। এক গ্রামের হইলেও বিদেশবাসী বলিয়া কোন কালেই জীবনের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ পরিচয় ছিল না। সে সহসা উত্তর করিতে পারিল না। জীবন বলিল—"তুমি আমায় দাদা বলেই ডাকবে প্রীতি, আমিও তোমায় ছোট বোনটির মত দেখ্‌ব !"

প্রীতি তথাপি উত্তর করিতে পারিল না, তাহার অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। জীবন আগ্রহব্যাকুল কণ্ঠে আবার বলিল—"অমন সম্বন্ধ আর পৃথিবীতে নেই, ভাই বোন, প্রীতি তোমার যদি একটি ভাইও থাক্‌ত ?"

প্রীতির প্রফুল্ল নেত্রদ্বয় অশ্রুসমাকুল হইয়া উঠিল, সে যেন অন্যমনস্ক হইবার জন্য মাটির রুমালখানা হাতে তুলিয়া লইল। জীবন বুঝিল, স্নেহের নূতন আভাসে স্বজনহীনার সন্তপ্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। শুষ্ক ভূমিতে জল পতিত হইলে তাহার যে অবস্থা হয়,' প্রীতিরও ঠিক সে অবস্থাই ঘটিয়াছে। অন্য প্রসঙ্গ

উঠাইতে চেষ্টা করিয়া জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"লেলায়ের কাজ তুমি কোথায় শিখ্‌লে ?"

"এখনও শিখ্‌তে পারিনি, চেষ্টা কর্চ্ছি ?" বলিয়া প্রীতি যেন নত মুখ মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

"কেন বেশ পাড় ত উঠিয়েছ ?" বলিয়া জীবন প্রীতির হাতের রুমালখানা দেখাইয়া দিল।

"মা কিন্তু বলেন, এখনও আমার হাত পাকে নি ?"

জাবন হাসিল,—"মার কথা কি বেদমন্ত্র প্রীতি !"

"বেদমন্ত্র কেন হবে, তাঁর কাজ দেখ্‌লে যে, সত্যি আমার লজ্জা হয় ?"

জীবন যেন চমকিয়া উঠিল,—"মাও এ কাজ করেন না কি ?" প্রশ্ন করিয়া সে উত্তরের জন্য হা করিয়া রহিল।

"তিনি কি শুধু এ কাজ করেন, তাঁর কত কাজ ?"

জীবন লজ্জিত হইল, পুত্র হইয়া মাতার কার্য্যের সংবাদ না রাখাটা দোষ, কথাটা যেন তাহাকে একটা খোচা দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি আর কি কাজ করেন ?"

"আমি কি সব জানি, কোথায় না কি একটা বাগান ভাড়া নিয়ে তিনি কৃষিক্ষেত্র তৈরি করেছেন, আমায় একদিন সেখানে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন !"

জীবন মস্তক নামাইয়া লইল, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ সব করেই হয় ত সংসার চালাচ্ছেন, আমার পড়ার খরচ দিয়েছেন ?"

"তিনি বলেন, এসবই দেশের প্রকৃত কাজ, যেমন করে হ'ক দেশের টাকা দেশে রাখ্‌তে পাল্লে, একদিন না একদিন নির্জ্জীব শুষ্ক ভারত আবার সজীব হয়ে উঠ্‌বে?"

জীবন চকিতের মত মুখ ঘুরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমিও কি তাই বল?"

প্রীতির মুখে অন্ধকারে জোনাকির আলোর ন্যায় একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে উত্তর করিল—"আমি এর বুঝিই কতটুকু যে বল্‌ব। মা বলেন, আমি শুনি, আমার মত বিধবার ত কোন কাজ নেই, তিনি যা করান তাই করি?"

জীবনের চিন্তাসূত্রের গোড়া ধরিয়া যেন কে টানাটানি জুড়িয়া দিল। সে নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া লইল, মাতার এই কার্য্যগুলির মধ্যে নিজের স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। সন্তান হইয়াও জীবন ভুল বুঝিল, তাহার কারণ, পুত্রের মতের বিরুদ্ধে জননীর জগন্নাথ পণ্ডিতের পক্ষসমর্থনের একান্তাভিলাষ। সে জিজ্ঞাসা করিল—"মা জগন্নাথ পণ্ডিতের কতদূর কি করেছেন জান প্রীতি?"

স্তব্ধ রাত্রিকে কাঁপাইয়া খোলা দরজায় একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া দীপশিখাটা নাড়িয়া দিল। শীতের তীব্রতায় প্রীতির শরীর কাঁপিতে লাগিল। সে সন্দেহব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন তাঁর কি হয়েছে?"

"মা তোমায় বলেননি! তাঁকে যে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।"

"ধরে নিয়ে গেছে! কেন?" প্রীতির হাতের রুমালখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। সে একবারমাত্র শঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বার বার জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া থাকিয়াও যখন জীবনের নিকট হইতে আর কোন কথা শুনিতে পাইল না, পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও তাহার হইল না, তখন ভবতারণ সম্বন্ধে যে প্রশ্নটা গলার গোড়ায় আসিয়া উঁকি মারিতেছিল, তাহাকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিয়া অব্যবস্থিত গতিতে জগদম্বার উদ্দেশে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রীতি চলিয়া গেল, কিন্তু জীবন উঠিবার নামও করিল না। কখন যে তাহাদের আলোচনাটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেমন সে অনুভব করিতে পারে নাই, কি করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাও তেমনই স্থির করিতে না পারিয়া সে স্থাণুর মত বসিয়া প্রীতির আকার আচরণের কথাই ভাবিতে লাগিল। কলিকাতার ধনিগৃহে বিলাসবিভবের অধিষ্ঠাত্রী প্রাণহীনা পুত্তলীর মত সে অনেক রমণীকে দেখিয়াছে। শিক্ষায় সৌন্দর্য্যে হাবে ভাবে আলাপে আলোচনায় এত কাল সে তাহাদিগকেই পৃথিবীর সার রত্ন বলিয়া স্থির করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতটুকু সময়ের মধ্যে তাহার সে চিরন্তন ধারণা যেন ওলট পালট হইয়া গেল। পল্লীগৃহের বিলাসবিভবহীন প্রসাধনশূন্য প্রীতির পবিত্র মূর্ত্তি সহসা যেন সম্ভব অসম্ভব কতগুলি অবান্তর

ভাবনা লইয়া তাহার বুকে মুখে বিভিন্ন ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত করিতে লাগিল। জীবন যেন থাকিয়া থাকিয়া মনে করিতেছিল, পল্লীর অমার্জ্জিত সুষমার প্রাণ আছে, এ কুসুম কেবল দেখিবার সামগ্রী নহে, ইহার সৌরভ উপভোগের, আনন্দের, শান্তির, সান্ত্বনার। এ লাবণ্য জড় নহে, ইহার স্বভাব-মাধুর্য্য উপাদেয় ভোগসমূহের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসসমষ্টিতে জড়িত রহিয়াছে এ লাবণ্যে কোমলতা আছে, দয়া আছে, প্রীতি আছে, প্রভাব আছে, নাই চঞ্চলতা, শঠতা, সমারোহ। কলিকাতার সে সৌন্দর্য্য গলগ্রহের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী, পরের সেবায় পরের অনুগ্রহে পুষ্ট, জীবিত, আর এ যেন স্বপ্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া পুণ্যে পবিত্রতায় মানব-মনের মালিন্য ধৌত করিতে সমর্থ। জীবন স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—

"দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ?"

১০

অন্দরসংলগ্ন উদ্যানগৃহের ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া মাণিক যেন জালে ঘেরা জীবিত মৎস্যের মত থাকিয়া থাকিয়া খাবি খাইতেছিল। জগন্নাথ পণ্ডিতকে পুলিসের হাতে দিয়া তাহার সমস্ত রাগ পড়িয়াছিল, ভবতারণ ও জগদম্বার উপর! এই দুইটা মানুষের বিরুদ্ধে আজ পর্যান্ত কিছুমাত্র করিতে না পারিয়া তাহার চেষ্টা ও অপ্রতিহত প্রভাব যেন বিফলতার ব্যর্থ উপহাসে প্রপীড়িত হইতেছিল। লুব্ধ ভ্রমরের মত নিত্য নূতন কুসুমে ভ্রমণ করিয়া সে যে স্বাধীনতার সোপানে স্বচ্ছন্দ গমনে চলিতেছিল, ইহারা সে সোপানের চারিদিকে তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক ছড়াইয়া দিয়া তাহার যাতায়াতের পথটাকে যেন রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। প্রীতির জন্য মাণিকের যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, তাহার সে চঞ্চলতাকে বর্দ্ধিত করিয়া জগদম্বা যে অবিচলিত ভাবে আনা-গোনা করিতেছেন, ইহা জীবন ধারণ করিয়া মাণিক আর কত দিন সহ্য করিবে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—"এদের সর্ব্বনাশ কর্ব্ব, তবে ছাড়্ব, নৈলে যে, আমার এ সাধনা অসিদ্ধ থাকৃবে, যা জীবনে ঘটেনি, তাই ঘটুবে।

না না সে হতে পারে না, এতটুকু না পারি ত এত বড় হবার আশা মরীচিকার মত দূর দূরান্তরে গিয়ে দাঁড়াবে।"

মাণিকের মন বিপরীত পথ ধরিল—"সাধুতার ভাণ কর্ত্তে হলে এতটা হয় ত হয়ে উঠ্‌বে না?"

"হয়ে উঠ্‌বে না?" মাণিক লাফাইয়া উঠিল। যে জগন্নাথ পণ্ডিতের জন্ম তাহার তেজঃপ্রকর্ষ ষোল কলায় পূর্ণ হইতে পারিতেছিল না, যাঁহার উদারতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি রাহুর ন্যায় মাণিকের অপার ঔদ্ধত্যকে গ্রাস করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, তাঁহাকে যখন জেলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন এই অতি সামান্য জগদম্বা ও ভবতারণের স্পর্দ্ধা সহ্য করিবে, মাণিক কি এতই অপদার্থ, অক্ষম। সে আবার বলিয়া উঠিল—"এবার ঠিক হবে গোড়া ধরে টান দিয়েছি, দেখি কেমন ডালপাতা শুদ্ধ উপ্‌ড়ে না পড়ে পারে! বেটাকে জেলে পূর্ব্বার সব ত ঠিকই করে রেখেছি, এখন ওই ভবতারণ, আর জগদম্বা, ওদেরই কি আস্ত রাখ্‌ব। দেশের সবাই জগদম্বার হাতের জল বন্ধ না করে ত আমার নাম মাণিকই নয়?"

মাণিক ধীরে ধীরে উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার কাণের গোড়ায় কে যেন বলিয়া উঠিল—"এম্‌নি বাসনার দাস হয়ে তুমি কদ্দিন বাচ্‌বে? পাপ যে কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে, সতীর দীর্ঘ শ্বাসে তুমি যে ছারখার হয়ে যাবে। রক্ষক হয়ে দিন

দিন এই যে গ্রাসের পথ ধরেছ, এ গ্রাস কি তোমায় বাদ দেবে! যাঁরা এখন হার্‌ছে, সময় মত ঠিক তারাই জিত্‌বে!"

মাণিক হো হো করিয়া হাসিয়া ভাবনাগুলি জোর করিয়া চাপা দিতে চেষ্টা করিয়া মন স্থির করিবার জন্য পানপাত্র হইতে এক সঙ্গে গোটা দুই গ্লাস মুখে ঢালিয়া দিল। নিমেষে খট্‌কাটা কাটাইয়া তুলিয়া বলিয়া উঠিল—"এই ঠিক পথ, এ পথে চল্‌তে পাল্লেই এক ঢিলে দুই পাখী মর্ব্বে?"

দেখিতে দেখিতে বন্ধুর দলে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাণিক যেন হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। এই গৃহে এই সকল বন্ধু লইয়া সে কত কার্য্যের কত মন্ত্রণা করিয়াছে, আর তাহারই ফলোদয় তাহাকে সুখে সান্ত্বনায় গৌরবে খ্যাতিতে দেশের প্রার্থিত করিয়া রাখিয়াছে। মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"তবু তোমরা দয়া করে পদার্পণ কল্লে?" মাণিক থামিল, একটা ঢোক গিলিয়া আবার বলিল—"এতকাল পরে মাণিকের পরাজয়, এবার তাকে উদ্ধার করে এমন লোক কেউ নেই?"

বন্ধুগণের মধ্যে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় হইল, সমবেদনায় উত্তেজনায় গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। মদের পাত্র হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অষ্টমীর চন্দ্র গাঢ় কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আলো নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। আকাশের কোলে তারাগুলি যেন মেঘের

কোলে বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া লুকাইয়া যাইতেছিল। মাণিক পানপাত্র হস্ত হইতে রাখিয়া দিয়া বলিল—"তোমরা জান, তোমাদের সহায়তায় আমি আজ পর্য্যন্ত কোন কাজে পশ্চাৎপদ হইনি। তোমরা আমার বলভরসা। পাপে বল, পুণ্যে বল, তোমাদের সহায়তা না পেলে আজ আমি এতবড় হতে পার্ত্তাম না। এতদিন পরে আমার গৌরব ভেসে যাবে, তোমরা বর্ত্তমান থাক্‌তে আমি প্রার্থিত বস্তু থেকে বঞ্চিত হ'ব। যারা আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, তারা সুখে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাবে ?"

মাণিক থামিল। কলকোলাহলে নৈশ গগন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলে সমস্বরে বলিল—"ককৃখনও না, তুমি হুকুম কর, এই দণ্ডে তাদের ঘরদোর শুদ্ধ পুড়িয়ে প্রীতিকে কেড়ে নিয়ে আস্‌ছি ?"

মাণিক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"সে হবে না, তাড়াহুড় করে আমরা আমাদের আবরণ দূরে ছুড়ে ফেল্‌তে পারি না। তাতে বড় লোক্‌সান, জোর জুলুম কদিন চলে ? তোমরা কখনও আত্মবিস্মৃত হয়ো না, যা কর, নিরিবিলি, গোপনে, মান সম্মান বাচিয়ে। দুদিনের কষ্ট সইতে হবে, তাড়াহুড় কর্ত্তে গিয়ে নিমেষের সুফলের পরিবর্ত্তে জীবনের বাসনা বিসর্জ্জন দিতে পারি না।"

রাত্রির গভীরতা ভেদ করিয়া আকাশে একটা কাক কা কা

করিয়া ডাকিয়া গেল। বন্ধুবর্গ গ্লাসের পর গ্লাস ঢালিয়া পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। মাণিক আবার বলিল -"আমি চাই আধিপত্যে দেশ ছেয়ে ফেল্‌তে, প্রতিষ্ঠার ও'পর দাঁড়িয়ে আত্মস্বার্থ সিদ্ধি করা যত সহজ, তত আর কিছুতে নয়। গবর্ণ-মেণ্টের চোখে ধূলা দিয়ে সাধারণের সুবিধের নামে আমি তাঁদের সহায়তা পাচ্ছি, তাঁরা দিন দিন আমার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছেন। এক দিকে গবর্ণমেণ্ট, অন্য দিকে তোমরা, আমার ভয় কি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি বাসনার সাধনা কর্ত্তে গিয়েও জয়ী হব।"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া মন্ত্রণা চলিল। পরামর্শ স্থির হইলে মাণিক আবার বলিল—"আমি জানি, তোমরা আমাকে শ্রদ্ধা কর, আমার কাজের ভাল মন্দ বিচার না করে চিরকাল স্বচ্ছন্দ চিত্তে তোমরা তা গ্রহণ করে আস্‌ছ। তাই পূর্ব্বাপর বিবেচনা করে আমি আজ তোমাদের ওপর যে ভার অর্পণ কল্লাম, তোমরা একমত হয়ে, যাতে তা বেশ সুন্দররূপে সাধন কর্ত্তে পার, তাই কর্ব্বে।"

১১

জীবন প্রাণপণে ছুটাছুটি করিয়াও এত দিনের মধ্যে এত বড় গ্রামে "সহযোগিতাবর্জ্জন" সম্বন্ধে কোন প্রকার কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিল না। পল্লীর শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোন সম্প্রদায়ই এ আন্দোলন সমীচীন বলিয়া সহসা স্বীকার করিতে পারিল না। কেহ ইহার সারবত্তা বুঝিল না, কেহ কেহ বুঝিয়াও ভয়ে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কথাটাকে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিল, কেহ বা মাথা নাড়িয়া হাত ছুড়িয়া মস্ত বক্তৃতা করিয়া জীবনের ক্ষোভ ও অভিমান বৃদ্ধি করিতে লাগিল। হুজুগের হাতে আত্মসমর্পণ করিবার মত যে দুদশজন বালক ও যুবক জীবনের সহায় হইল, তাহাদের পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকবর্গের তিরস্কারে জীবনের টিকিয়া থাকা দায় হইল।

তথাপি জীবন হাল ছাড়িতে পারিল না, কাহারও রক্ত চক্ষু দেখিয়া উপহাসের স্বর শুনিয়া পিছু হটিলে চলিবে না, এ সকল কথা যে সে পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষাও উত্তমরূপে মুখস্থ করিয়াছিল, তারই জোরে অতি বলে বুক বাধিয়া সেদিন

গিয়া সে ভবতারণকে বলিয়া বসিল—"আপনাকে কিন্তু এথেকে নিবৃত্ত না হলে হবে না ভবতারণবাবু।"

মাঘের শীত টিপ টিপ বৃষ্টিতে কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছিল। ত্রদিন হইতে রোদ যেন পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছে। দমকা বাতাস থাকিয়া থাকিয়া বরফের চাকার মত মানুষের শরীরে আছার খাইয়া পরিতেছিল। ভবতারণ খাইতে যাইতেছিল, জীবনের কথা শুনিয়া হা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জীবন বলিল—"দেশের জন্য আপনার মত লোকের কাছে আমরা এতটুকু আশা কর্ত্তে পাবি?"

ভবতারণ এবার কথাটা কতক বুঝিতে পারিয়াও উত্তর করিল না। জীবন আবার বলিল—"আপনারা পিতাপুত্র এ গ্রামে শিক্ষায় স্বভাবে সদাশয়তায় প্রধান। এতটুকু বিপদে অধীর হয়ে আপনি যদি দেশের অপমান করে পিতাকে উদ্ধার কর্ত্তে যান, তবে যে মহাশক্রতা করা হবে, এটা একটা মস্ত দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেন, তা হলে সত্যি আমরা এতবড় একটা জিনিষ পাব যে, তাকে অবলম্বন করে দশ বছরের কাজ দশ দিনে কর্ত্তে বিন্দুমাত্র কষ্ট স্বীকার করতে হবে না।"

ভবতারণের মন ভাল ছিল না, পিতৃভক্ত সন্তান পিতার বিপদে অধীর হইয়া শুধু দিন গণিয়া যাইতেছিল। এক ত আজও প্রতিকারের কোন উপায় সে করিতে পারি নাই, তাহার উপর

এই নিষেধটা তাহাকে কঠোর করিয়া তুলিল। সে রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আপনার মতে পিতার রক্ষার জন্য আমি কোন চেষ্টাও কর্ত্তে পার্ব্ব না ?"

" না, তার প্রথম ও প্রধান কারণ, দেশের জন্যে সবাইকেই এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন হয়েছে !"

"এতটুকু" ভবতারণ থামিল। জীবনের এই কয়টিমাত্র কথা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যেন এ আন্দোলনটাকে একটা ঘৃণিত আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। সে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল— আমি যদি না পারি ?"

"মোকদ্দমার জয়াজয় বলা যায় না, হয় ত চেষ্টা করেও আপনাকে দুদিক্ হারাতে হবে ?"

"খুব সম্ভব তাই, কেন না, অতবড় শক্তির কাছে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র মানুষ কি কর্ত্তে পারে। কিন্তু মোকদ্দমার বিফলতা যদি আমায় এখনি কেউ শুনিয়ে দেয়, তবু আমি চেষ্টা ছাড়্‌তে পার্ব্বনা ?"

"তা মানে ?"

"মানে আর কিছু নয়, আপনি যাকে এতটুকু বল্‌ছেন, আমি তাকে অতি বৃহৎ দেখ্‌ছি। যাঁর জন্যে আমি এদেশে জন্মেছি, তাঁর প্রতি কর্ত্তব্য হারিয়ে দেশের জন্য যা করা উচিত, তাকে আমি বড় বলে মনে কর্ত্তে পারি না।"

ভবতারণের যথার্থ কথাটা জীবনের বুকের মধ্যে নূতন

ধরণের একটা খোচা দিল। সে অধীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"এম্‌নি বলিরই যে প্রয়োজন হয়েছে ভবতারণবাবু ?"

"কিন্তু সবার প্রয়োজন ঠিক একরকম হয়ও না, হলেও সকলে তা সমান ভাবে সম্পন্ন কর্ত্তে পারে না। আপনারা উচ্চ শিক্ষিত, নিজের আগে বাপমার বলির ব্যবস্থা কর্ত্তে পাল্লেও আমি তা পেরে উঠ্‌ব না ?"

জীবন গর্জ্জিয়া উঠিল,—"এ আপনার বড় অন্যায় কথা, আমরা আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে তবে এ পথে নেবেছি ?"

ভবতারণ শুষ্ক হাসি হাসিল,—"মিথ্যা কথা, পরীক্ষা সাম্‌নে, খেটে খেটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, হুজুগ আপনাদিগকে বাঁচিয়েছে এবং তারি জন্যে আপনারা একটিবারের জন্য আর কারুর সত্তাও স্বীকার করেননি! না বাপ, না মা, না ভাই, না বন্ধু। সত্যি বল্‌তে গেলে এতে ত আপনাদের কোনই কষ্ট হয়নি। পুড়ে মর্‌ছেন শুধু তাঁরা, যাঁরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে ছেলে পড়াচ্ছিলেন, যাঁরা—যে বিধবারা পতিশোকে আত্মহারা হতে হতে আপনার মত পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে একাহারে অনাহারে থেকে দাসীবৃত্তি করেও ছেলের পড়ার খরচ, পরীক্ষার ফি জুগিয়ে ভগবানের নামে দগ্ধোদর পূরণের আশা কচ্ছিলেন। ভেবে দেখ্‌লে বুঝবেন, এতে যেমন পিতামাতার বলির সুবন্দোবস্ত হয়েছে, এতটা হবার আশা কোন কালেই ছিল না।"

জীবনের শুষ্ক কাঠের মত মস্তিষ্ক যেন অগ্নিসহযোগে

জ্বলিয়া উঠিতে উঠিতে প্রবল বারিধারায় নিবিয়া গেল। রিণুবার ইঙ্গিতে ভবতারণের এই উদ্ধত উত্তরের কারণ বুঝিতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। সে লজ্জিত হইয়াই বলিল—"কিন্তু এসব কাজে ত এত ভাবলেও চলবে না, অনুমতি নেবার অপেক্ষায় চেয়ে থাকলেও হয় না।"

"কোনটায় আটকাতে পারে না জীবনবাবু, সত্য যে সবার আগে মাথা উচু করে দাঁড়ায়। আমি এ আন্দোলনের নাম নিয়ে কোন কথা বলছি না, কেন না, তত সাহস আমার এখনও হয় নি? কিন্তু এটা আমি খাটিই বলতে পারি যে, আপনার মত যে সকল বিদ্যার্থীরা এতে যোগ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রায় পৌনে ষোল আনা লোকের ভিতর বাইর সমান, উভয়ই সারশূন্য।" বলিয়া ভবতারণ একবার থামিয়া আবার বলিব—"তা ছাড়া সময় যখন আসবে, তখন ভাবনার আগে ভাব বেরিয়ে পড়বে, কাজের আগে অনুমতি জুটবে। পেট থেকে পড়ে যাঁদের দৃষ্টান্ত নিয়ে আমরা মুখে ভাত দিতে শিখেছি, হাতে কাজ কর্ত্তে শিখেছি, তাঁরাই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে চোখের ওপর এসে দাঁড়াবেন, কাজে না হ'ক, ইঙ্গিতেও তাঁরা বলে দেবেন, এবার ঠিক সময় এসেছে?"

জীবন যেন অনেকটা বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল, বলিবার মত কোন কথা না পাইয়া সে ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—
—"তা হলে আপনি এটাকে পছন্দ করেন না?"

"কোন্‌টাকে ?"

"সহযোগিতাবর্জ্জন ?"

"হাঁ করি।"

"তবে ?"

"ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে আমি চাই না, বর্জ্জনের নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়ও আমি ভয়ের মনে করি! তাতেই ছেলেদের এ ব্যাপারটা আমি আজও ধারণা কর্ত্তে পারিনি ?"

জীবন এবার হাসিয়া ফেলিল। তাহার প্রভুত্বপূর্ণ হাসি ভবতারণের বাক্যের অযথার্থতা ঘোষণা করিল। সে অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—"ছেলের দল ছাড়া কখনও কোন দেশের কোন বিশেষ কাজ কেউ সাধন করেছে, এ কিন্তু শুনিনি ?"

ভবতারণ দাঁড়াইয়াছিল, এতক্ষণ পরে বসিয়া পড়িয়া বলিল— "বসুন, আপনি হয় ত মূর্খ বলে আমায় কটাক্ষ কচ্ছেন, তা কর্ত্তেও পারেন, এম, এ, বি, এ, পাশ আমি করিনি। কোন্ দেশে কখন কি হয়েছে, না হয়েছে, তার ইতিহাসও ঠিক জানি না, তবে ছেলের দল থেকে আপনি যেমন অতি বড় একটা আশা কর্চ্ছেন, আমি যদি তার বিপরীত ধারণা করে থাকি, সেটা হয়ত আমার বুদ্ধির দোষ, কিন্তু আপাতত আমার সত্যি মনে হচ্ছে যে, এদেশে আবার কতকগুলি নিরক্ষর জন্মাবার জন্যেই এ আয়োজন। তবু ছেলেরা লেখাপড়া শিখ্‌ছিল, দুঃখে কষ্টে যা হ'ক করে এনে খাচ্ছিল, খাওয়াচ্ছিল। শিক্ষিত বলে

তাদেরও একটা গৌরব ছিল, দেশেরও একটা অভিমান ছিল। এতবড় ইংরেজ জাতিও ঐ একটা জিনিষের জন্যে সময় সময় মাথা নোয়াতে স্বীকার করে আস্ছিল। এবারে তাও যাবে, ফলে দাঁড়াবে”—

জীবন এত দীর্ঘ বক্তৃতা সহ্য করিতে পারিল না, সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—“যে পাণ্ডিত্যে পেটের ভাত জোটে না, তা থেকে মূর্খতা ভাল, তা ছাড়া—”

ভবতারণও বাধা দিল, নানা চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক গরম হইয়াছিল, ক্ষুধায়ও নাড়ী জ্বলিয়া যাইতেছে, সে বিরক্তিপরিপূর্ণ স্বরে বলিল—“চোর জুচ্চোর যে ভাল না, এও হয় ত আপনি স্বীকার কর্বেন না?”

জীবন ছিট্‌কাইয়া উঠিল,—“কি বক্ছেন ভবতারণবাবু?”

“এই বল্‌ছিলাম যে, পাণ্ডিত্যে যাদের পেটের ভাত জোটে না, মূর্খ হয়েও তাদের জুটবে না, যে পেটের ভাতের জন্যে মূর্খ হতে হচ্ছে, তারি অভাব যে আবার চোর জোচ্চোর করে তুল্‌বে!”

জীবন বসিয়াছিল, ক্রোধবশে এবার সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল—“বৃথা গালাগালি শুন্‌তে আমি আসিনি, তা ছাড়া ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার যে উপমা আপনি দিচ্ছিলেন, কাজে কাজে কিন্তু আপনাতেই তার যথেষ্ট কারণ দেখ্‌ছি, পৃথিবীশুদ্ধ লোক যা ভাল বলে—”

ভবতারণ ধীরে শান্ত কণ্ঠেই বলিল—“আবার ঐ কথাই

বল্‌ছেন, আপনি যদি না বোঝেন ত, বোঝান সম্ভব নয়। আমি কিন্তু এর মধ্যে পৃথিবী শুদ্ধ কেন দেশের এক আনা মানুষও দেখ্‌তে পাচ্ছি না! ক্ষেপেছে ত হাজার কয়েক বালক, এটা এদের একরকম পেষা হয়েই দাঁড়িয়েছে? হুজুগের নাম শুন্‌লেই এরা চিরকাল তার পেছন ধাওয়া করে চলে থাকে! সে কথা যাক। তর্ক ছেড়ে দিয়ে আমি আপনাকে আমার কথাটাই জানাচ্ছি, আমি দেশের আগে আমার বাপমাকেই চিনেছি, কাজেই গোড়া কেটে গাছে জল ঢাল্‌তে চাইনি।" বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নিতান্ত একগুঁয়ের মত দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

১২

জীবনের মুখে জগন্নাথ পণ্ডিতের বিপদ্বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রীতি জগদম্বার উদ্দেশে ছুটিয়া যাইতে যাইতে সহসা যেন বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পিতার বিপদে অনুরক্ত পুত্রের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, এ ভাবনার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখের উপর ভবতারণের মলিন মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল। যে প্রশ্নটা সে জীবনের নিকট গোপন করিয়া আসিয়াছে, যদিও তাহার উত্তরের জন্যই প্রীতির মন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি জগদম্বার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই কথাটার আলোচনা করিতে হইবে, এ চিন্তা যেন নূতন জড়িমায় তাহার পাদুখানা জড়াইয়া ধরিল। প্রীতি ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। সে বুঝিল না, লজ্জাকর ব্যাধির মত প্রকাশ হইবার ভয়ে এ বেদনাটা চাপা দিয়া রাখিবার জন্য কেন তাহার মানস-বৃত্তিগুলি তাহাকে এত টানাটানি করিতেছে!

ভবতারণের স্নিগ্ধ প্রসন্ন মূর্ত্তি ও কারুণ্য-বিজড়িত দৃষ্টি প্রীতির প্রাণের কোণে স্থান করিয়া লইয়াছিল। সে বাল্যকাল হইতে ভবতারণের যে তেজস্বিতা, উদারতা প্রভৃতির বিষয় শুনিয়া আসিয়াছে, সেদিন তত বড় বিপদে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তিতে

প্রীতিতে তাহার হৃদয় যেন এই যুবকটিকে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভবতারণের নর-মূর্ত্তি এই নারীর নিকট দেবতার আসন অধিকারের দাবী করিয়া এ কয়দিন তাহার হৃদয়ে দিব্য ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছিল। সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভবতারণের বিপদ্বার্ত্তা যেন শরীরী হইয়া ভক্তির পরিবর্ত্তে ভালবাসা ও সহায়তার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া অসহায়ের মত প্রীতির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। যে অবাধ কৃতজ্ঞতা এই রমণীকে পিতা ও পুত্রের নিকট জীবনের জন্য সুদৃঢ় ভাবে বাধিয়া রাখিয়াছিল, সে কৃতজ্ঞতা আজ যেন অতটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিভিন্নমুখ নদীস্রোতের ন্যায় প্রীতিকে বিভিন্ন ভাবপ্রবাহে প্লাবিত করিয়া তুলিল। মনের অপরিস্ফুট অবস্থাটা ঠিক অনুভব করিতে না পারিয়া প্রীতি আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সে জগদম্বার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল—"মা !"

ধরা গলার কম্পিত স্বর চেষ্টাকে বিফল করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল। একটা অননুভূতপূর্ব্ব ভাব ভাষাকে আকুল করিয়া তুলিল। যে বিষয়টার বিশেষ অনুসন্ধিৎসার জন্য তাহার দেহমন আকুলতায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সি বিষয়টাই আলোচ্য হইবে, এ ক্ষুদ্র ভাবনা তাহাকে দুইপা সরাইয়া দিল। উত্থানজাত কুসুমের মত কোমল অনাবিল প্রীতির হৃদয় বুঝিতে পারিল না, তাহার নারীহৃদয়ে এ দুর্ব্বলতা

কিসের। সে মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহদ্বার-বিগলিত উজ্জ্বল দীপশিখাটা যেন তাহার মুখে পড়িয়া জগন্নাথ পণ্ডিতের কঠিন কারাবাসের সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিল। দূর হইতে জগদম্বা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রীতি মা, তুমি যে আজ এত শিগ্‌গির উঠে এলে?"

নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া আকাশের কোলে কাক ডাকিয়া গেল। শীতল সমীরণ মন্দ শিহরণে প্রীতির শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। প্রীতি উত্তর করিতে পারিল না। জগদম্বা জিজ্ঞাসা করিলেন—"অসময়ে উঠে এসেছ, কোন অসুখ করে নি ত?"

প্রীতি জোর করিয়া উত্তর করিল—"না।"

"হাতের কাজ শেষ হয়ে গেছে বুঝি?"

"না।"

প্রীতির স্বর নড়িয়া উঠিল। যত্ন-প্রচ্ছন্ন চাঞ্চল্যের আভাস অনুভব করিয়া জগদম্বা তাহার হাত ধরিলেন, অল্প হাসিয়া বলিলেন—"অসুখ করে নি, কাজও শেষ হয় নি, তবে—?"

প্রীতি তথাপি নীরব, জগদম্বা তাহার হাত ছাড়িয়া চিবুক স্পর্শ করিলেন, শান্ত স্বরে বলিলেন—"মনটা ভাল নেই, না? কিন্তু বৃথা ভেবেও ত লাভ হবে না, বরং শরীরই নষ্ট হবে। সে জন্যেই কাজের ঘোরে জড়িয়ে সব ভাবনা যাতে ভুলে থাক্‌তে পার, আমি তার চেষ্টা কর্চ্ছি; যাও মা, হাতের কাজগুলো সেরে এস?"

প্রীতির এক পা নড়িবার সামর্থ্য ছিল না, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আর যখন পারিল না, তখন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"পণ্ডিতমশাই ?"

প্রীতির কোমল বুকে কঠিন আঘাতের আশঙ্কায় যে কথাটা এতদিন অতিযত্নে গোপন করিয়া আসিয়াছিলেন, এ প্রশ্নে তাহার আভাস পাইয়াও জগদম্বা শান্ত কণ্ঠেই উত্তর করিলেন—"তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, তাই কি ? না মা, তার জন্যে তোমার ভাব্‌তে হবে না।"

"অতটুকুও কি না করে পারি মা, আমার ত আর কোন ক্ষমতা নেই। একটু চিন্তা, তাও যদি না করি ত, পাপের যে অন্ত থাকবে না।

"ক্ষমতা যখন নেই, তখন বৃথা ভেবে ভার বাড়িয়ে তোলা ছাড়া ত আর কোন ফল হবে না। বরং ভগবান্‌কে ডাক, তিনি তাঁকে উদ্ধার করে দেবেন ?" বলিয়া জগদম্বা একবার থামিয়া কি ভাবিয়া বলিলেন—"আমি তাঁর মুক্তির জন্যে চেষ্টা কর্চ্ছি, তা ছাড়া তাঁর মত মহাত্মার বিনা দোষে শাস্তি হবে, এ বিশ্বাসও করি না ?"

"সংসর্গে সব হয়, আমার পাপই যে তাঁকে এ বিপদে ফেলেছে। আমাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়েই তাঁর যত বিপৎ।"

"কে জানে এমনটারই প্রয়োজন ছিল কি না, কোন্ উদ্দেশ্যে কি নিমিত্ত নিয়ে কখন কোন্ কাজ হয়, সে কেউ বল্‌তে পারে না ?"

"মা !"

"কে জীবন, কেন বাবা ?"

জীবন উল্লসিত কণ্ঠে হাসিয়া বলিল—"শুনেছ, কল্‌কাতার স্কুল কলেজ সব শূন্য।"

মাতা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জীবন বলিয়া চলিল—"একদিনে সব ছেলে কলেজ ছেড়ে বেড়িয়েছে, গোলাম-খানায় আর কেউ ঢুক্‌বে না, ন্যাস্‌ন্যাল স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে সবাই পড়বে ?"

জগদম্বা উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন —"কে বল্লে জীবন ?"

"কিরণ বাড়ী এসেছে, আজ বিকেলে আমি তার কাছ থেকে সব শুনে এলাম।"

জগদম্বা আনত মস্তক উঠাইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"তাকে একবার আমার কাছে ডেকে দিও জীবন, তুমি খাও গিয়ে যাও ?"

জীবনের প্রফুল্ল মুখখানায় যেন একটা কাল ছায়া পাত হইল, মাতার এই বিসদৃশ ভাবের কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। জগদম্বা প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —"আমি ভেবে অস্থির হচ্ছি প্রীতি, ম্যালেরিয়ার তাপের মত এই যে আন্দোলনটা রাতারাতি মাথা ছেড়ে উচুতে উঠে দাঁড়াচ্ছে, এ যদি ঠিক তারি মত নেবে পড়ে ত, ভারতের আশা ও আশ্বাসটুকু

শেষ হয়ে যাবে। আন্‌তে গিয়ে হারিয়ে আসার ভাব্‌না এদেশের একটা লোকেরও নেই, তাতেই পদে পদে বৃথা অপচয়ের অনুতাপে চিরকাল যেমন এরা পুড়ে মর্‌ছে, ভগবান্ কি এবারও এদের সে অনুতাপের হাত থেকে অব্যাহতি দেবেন না ?”

১৩

"ভবতারণ ?"

গৃহের একপাশে অসারের মত পড়িয়া ভবতারণ পিতার অসীম দুঃখদুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিতেছিল। জগদম্বার সাড়া পাইয়া মৃতের ন্যায় পাণ্ডুর দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন ?"

"ওদিক্‌কার কত দূর কি করেছ ?"

"কিছু কর্ত্তে পারি নি ?" বলিতে বলিতে ভবতারণ দর দর ধারে চোখের জল ছাড়িয়া দিল। তাহার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অক্ষমতা-জনিত অবরুদ্ধ যাতনা যেন আহত হইয়া চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। জগদম্বা চাহিয়া দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"কেঁদ না ভবতারণ, মন স্থির করে পিতার মত ধৈর্য্য নিয়ে প্রতিকারের চেষ্টা কর, মনে বল আন।"

ভবতারণ উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রতিকারের পথ খুজিয়া না পাইয়া তাহার নির্ভরশীল হৃদয়ও যেন জীবনে এই প্রথম দুর্ব্বলতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া হাহাকারে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। আবাল্য মাতৃহীন যে ভবতারণ পিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া মাতার অভাবজনিত দুঃখের আভাসও অনুভব করিতে পারে নাই, যে পিতাকে সে পুণ্যের ধর্ম্মের সুখের ও সৌভাগ্যের নিদান

বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, আজ কয়দিক হইতে সেই ভবতারণের দৃষ্টির সম্মুখে পিতার অদৃশ্য যাতনার দ্বন্দ্বযুদ্ধ যেন আগুনের কণার ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সে আবেগোত্থিত ক্রন্দনের বেগ নিরস্ত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"সব জেনে বুঝেও ত মনকে বোঝাতে পাচ্ছি না, প্রতিকার দূরের কথা, আমি আজ পর্য্যন্ত বাবার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তেও পারি নি;"

"দেখা কর্ত্তে পার নি, কারণ?"

"কি করে বল্‌ব, আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে না দিয়ে কার কি ইষ্ট সিদ্ধ হচ্ছে, তা কেমন করে জান্‌ব। এইটুকু মাত্র বুঝ্‌তে পার্চ্ছি যে, এর মধ্যে ঘোর ষড়যন্ত্র রয়েছে!"

"ষড়যন্ত্র রয়েছে! জগদম্বা যেন চমকিয়া উঠিলেন। ভয় অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্ময় তাঁহার মুখ চোখ রূপান্তরিত করিয়া তুলিল। তিনি সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের কি কারণ থাক্‌তে পারে ভবতারণ! তা ছাড়া পুলিস কেন তাতে যোগ দেবে!"

"কারণ যথেষ্ট আছে, যারা ধনগর্ব্বে দেশের মধ্যে সর্ব্বোন্নত, সর্ব্বভক্ষক, কেউ যদি চরিত্রগুণে তাদের সেই উন্নতির পথে—অবাধ আহারের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাঁকে না সরিয়ে যে ইষ্ট সিদ্ধ হয় না! এ দেশের পুলিস,—তারা যে রাজেনবাবুর হাত ধরা। বিশেষ গবর্ণমেণ্ট তাদের হাতে দেশের ভার দিয়ে রেখেছেন। অযোগ্য স্বার্থপর সবল অত্যাচারীরা দুষ্টের পরামর্শে

ক্ষমতার গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করে অন্যায়ে অবিচারে নিজের দেশের—ভাইবোনের রক্ত চুষে খেতে পারে!"

"ন্যায়ের অবমাননা কর্ত্তে গিয়ে তাদের শক্তি কি অবশ হয়ে আসে না!" মনে মনে কথা কয়টি বলিয়া জগদম্বা প্রশ্ন করিলেন—"এর কি কোন প্রতিকার নেই!"

"কালের ধর্ম্ম, পাপের প্রতিকার পাপে! যারা প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে আমাদের উচ্ছেদসাধনের সহায়তা কর্চ্ছে, হাতে পায়ে ধরতে পাল্লে, হয় ত তারাই আবার আমাদের পক্ষ হতে পারে। কিন্তু জেনে শুনে আমি তা কি করে পারি। বাবা যে তাতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ পাবেন।" বলিয়া সে মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিয়া আবার বলিল—"পিতার বিন্দুমাত্র দুঃখ লাঘবের জন্য নরকে যেতে হলেও আমার পক্ষে তাতে দ্বিধা করা পাপ, জেনেও আমি তা কর্ত্তে পাচ্ছি না, এও আমার একটা মস্ত মনস্তাপ। কিন্তু সে কল্লেও যে বাবার ক্ষোভের সীমা থাকবে না, দুর্নীতির পথে দুষ্ট দৃষ্টান্ত নিয়ে যে দুঃখনাশ, তাকে যে তিনি আনন্দের মনে না করে অবসাদ বলে ধরে নেবেন! তাতে যে ঢাকতে গিয়ে ক্লেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।"

ভবতারণের মুখচোখ ছাপাইয়া পিতার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের উৎস যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। জগদম্বা নিমেষহীন লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, সহসা দৃষ্টি নামাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছ?"

"বোঝাব কাকে! বুঝ্‌বে কে? প্রলোভন যে অত্যাচারীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ঢেকে রেখেছে। সেদিন বাবাকে ধর্ত্তে এসে যে দারোগা মুখ তুলে কথা কইতে লজ্জা বোধ করেছে, আজ সে এক কথায় পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়।" ভবতারণ থামিল, খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া বুক কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার বলিল—"ও'পরে চালান দিলে অত্যাচারীরা ইচ্ছামত সাজা দিতে পার্ব্বে না। কি জানি চেষ্টা চরিত্র করে জামিনে খালাস করে আনি, তারি জন্যে তদন্তের নাম করে থানায় ফেলে রেখে মারধর কর্চ্ছে। যদিও আমি দেখা কর্ত্তেও পারিনি, চোখে দেখ্‌তেও পাইনি, তবু চালান না দেওয়ার যে অন্য কারণ নেই, সে আমি নিঃসন্দেহে বল্‌তে পারি।"

জগদম্বা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার নারীহৃদয় এই অমানুষোচিত আচরণের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াও নিরুপায় বলিয়া আন্‌ছান্‌ করিতেছিল। তিনি অনেক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জান ভবতারণ! মাণিক কেন এর তদন্তের ভার নিতে স্বীকার কল্লে না?"

"তাতে বোধ হয় এতটা সুবিধে হত না, পরোক্ষে থেকে নিজে নির্দ্দোষ সেজে যেমন গলা টিপে ধরেছে, প্রত্যক্ষে দাঁড়িয়ে ততটা পেরে উঠ্‌ত না। তাতে একটু চক্ষু লজ্জাও হত, মানসম্ভ্রমও বজায় থাক্‌তো না!"

"মাণিকও এর ভেতর আছে?"

ভবতারণ ঢোক গিলিল। চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"মাণিকবাবু এর ভেতরে আছে, প্রত্যক্ষে না জেনেও একথাটা আমি এত বিশ্বাস করি যে, ততটা বিশ্বাস আমার ভগবানেও নেই। কিন্তু নাম করি কোন্ সাহসে? গ্রামের লোক, এমন কি আমি পর্য্যন্ত তার কাজ দেখে বিস্মিত হচ্ছি, আমাদের বিপদে মাণিকবাবু যেন আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে।"

"তুমি তাকে অবিশ্বাস কর কেন?"

"বিশ্বাস কর্ত্তেই বা পারি কি করে, সত্যি যদি মাণিকবাবু এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে না থাকৃত, তবে কারসাধ্যি যে বাবাকে আজও থানায় ফেলে রাখে। এটা হচ্ছে মাণিকের শত্রুনির্য্যাতনের শ্রেষ্ঠ পথ। এ গ্রামের আর কাউকে সে ভয় করে না। বাবা তার অন্তরায়। নিজের পরিচয় ঠিক রেখে যদি সে এ সুযোগে তাঁকে দূর কর্ত্তে পারে, তবে যে তার মস্ত লাভ!"

"উপায়?"

ভবতারণ যেন এবার কতকটা বল সঞ্চয় করিয়া লইল। সে এতক্ষণ পরে অবিচলিত কণ্ঠে বলিল,—"বাবা বল্‌তেন, বিপদে উপায় ভগবান্, আজ আমারও ত সে কথা ছাড়া বলবার মত আর কিছু নেই।"

জগদম্বা নীরবে রহিলেন। ভগবানের শক্তি ভিন্ন মানুষের কোন সত্তা নাই, এ সত্য বস্তুটায় কে যেন মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তাঁহাকে

কেমন সঙ্কিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। পাপে নিগ্রহ, পুণ্যে আগ্রহ, পাপীর শাস্তি, পুণ্যবানের পুরস্কার, এ যদি সত্য হয় ত কোন্ পাপে কি অপরাধে জগন্নাথ পণ্ডিতের এই নির্য্যাতন! ভবতারণের কথায় তাঁহার দোলায়িত মন স্থির হইল, কোন্ অজ্ঞাত শক্তি যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিয়া উঠিল—"মঙ্গলময়ের মঙ্গলেচ্ছার কিসে পরিণতি, কোথায় গতি বা স্থিতি, সামান্য মানুষ হয়ে তোমরা তা কি করে বুঝ্‌বে। শাস্তির নামে তিনি কখন কাকে কি ভাবে পুরস্কৃত করেন, বোঝ্‌বার শক্তি তোমার আমার থাক্‌বে ত এত ছুটাছুটি করে মর্ব্ব কেন?"

জগদম্বার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অবিশ্বাসের যে ক্ষীণ আভাসটা তাঁহার বুকের উপর উঁকি দিতেছিল, তিনি যেন জোর করিয়া তাহা ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তাই ভবতারণ, যিনি তোমার পিতাকে বিপদে ফেলেছেন, তিনিই তাঁকে মুক্ত করে দেবেন। ফলাফল তাঁর হাতে সপে দিয়ে তুমি শুধু তাঁর প্রতিনিধি হয়ে চেষ্টা কর্ব্বে। তুমি পুত্র, তোমার কাজ এই পর্য্যন্ত।"

১৪

তাকিয়ার উপর স্থূল শরীর রক্ষা করিয়া একাকী রাজেন্দ্র-বাবু মাণিকের অপেক্ষায় দোরের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। অতি বড় একটা অস্বস্তি যেন তাঁহার চোখে মুখে খেলিয়া বেড়াইতেছে। দেনার দায়ে মস্তক বিক্রীত, অথচ বাজে আয় মোটে নাই। চাল বজায় রাখা যে মহা দায় হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল বিষয়ে মাণিক রাজেন্দ্রবাবুর দক্ষিণ হস্ত, তাই তাহাকে ডাকাইয়া আজ তিনি নিভৃতে বসিয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা নয়টা বাজিয়া গেল। আশে পাশের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করিয়া সূর্য্যের নব রশ্মি ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করিতে লাগিল। বৃক্ষের লতার পত্রের পুষ্পের শিশির বিন্দুগুলি মুছিয়া দিয়া রবিকর যেন তাহার উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। বেলা হইতেছে, রাজেন্দ্রবাবুর আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টি বার বার দোরের দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাণিক প্রবেশ করিল। রাজেন্দ্রবাবুর মলিন মুখ তাহার আনন্দে আঘাত করিল। সে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুর শরীর ভাল নেই বুঝি?"

রাজেন্দ্রবাবু উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি যতদূর দেখা যায়, তত দূর ঘুরিয়া আসিল। একপার্শ্বে অভুক্ত গড়্‌গড়ায় তামাক পুড়িয়া যাইতেছিল, নলটা টানিয়া মুখে গুজিয়া "বস ভায়া" বলিয়া তিনি মাণিকের অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"যা নিয়ে ভাল থাক্‌বে, তারি যে দেখা নেই, এত বড় সংসারটা চারদিক্ বজায় রেখে কি করে চল্‌বে, তোমরা ত সে চিন্তা মোটে কর্ব্বে না।"

মাণিক হা করিয়া রহিল। রাজেন্দ্রবাবু কহিলেন—"বাজে আয়ে এদ্দিন এক রকম মানসম্মান বজায় রেখে চালিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা দিন দিন ধর্ম্মপুত্তুর হয়ে আমার হাতপা গুটিয়ে আন্‌ছ। আর আশা ভরসা থাক্‌ছে না। তোমাদের জ্বালায় দেশের চুরি ডাকাতি শুদ্ধ বন্ধ হল!"

মাণিক হাসিয়া উঠিল। স্মিত মুখে বলিল,—"সব দিক্ বজায় না রাখ্‌লেও যে উপায় নেই। ঘরে ঘরে চুরি ডাকাতি, একটু সাম্‌লে না চল্‌লে শেষে বা সব ফেসে যায়।"

"ক'শালার জন্তেই যত ভাবনা। এত করেও বেটাদের দলে ভিড়াতে পারা গেল না। হয় টেনে আনা, নয় ট্যাঁকে হাত, এ হু'টর একটা না হলে ওরাও সিদে হবে না, আমাদেরও স্বাচ্ছন্দ্য আস্‌বে না। পণ্ডিত বেটাকে ফাসিয়েছি, যেমন করে হ'ক ছমাস শ্রীঘর বাস না করিয়ে ছাড়্‌ছি না। এখন আর এ ক' বেটাকে জেলে ঢোকাতে পাল্লে মনের সুখে রামরাজত্ব করা

যেত।" বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু বারংবার মাণিকের উপর সস্পৃহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মাণিক কহিল—"সবুরে মেওয়া ফলে, গোড়ায় যখন হাত দিতে পেরেছি, তখন কোন শালা আর বাদ যাচ্ছে না।"

রাজেন্দ্রবাবু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জোরে মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। হাতের নলটা একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া বলিলেন —"না হে না, অত সোজা মনে ক'র না, জান ত নফরা শালার কাণ্ডটা?"

"আজ্ঞে তা আর জানি না, সে দুঃখ কি সহজে ভুল্‌তে পার্ব্ব, বাগে এনেও শালাকে সিদে কর্ত্তে পাল্লাম না। এত জুতর বাড়ী খেলে, তবু শালা না তুল্লে কাণে কথা, না দিলে ট্যাঁকে হাত?"

রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন—"শুন্‌লাম, ঐ শালাই না কি সদরে গিয়ে লাগিয়েছে যে, আমরা পণ্ডিতকে ইচ্ছে করে থানায় ফেলে রেখে সাজা দিচ্ছি! জান ত রাজেন্দ্রবাবুর ক্ষমতা, কপাল কুটেও কোন খানে কিছু হবে না। জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সবার মুখ বন্ধ।" বলিয়া সহসা তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন। তাঁহার মুখচোখের আনন্দজ্যোতিটা যেন দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। ঢোক গিলিয়া আবার বলিলেন—"মণ্ডলের বেটা হয়েছে মোড়ল,—"

অসমাপ্ত কথাটার মধ্যস্থানে ধরিয়া মাণিক বলিয়া উঠিল— "আজ্ঞে এবার তার পালা, শালাকে যখন হাতে পেয়েছি, তখন

আর সোজা না করে ছাড়া হচ্ছে না। শালার জন্যে যে কত যায়গায় নিরাশ হয়েছি, মুখের গ্রাস ছেড়ে আস্‌তে হয়েছে, তা ত জানেন। ওবার কুসুমকে—” বলিতে বলিতে সে বক্র কটাক্ষ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু এ স্মৃতিটা রাজেন্দ্রবাবুকে একেবারে জ্বলিত বারুদের স্তূপের মত উত্তপ্ত করিয়া তুলিল, তিনি তাঁহার ধৈর্য্য, ভয় প্রভৃতির কথা ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“তোমাদের জন্যেই শালাকে আমি আজ পর্য্যন্ত সিদে কর্ত্তে পারিনি, নৈলে রাজেনবাবু বেঁচে থাকৃতে এতল্লাটে—”

কাঁপিয়া কাঁপিয়া রাজেন্দ্রবাবুর স্বর থামিয়া গেল। মাণিক অল্প হাসিয়া বলিল—“আমি কি নিশ্চিন্তি আছি। হাত চলে না, আগে ত বেটার ট্যাঁক থেকে শপাঁচেক খসিয়ে নিন।”

রাজেন্দ্রবাবুর বিকৃত মুখচ্ছবি সহসা স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। যদিও তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কোন্ অজুহাতে কালীমণ্ডল তাঁহার হস্তগত হইবে, কি করিয়া তাহার ন্যায় ধরিবাজের নিকট হইতে টাকা আদায় হইবে, তথাপি মাণিকের আশ্বাস যেন তাঁহার বুকের পাষাণটা সরাইয়া দিল, ঘোলা দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সহসা দারোয়ান আসিয়া বলিল—“মাল শুদ্ধ কেলে চাঁড়ালকে হুজুরে হাজির করা হয়েছে?”

রাজেন্দ্রবাবুর মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি সপ্রশংস, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মাণিকের দিকে চাহিয়া তাহার হাত ধরিয়া বৈঠক-

খানা ঘরের দিকে চলিলেন। ঘটনাস্থলে তখন যে প্রকাণ্ড হট্টগোল চলিতেছিল, রাজেন্দ্রবাবু ও মাণিকের আগমনে মুহূর্ত্তে তাহা থামিয়া গেল। রাজেন্দ্রবাবু ভ্রূকুটি করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মণ্ডল সাহেবের খবর কি ?"

কালীমণ্ডল রোষে ক্ষোভে মস্তক নত করিল। মন্ত্ররুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিস্ফল গর্জ্জন ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার বুক চিরিয়া দিতেছিল। সাধুচরণ অগ্রসর হইয়া বলিল—"আজ্ঞে আপনারা রাজাজমিদার দেশে থাকৃতে এই যে অরাজকতাটা হচ্ছে, এতে ত গেরস্তর তিষ্ঠান দায় হয়ে উঠ্‌ছে।"

রাজেন্দ্রবাবু ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু উত্তর করিলেন না। মাণিক প্রশ্ন করিল—"কি রকম ?"

"আজ্ঞে মণ্ডলের পোকে দিয়েই দেখুন না। পাড়ায় পাড়ায় মাতব্বরি করে ঘুর্‌বে, আর হাত ড়াবে। গরীব বেচারারা প্রাণপাত করে কলাটা কচুটা জন্মাবে, তা দিয়ে ওদের পেট ভর্‌বে !"

কালীমণ্ডল মুখ তুলিল। তাহার তীব্র দৃষ্টি হইতে যেন থাকিয়া থাকিয়া আগুনের হল্‌কা বাহির হইতেছিল। সাধুচরণ সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না, নতনেত্রে দুই পা সরিয়া দাঁড়াইয়া, সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"আর না বল্‌বার জো নেই, এবার হাতে হাতে ধরা পড়েছে !"

অদূরে গোবরার মা দাঁড়াইয়াছিল। মাণিকের বিশেষ অনুগ্রহে তাহার বিন্দুমাত্র অভাব না থাকিলেও সহসা সে চোখের জল

ছাড়িয়া দিল। এক পাশে কতকগুলি কাচা কাঁঠাল পড়িয়াছিল। তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্পজড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনারা গরীবের মাবাপ বাবু, এর বিচার করুন। গাছে কটা কাঁঠাল হয়েছিল, সাম্‌নে দারুণ বর্ষা, ভেবেছিলাম, এ বেচেও এক মুঠা জুটবে। মণ্ডলমশায় এমন সর্ব্বনাশ কল্লে, অকালে কাঁঠাল কটা নিয়ে গেল।"

রাজেন্দ্রবাবুর গম্ভীর মুখ আশায় উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শনিগ্রহের মত ক্রূর দৃষ্টি লইয়া কালীমণ্ডলের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য তিনি আকুল আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া দিন গণিতেছিলেন। ছিদ্র পাইয়া আজ যেন তাঁহার সে গণনার শেষ হইয়া গেল। এবার চাপিয়া বসিয়া ভোগ করিলেই হইবে, এই নিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক চিন্তাই তাহার দূর হইয়া গেল। তখনকার মত তিনি হুকুম করিলেন—"শালাকে আটক-ঘরে আটকিয়ে রাখ।"

১৫

কিরণ বলিল—"জানেন ত কল্‌কাতা থেকে পড়্‌বার মত বাবার মোটে ছিল না। তিনি চিরকাল এদেশের শিক্ষার প্রশংসা কর্ত্তেন, আমায়ও অনেকবার অনুরোধ করে বলেছেন যে, বিদেশে বিভূয়ে অতবড় বিলাসিতার মধ্যে পড়ে থেকে কাজ নেই, বরং দেশে এসে জগন্নাথ পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া শেখ। তাতে শিক্ষাও হবে, জমিজমা টাকাকড়ি যা আছে, তার রক্ষাও হবে।" বলিতে বলিতে কিরণের চোখের দুই কোণ ভিজিয়া উঠিল। সে কবোষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"বাবা থাকৃতে যা পারিনি, তাঁর অভাবে আমার সে জিনিষটার জন্যেই কেমন অস্থিরতা এসেছে। তিনি মারা যেতেই বুদ্ধি ঘুরে গেছে। তাতেই এ ক'টা মাস মোটে পড়াশুন হয়নি। কল্‌কাতার মেসে হাতপা গুটিয়ে বসেছিলাম। আর ভাল লাগ্‌ল না, চলে এলাম। দেখি যদি এখনও বাবার ইচ্ছা পূরণ কর্ত্তে পারি।"

"তা হলে সবাই যেমন কলেজ ছেড়েছে, তুমি ঠিক তেমনটা করনি?"

"না বলি কি করে। যদিও মনের অবস্থা ভাল ছিল না, আজ হ'ক, কাল হ'ক, আমাকে এ পড়ার আশা ছাড়্‌তেই হত, তবু

যখন এদের সঙ্গেই বেড়িয়ে পড়েছি, তখন না বল্‌বারও ত জো নেই।”

জগদম্বা কিরণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। এই যুবকটির গাম্ভীর্য্য ও চিন্তাশীলতার বিষয় তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন। অনেকটা আশান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —“এখন তা হলে কি কর্ব্বে?”

বিনয়-নম্র কণ্ঠে কিরণ উত্তর করিল—“বাবা যা রেখে গেছেন, দেখে সাম্‌লিয়ে খেতে পাল্লে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব আমার হবে না। আপাতত সে সবই দেখব ঠিক করেছি। পারি ত সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও যতটুকু উপকার আমাদ্বারা হতে পারে, তার চেষ্টা কর্ব্ব। লেখাপড়ার ঝোঁকও যায়নি, সম্ভব হয় ত পণ্ডিতমশায়ের নিকট পড়াশুনও কর্ব্ব!”

জগদম্বার প্রসন্ন মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সহজ স্বরে বলিলেন—“তোমার কথা শুনে আমার আশা হচ্ছে কিরণ; তুমি পার্ব্বে, তোমা দ্বারা দেশের যথার্থ উপকার হবে।”

আত্মপ্রশংসার আভাসে জীবনের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। সে লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল—“কতটা যে পার্ব্ব, সে আমি আজও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, চেষ্টা কর্ব্ব, এই পর্য্যন্ত। জীবনদা ত বল্‌ছিলেন, তিনি এখনও কোন কাজই কর্ত্তে পারেননি।”

“বয়সে বড় হলেও জীবন বুদ্ধিতে বালক। তাকে দিয়ে কাজ হয়নি বলে নিরাশ হবার কারণ নেই। সে চায়, কিন্তু

কিসে পাওয়া যাবে, তা জানেও না, জানা প্রয়োজন বলেও মনে করে না। জোর করে কাঁচা ফোড়া কাটিয়ে প্রতিকারের প্রার্থনা কর্ত্তে গেলে, তাতে ত বিপরীত না হয়ে পারে না।"

"আপনি কি কর্ত্তে বলেন ?"

"আমি কি বল্‌ব, আমি মেয়ে মানুষ, আমার বুদ্ধি কতটুকু।"

কিরণ চাহিয়াছিল, মহামহিমমণ্ডিতা জগদম্বার কার্য্য ও বিচারশক্তির তুলনায়, তাহাদের ন্যায় শিক্ষিত পুরুষের শিক্ষা ও বিবেচনার যে বিন্দুমাত্র মূল্য নাই, তাহা নিঃসংশয়ে জানিত বলিয়া সে এ কথায় কিছু বিস্মিত হইল। জগদম্বা বলিলেন—"তবে এতটুকু আমি বল্‌তে পারি যে, যা কর্ব্বে খুব চিন্তা করে কর। সময় বুঝে সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি করে কাজে হাত দিতে হবে। যতটুকু কর্ব্বে, ততটুকুই যেন দেশের ও দশের মঙ্গলের হয়,—অন্নাভাবে শীর্ণ রক্ত-মাংসহীন ভারতের নরনারীর নিরুপায় বেদনার লাঘব করে।"

কিরণ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল, উত্তর করিল না। জগদম্বা আবার বলিলেন—"পড়াশুন কর্ব্ব না, এটাও যেমন কাজের কথা নয়, রাতারাতি ভারত উদ্ধার কর্ব্ব, স্বাধীন হ'ব, রাজা ওমরাও সাজ্‌ব, এ কল্পনাও তেমনি অকেজো বলেই মনে হয় না কি ? আমি ভেবে ভেবে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শুধু এইটুকু ঠিক করেছি যে, আগে আমাদের খেয়ে বাঁচ্‌বার পথ কর্ত্তে হবে। রক্ত শীতল হয়ে শরীর যাতে শিথিল হয়ে না পড়ে, তারি চেষ্টা দেখ্‌তে

হবে। দেশের টাকা দেশে রেখে অন্নবস্ত্রের অভাব কমানই আমাদের এখন প্রধান কাজ।"

শুনিতে শুনিতে কিরণ যেন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল, জগদম্বার কথা শেষ হইলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল—"সে কি করে হবে। অধীন দেশে অবাধ বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে যারা সুখে সন্তুষ্টিতে ভরপুর হয়ে আছে, তাদের অভাব অভিযোগের নাম শোনাতে যাই ত, তারা যে লাঠি নিয়ে ধেয়ে আস্বে, লাথি মেরে মাথা ভেঙ্গে দিতে চাইবে!"

"কোন ভয় নেই, সেদিন—সে অবস্থা ভারতের ভাগ্যবিধাতা ধীরে ধীরে ঘুচিয়ে আন্ছেন। দশ বছর আগে যত কষ্ট হত, এখন আর তত হবে না। যারা স্রোতের বেগে ভেসে যাচ্ছিল, ভাঁটার মুখে তাদের গতি বন্ধ হয়েছে, ধরে পারে তুল্তে পাল্লে হয়। ঘুম ভেঙ্গেছে, ঘোর কাটেনি, ধীরে ধীরে ঐ ঘোরটা কাটিয়ে তুল্তে হবে। আঘাত দিলেও হবে না, আহত হলেও চল্বে না, নিজে বেঁচে যেটা প্রশস্ত পথ, তাই তোমাদের নির্দ্দেশ কর্ত্তে হবে। হুজুগে মাতা যেমন মহাপাপ, প্রকৃতির দিকে চেয়ে জড়ের মত হা করে বসে থাকা, তার চেয়ে কম পাপের হবে না। বিবেচনার ভার মাথায় নিয়ে কাজ কর্ত্তে হবে।" বলিতে বলিতে জগদম্বা থামিলেন, চিরচিন্তিত চিত্রগুলি যেন তাঁহার নয়নের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া ক্ষণকাল পরে তিনি আবার বলিলেন—"আমি মেয়ে মানুষ, যতটুকু বুজ্ঝি, তাতে এইমাত্র

বল্‌তে পারি যে, দেশের অন্নবস্ত্রসমস্যার সমাধান যদি আমরা কর্ত্তে পারি, তবে তাতেই প্রকৃত সহযোগিতাবর্জ্জন হবে। বিদেশী বিলাসিতার হাত থেকে ভারত যদি আপনাকে মুক্ত কর্ত্তে পারে, তবে তার মুক্তির জন্যেও কাউকে ভাব্‌তে হবে না। যদি কখনও সে দিন আসে, এদেশের মানুষ যদি অন্য দেশের পণ্য গ্রহণ না কর্ত্তে চায়, তখন যাতে তারা অভাবের তাড়নায় আবার হা করে সেদিকে চেয়ে না থেকে পারে, তারি চেষ্টা কর কিরণ! দেখ্‌বে তোমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হতে বেশী দিন লাগ্‌বে না।"

কিরণ নিরাশ কণ্ঠে উত্তর করিল—"সে চেষ্টাও ত একদিন না হয়েছে তা নয়, কিন্তু ভারতের ভাগ্যে যে তা টিক্‌ল না। যাঁরা নেতা ছিলেন, তাঁরা হাত গুটিয়ে বস্‌লেন। কাজে কিছু হ'ল না।"

"কিছু হয়নি, একথা আমি স্বীকার করি না, কারুর দোষও আমি দিতে চাই না, এই যে সমস্ত ভারত ক্ষেপে উঠেছে, এ শুধু নূতন আন্দোলনের ফলে এমন কথা মনে কর না! দশ বৎসর আগে এ দেশের ওপর দিয়ে যে পরিবর্ত্তনের সুর বয়ে গেছে, এবং যে সজীবতার আভাস ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছিল, এ তার স্ফুরণ মাত্র। নেতাদের নাম করে তোমরা এখন যে নিন্দা ও গালাগালি কর্চ্ছ, ওটাও আমার ঠিক মনে ধর্‌ছে না। যাঁরা তখন নেতৃত্ব করেছেন, এখন যদিও তাঁদের সঙ্গে তোমাদের মতের মিল হচ্ছে না, তবু তাঁরা তোমাদের

সম্মানের পাত্র, তাতে সন্দেহ নেই। শক্তির পরীক্ষায়, বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনায়, শিক্ষার কথায় দেবতা আর মানুষে যে পার্থক্য, তোমাদের মধ্যেও ঠিক ততখানি, একথা বল্লেও দোষ হয় না। এ যদি সত্যি বলে ধরে নিতে পারি, তবে আমাদের না বুঝেও স্বীকার কর্ত্তে হবে, তাঁরা যা কর্চ্ছেন, তাঁদের চিন্তাশক্তি দেশের ও দশের পক্ষে সেটাকেই প্রশস্ত বলে স্থির করে নিয়েছে। আমি কাউকেও দোষ দিতে সাহস করি না, আমার অনুরোধ, তোমরাও তেমন কাজে যেও না। তোমাদের শুধু কাজ করা দরকার, তাই করে যাও, দেখ্‌বে সাধনার সিদ্ধি অবশ্য হবে।"

কিরণ মনে মনে মহিমময়ী রমণীকে সভক্তি নমস্কার করিল, তাহার জিজ্ঞাসু নেত্রদ্বয় যেন জগদম্বার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। জগদম্বা আবার বলিলেন—"সবার আগে যে যার গ্রামের ওপর দৃষ্টি কর, গ্রামে ঘুরে যাতে পরস্পর একতা আসে, মিলেমিসে কাজ কর্ত্তে পার, তারি চেষ্টা দেখ। আমি তোমাকে অনুরোধ কচ্ছি, তুমি আগে একাজে হাত দাও। এতে যদি তুমি সফলতা লাভ কর্ত্তে পার, তবে জান্‌বে, তোমাদের সব আশাই একদিন সফল হবে।"

১৬

জীবন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিত, মানুষের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ করিত, আর সময়ে অসময়ে প্রীতির নিকট গিয়া গল্প জুড়িয়া দিত। জগন্নাথ পণ্ডিতের জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা জগদম্বা করিবেন, ইহা জানিয়া সে দিকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও ভবতারণ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন সংবাদই জানিতে না পারিয়া প্রীতির একটা অসাধারণ উৎকণ্ঠা ছিল। নিজের অবাধ আচরণের অধিকার নাই, ইহাও সে বিশেষ করিয়া জানিত, কাজেই জীবনের এই সাগ্রহ গল্পগুজবে সে উৎসাহও প্রকাশ করিত না, সন্তুষ্টির চিহ্নও দেখাইত না, বরং তাহার কথায় ও কার্য্যে মধ্যে মধ্যে বিরক্তির ভাবই প্রকাশ পাইত। জীবন তথাপি দমিত না। প্রীতির সহিত আলাপ আলোচনার আশায় সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। তাহার নিকট এ সুযোগটা এতই লোভনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, দিন দিন এভাবে সে ভাবে, এ কথায় সে কথায় সে প্রীতির লজ্জার জড়িমাটা কাটাইয়া তুলিবার জন্য আকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

সেদিন শীতের অপরাহ্ণ যখন সুখোপভোগ্য শান্ত রবিকর বহন করিয়া অসহায় অবস্থায় সমাসন্ন সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতেছিল, পাড়ার লোকগুলি ছুটাছুটি করিয়া নিজ নিজ কাজ সারিয়া

লইতেছিল, শাখায় পাতায় প্রকৃতির জড়তা মিশিয়া যাইতেছিল। তখন জীবন আসিয়া ডাকিল—"প্রীতি ?"

বাড়াণ্ডায় বসিয়া প্রীতি চড়কা কাটিতেছিল, আজ যেন তাহার কাজে মন বসিতেছে না। সূতাগুলি কখনও মোটা কখনও সরু হইতেছিল, কখনও জড়াইয়া প্রীতির বিরক্তি জন্মাইতেছে, কখনও ছিঁড়িয়া গিয়া তাহার ধৈর্য্যে আঘাত করিতেছে। প্রীতি বিষম বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল, অথচ হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিলে জগদম্বার নিকট জবাব দিহি করিতে করিতে প্রাণান্ত হইবে ভাবিয়া সে উঠিতেও পারিতেছিল না। ঠিক এই সময়ে জীবনের ডাক শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"প্রীতি তুমি রাত দিন এ সব কাজ কর কি করে ?'

প্রীতি অতি অনিচ্ছায় প্রশ্ন করিল—"কেন, কি কাজ ?"

"এই সূত কাটা, রোমাল বোনা ?"

প্রীতি নীরব। জীবন আবার জিজ্ঞাসা করিল—"এ তোমার ভাল লাগে ?"

"হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌লেও ত ভাল লাগ্‌ত না, যাদের ভাল লাগ্‌বার কিছু নেই, তাদের যে কোন কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকাও ভাল !"

"নেই কেন, যাতে ভাল লাগে, আমি তোমায় তেমন কাজ দেখিয়ে দিচ্ছি ?"

প্রীতির মনটা যেন ধক্ করিয়া উঠিল। চোখের তারাদুইটা আর্দ্র হইল। সে অতি গোপনে একটি শ্বাস ত্যাগ করিয়া চোখ নামাইয়া লইল। জীবন বলিল—"তুমি খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখ, ইংরাজি বাঙ্গলা ?"

মনের অবস্থা ঢাকা দিয়া সহসা যেন প্রীতির মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে কাপড়ের আড়ালে মুখ রাখিয়া বলিল—"আপনারা লেখাপড়া ছাড়্ছেন, আর আমরা কর্‌ব ?"

প্রীতি সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল, কথাটা যেন তাহার কাণের গোড়াতেই এমন বিশ্রী ভাবে আঘাত করিল যে, সে লজ্জায় মরিয়া গেল। জীবন হাসিয়া বলিল—"এ সময়ে স্ত্রীশিক্ষার যে বড় দরকার ?"

প্রীতির অপ্রসন্ন মন ছিট্‌কাইয়া উঠিল, সে ধীরস্বরেই উত্তর করিল,—"পুরুষের কোন দরকার নেই, না ?"

"নেই কেন, তবে গোলামখানার শিক্ষা—"

প্রীতি বাধা দিল, বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আমি অত জানিও না, জান্‌তে চাইও না। মা বলেন, সবার আগে আমাদের এই দরকার, তাই করি। আগের কালের বিধবারাও নাকি এসব কাজই কর্ত্তেন ?"

মাতার নামে জীবনের পিত্ত গরম হইয়া উঠিল ! সে শ্লেষ করিয়া কহিল,—"মা ত সব জানেন। তিনি হয় ত সীতাসাবিত্রীকেও

নিরেট মূর্খ বলে ধরে নিয়েছেন। এদেশের আর্য্যমহিলারা সবাই শিক্ষিতা ছিলেন। যত সব ঘুঁটেকুড়নীরা চিরকাল এসব ছোট কাজ করে এসেছে।"

প্রীতির হৃদয় যেন তর্কও সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তথাপি সে সংযত কণ্ঠেই উত্তর করিল,—"মার কাছে শুনেছি, এই আন্দোলনের যাঁরা নেতৃত্ব কর্চ্ছেন, তাঁরাও সবাইকে চরকা কাট্‌তে বলেছেন।"

মহাত্মা গান্ধির পদানুসারীদের ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু ছিল না। কাজেই জীবন কোন উত্তর করিতে না পারিয়া বিষম সমস্যার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রীতির এ সকল কার্য্য সে কেন অনুমোদন করিতে পারে না, তাহাও যেমন সে ঠিক বুঝিতে পারিত না, তেমনই কোথাকার কোন বেদনা যে তাহাকে ইহার প্রীতিকূলে দাঁড়করাইয়া দিতেছিল, তাহাও সে জানিত না। তাই অন্য মনে বলিয়া উঠিল—"তবু এসব কাজ তাদের নয়, যারা এত সুন্দর, এত কোমল?"

"এসব কি কথা জীবন-দাদা?" বলিয়া প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার হৃদয় যেন জ্বলিয়া উঠিল।

জীবন লজ্জিত হইল। নিজের অন্যমনস্কতার জন্য অনুতপ্ত হইয়াও ব্যাধের মত আঘাত করিবার জন্যই যেন বলিয়া উঠিল—"আমি এতই মন্দ না প্রীতি, যে কথা শুনেই তরাক্ করে উঠে পল্লে, কেন এমন কি খারাপ কথা বলেছি?"

প্রীতি অসারের মত বসিয়া পড়িল, কথাটার মধ্যে কোথায় যেন কি দোষ আছে, এটুকুই সে বুঝিল, কিন্তু ধরিয়া দিবার মত কিছু খুঁজিয়াও পাইল না, সে প্রকৃতিও তাহার ছিল না। জীবন বলিল,—"আমার দোষ পরের মেয়ে ঘরে এনে তাকে আপন করে রাখতে চাই, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যাতে সে মারা না যায়, তাই কর্ত্তে বলি।"

প্রীতিরও একটা অনুতাপ আসিল জীবন ঠিক সহোদরের মত এই যে মেলামেশাটা করিতে চাহে, এটাকে সে বরদাস্ত করিতে পারে না বলিয়া তাহার দুঃখ হইল। নিজের অস্থিরতার জন্য আত্মাপরাধের আশঙ্কা করিয়া সে কোমল স্বরে বলিল,—"এতে ত আমার কোন কষ্ট হয় না জীবনদাদা, আমি আপনাদের পর ভাবতেও পারি না। আমার কেউ নেই, যাকে পেয়ে সত্যি যেন আমার মায়ের অভাব ঘুচে গেছে, আপনাকেও ত আমি ভায়ের মতই মনে করি?"

জীবন সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু প্রথম দিনের সেই ভ্রাতাভগিনী সম্বন্ধের মধুরত্বে তাহার হৃদয় যেভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ যেন ততটা হইল না। তাহার বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে যে লালসাটা উঁকি দিতেছিল, যদিও সে আজ পর্য্যন্ত তাহার সারা পায় নাই, তথাপি সেদিন আর আজকার দিনে কেমন একটা বৈষম্য সে অনুভব করিতেছিল। কিন্তু সেদিক্ দিয়াও সে গেল না, বরং অন্য ভাবে প্রীতির প্রসন্নতার আশা করিয়া বলিল—"পরিশ্রম

করে কষ্ট হয় না প্রীতি! ওসব কথায় মাকে তুমি বোঝাতে পার, আমায় পার্ব্বে না, কিন্তু তুমি যে মাকে এতটা ভালবাস, তিনি কি এই করে তার প্রতিদান দিচ্ছেন। তোমাকে এ ভাবে খাটিয়ে—"

প্রীতি মধ্যস্থানে ধরিল, বলিল—"তিনি নিজেও ত বসে থাকেন না। দেহমন যে এতেই ঢেলে দিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর মুখে এক কথা লেগেই আছে, যেমন করে হক্, দেশের এ অভাব আমাদের ঘোচাতেই হবে। আমরা যাতে পরের মুখের দিকে না চেয়ে পারি, যাতে পরের দেশে টাকা না দিয়ে পারি, প্রাণ দিয়েও তা কর্ব্ব?"

জীবন শ্লেষ করিয়া কহিল—"মা আর তুমি, তোমরা দুজনে ভারতের অন্নবস্ত্রের অভাব নাশ করবে—এক নিশ্বাসে—না!"

বিস্ময় ও বিরক্তি আবার মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইল। প্রীতি উত্তর করিল—"দুজন কেন? এমন কত আছে, আপনি দেখেননি, কত অনাথা মার কাছে সুত তৈরি শিখ্‌ছে।" বলিয়া সে যেন এই তর্কবিতর্ক হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

১৭

প্রায় প্রতি চেষ্টার ব্যর্থতা জীবনকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। পৃথিবীর কোন কার্য্যই তাহার ইচ্ছামত সাধিত হয় না, ইহা কি কম দুঃখ বা ক্ষোভের কথা! জীবনের হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে মাতাকেই তাহার বিফলতার একমাত্র কারণ মনে করিয়া প্রীতির নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া বলিয়া বসিল—"পরের মেয়েকে আশ্রয় দেবার নাম করে, এ সকল তোমার কি আচরণ হচ্ছে মা?"

জগদম্বা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। জীবনের এ রূঢ় কথা তাহাকে মর্ম্মবেদনায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া স্থির কণ্ঠেই বলিলেন,—"জীবন, আমি তোমার মা, শুধু এঁইটুকু মনে রেখ।"

"মনে আমার সব আছে, তা বলে তোমার কথা ভাব্‌তে গিয়ে কর্ত্তব্য ভাসিয়ে দিলেও ত হবে না। সবারি জন্যে আমাদের সমান কর্ত্তব্য, কারুর প্রতি অন্যায় করে আমি তা হারাতে পার্ব্ব না।"

জগদম্বা ক্রমবিস্ময়ে অতিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন। কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া মনের ভাব চাপা দিয়া রাখিয়া বলিলেন—"আমিই কি তোমায় সে অনুরোধ কর্ত্তে পারি জীবন,

মা হয়ে কেউ কি তা পারে! না জীবন, আমার ত ত
না।" বলিতে বলিতে জগদম্বা পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিয়া যেন পুত্রের অমানুষোচিত উক্তিগুলি হজম করিয়া লইলেন। স্নিগ্ধ স্বরেই প্রশ্ন করিলেন,—"কার ওপর কি অন্যায় ব্যবহার করেছি?"

"কেন, প্রীতির ওপর!"

"কেউ তাকে কোন কষ্ট দিচ্ছে, এমন ত আমার মনে হয় না!"

"মনে না হওয়াটা শুধু ভুল নয়, মহাপাপ।"

"জীবন!"

"ভয় দেখিয়ে মুখ আটক করে রাখ্‌বে, আমায় তুমি তেমন ছেলে পাওনি, যা ন্যায্য, যা সত্য, তা আমাকে বল্‌তেই হবে।"

জগদম্বা অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া গাঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌তে চাও শুনি!"

"দিন নেই, রাত নেই, পরের মেয়েকে যে তুমি খাটাচ্ছ, এতে তোমার অধিকার?"

"সে বিচার তোমার সঙ্গে কর্ত্তে চাইনা জীবন! কি-সে অধিকার, কি-সে অনধিকার, কি কর্ত্তব্য, এত কাল যদি বুঝে থাকি ত, এখনও তোমার কাছে জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে হবে না!"

"তা জানি, কেন না ওতে তোমার জোর আছে। কিন্তু আমিও ত বলেছি, আমি আমার কর্ত্তব্য ছাড়্‌তে পার্ব্ব না। আমি প্রীতিকে পড়াব!"

"পড়াবে, তুমি ?"

"হাঁ।"

"কি পড়াবে শুনি ?"

"ইংরাজি বাঙ্গলা।"

যুগপৎ হাস্য ও ক্রোধে জগদম্বার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়াই বলিলেন—"তুমি প্রীতিকে ইংরাজি পড়াবে জীবন ?"

"এতে ত আপত্তির কোন কথা থাকতে পারে না!"

"আপত্তি নিরাপত্তির কথা পরে, যে সহযোগিতাবর্জ্জনের জন্য তোমরা পড়া ছেড়ে দিলে, ভারতের নারী প্রীতিকে ইংরাজি শেখালে তার কোন ব্যাঘাত হবে না ?"

জীবন প্রীতির যে খোচাটাকে তখনকার মত অবজ্ঞা করিয়াছিল, সেই খোচাটাই যেন মাতার কথায় দ্বিগুণ হইয়া তাহার অন্তঃস্তলে আঘাত করিতে লাগিল। বিলাতী ভাব ও ভাষা, শিক্ষা ও সংস্রব যে সহযোগিতাবর্জ্জনের পথে প্রধান অন্তরায়, সে এতটুকু না বুঝিত, তাহা নহে, তথাপি প্রীতি সম্বন্ধে একটা উন্মাদনা যেন তাহাকে এ বিষয়ের ভালমন্দ বিবেচনা হইতে বিরত করিতেছিল। জীবন মুহূর্ত্ত স্তব্ধের মত রহিল, কিন্তু মাতার নিকট মুখ নীচু করিতে তাহার অভিমানপূর্ণ প্রাণ কোন প্রকারেই স্বীকার করিল না, তাতেই সে তেজোহীন ভাষায় বলিল—"কিন্তু পিসে মশায় যে বেলার জন্যে মেম রেখেছেন।"

"মেম রেখেছেন ? সত্যি জীবন ?"

"সত্যি না ত মিথ্যে বল্‌ছি।"

"তোমরা কোন আপত্তি করনি ?"

"আপত্তি কে শোনে, বড় লোকের ঘরে ওসব না হলেও ত হয় না। মেয়েকে গাউন পড়িয়ে ইংরাজি ও গানবাজানা না শিখালে যে কেউ বে কর্ত্তেই রাজি হয় না।"

"হলেও আমি সেটা ঠিক পছন্দ কর্ত্তে পারি না।"

"তোমার আমার পছন্দে অপছন্দে কি যায় আসে! তারা কিছু পাড়া গেয়েও নয়, অশিক্ষিতও নয়। বেলাকে যদি দেখ্‌তে, সে যেন খাটি মেমটি, রোজ বিকেল বেলায় সে গাড়ী চড়ে মেম সাহেবের সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যায়। কেমন ইংরাজি কথা বলে। অনেক এম, এ, বি, এ, তা পারে না।"

জগদম্বা স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়াছিলেন। জমিদার ও ধনীর গৃহের এই যে চিত্রের বর্ণনা জীবন করিতেছে, এ চিত্র যে দেশী সমস্ত জিনিষ অন্তর্হিত করিয়া দিবে হায়! এরা যে এদেশের ভাব ভাষাও বিস্মৃত হইবে। নূতন আন্দোলনকারীদের স্বাধীনতার পুনরাবির্ভাবের জন্য হুলস্থূল জুড়িয়া দেওয়ার পূর্ব্বে যে এই সমস্যার সমাধান করা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য ছিল। জগদম্বা বিমনা হইয়া পড়িলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—"সে সব কথা এখন থাক, আমি তোমায় পরিষ্কার বলে দিচ্ছি জীবন, অতটা আমি পছন্দ করি না। তা ছাড়া প্রীতির ব্যবস্থার ভার যখন

নিজ হাতে নিয়েছি, তখন তোমার ভাব্‌বারও দরকার নাই, ভেবে কিছু কর্ত্তেও পার্ব্বে না। নিজের যদি কোন কাজ থাকে ত এর আগে তারি চেষ্টা দেখ।" বলিয়া তিনি জীবনকে নিরুত্তর করিয়া রাখিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

১৮

সেদিন কালীমণ্ডল আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে জগদম্বার হৃদয় অচিন্তিত ভয় ও বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। মাসের পর মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মানুষের যে অবস্থা হয়, কালীমণ্ডলেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। অধিকন্তু পেটে পিঠে হাতে পায়ে কতগুলি প্রহারের দাগ জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। তাহার পুষ্ট বলিষ্ঠ শরীর যেন আধখানা হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনোচিত তেজঃপ্রকর্ষ-পরিপূর্ণ কান্তির উপর কে যেন কতগুলি কালি ঢালিয়া দিয়াছে!

জগদম্বা বেশী সময় এ দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না, তাঁহার জননীহৃদয় আশৈশব সন্তান-স্নেহে বর্দ্ধিত অস্পৃশ্য কালীমণ্ডলের অবস্থা দেখিয়া গলিয়া গেল। দৃষ্টি ফিরাইয়া স্নেহপ্রবণ বাষ্পরুদ্ধ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যারে, এমন চেহারা হ'ল কি করে?"

কালীমণ্ডল বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। প্রহারের প্রবল পীড়ন ও অত্যাচারের অপরিসীম যাতনায় তাহার যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় নাই, জগদম্বার করুণ কণ্ঠস্বর যেন আঘাত করিয়া তাহা বাহিরে আনিয়া উপস্থিত করিল। কালীমণ্ডলের

রুদ্ধ ক্ষোভ উত্তপ্ত সীসকদ্রবের মত চোখ বাহিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল।

শীতের শান্তাতপ গাছের পাতায় মাথায় মাঠে ঘাটে প্রাঙ্গণে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। অস্নাত অভুক্ত কালীমণ্ডল বাহিরে দাঁড়াইয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছে। জগদম্বা তাড়াতাড়ি একখানা আসন আনিয়া দিয়া বলিলেন—"নে বস্, বিশ্রাম করে তখন সব বল্‌বি ?"

কালীমণ্ডল বসিল না, আবাল্য স্বজনহীন বলিয়া সে জগদম্বাকে জননীর অধিক মনে করিত. তাতেই আজ যতই তাঁহার কথা শুনিতেছিল, ততই যেন অত্যাচারের জ্বলন্ত চিত্রগুলি তাঁহার বুকের মধ্যে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাইয়া তুলিতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য সে যেন বাহ্য অভিব্যক্তিশূন্য হইয়া পড়িল। জগদম্বা আবার বলিলেন—"দাঁড়িয়ে থাক্‌ছিস্ যে, হয়েছে কি শুনি ?"

গভীর দীর্ঘ শ্বাস কালীমণ্ডলের প্রশস্ত বক্ষটাকে পুনঃ পুনঃ কম্পিত করিতে লাগিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"অত্যাচার, পীড়ন—"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ জড় হইয়া আসিল, কালীমণ্ডল আর বলিতে পারিল না। "অত্যাচার,--কিসের ?" বলিয়া জগদম্বা ভীত জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

"রাজেনবাবুর বেত আর জুত আমার হাড় ভেঙ্গে দিয়েছে ?"

বলিয়া কালীমণ্ডল শরীরের নানা স্থানে জ্বালাময় রক্তমুখ দাগ দেখাইতে লাগিল।

জগদম্বার জ্বলিত দৃষ্টি অগ্নি উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল। তিনি স্পন্দিত বক্ষ জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর অপরাধ ?"

"অপরাধ—ওদের দলে না মেশা, অপরাধ—ওদের বিরুদ্ধে চলা ?"

"তবু এত বড় শাস্তিটা যে দিলে, একটা অজুহাতও ত আছে ?"

"খলের অসাধ্য কাজ কি ? সেধো আর মাণ্‌কে যখন দলে রয়েছে, তখন চোরকে সাধু কর্ত্তেও যেমন সময় লাগে না, সাধুকে চোর বলে তার গলা টিপে ধর্ত্তেও তেম্‌নি ভাব্‌তে হয় না! গোব্‌রারনা ত বুড় বয়সেও—"

বলিতে বলিতে কালীমণ্ডল যেন বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। মাতৃস্থানীয়া জগদম্বার সম্মুখে গোব্‌রার মা সম্বন্ধে সত্য কথাটা উচ্চারণ করিতে তাহার ন্যায় অশিক্ষিত ইতর জাতিরও জিভ অসার হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিল—"গোব্‌রার মাকে ধরে তার গাছের কাচা কাঁঠালগুলো কেটে এনে আমার পুকুরের ধারে বাগানের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, মাল শুদ্ধ আমায় চোর বলে ধরিয়ে দিয়ে এ শাস্তিটা দেওয়ালে !"

কালীমণ্ডল কি ভাবিল, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বলিল—"কি অত্যাচার, কি অপমান, সদর রাস্তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে

জুতা মাল্লে, মারের চোটে দুদিন উঠ্‌তে পারিনি, তিন দিন জলটুকু মুখে দেইনি। শেষটা যখন না খেয়ে মর্ব্ব মনে কল্লে, তখন জোর করে শটাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিলে!”

দুঃখে ক্রোধে ক্ষোভে জগদম্বার অন্তরের অভ্যন্তর দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। অনাহারের কথায় প্রবুদ্ধের মত তিনি বলিলেন—“তাই ত মুখ যে শুকিয়ে চুণ হয়ে গেছে। আগে চান করে এসে খেয়ে নে, তার পরে সব শুন্‌ব!” বলিয়া তিনি তেল আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

বেলা পড়িয়া আসিল। জগদম্বা আসিয়া ডাকিতে কালীমণ্ডল চোখ ডলিতে ডলিতে উঠিয়া বসিল। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার আর বড় বিলম্ব নাই, দেখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—“বেলা গেছে, এবার বাড়ীর দিকে যাই?”

জগদম্বা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—“সে হবে না কালী, যতদিন তোমার শরীর আগের মত না হয়, ততদিন তুমি এক পা নড়্‌তে পার্ব্বে না। কেন বাড়ীতে তোমার কে আছে যে, ছুটে যেতে চাচ্ছ। আমি ঐ অতবড় বাইরের ঘরটা করে রেখেছি; পয়সা ঘরে ধর্‌ছিল না, তারি জন্যে, না?” বলিয়া তিনি যেন আদেশ করিয়া কালীমণ্ডলের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

১৯

"ইংরাজ রাজত্বেও এসব হতে পারে কিরণ ?"

"প্রতিদিন যখন চোখের ওপর হতে দেখ্‌ছি, তখন না করি কি করে ?"

জগদম্বা অন্যমনে কি চিন্তা করিতে করিতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"কার দোষে হয় ?"

"দোষ সব আমাদের।" বলিয়া কিরণ আবার বলিতে লাগিল —"যদিও দেশ দিন দিনই ইংরাজ জাতিকে সহ্য কর্ত্তে পার্চ্ছে না, যদিও পদে পদে আমরা তাদের দোষ দেখ্‌তে পাচ্ছি, যদিও আচারে আচরণে তারা দিন দিন আমাদিগকে অধঃপাতিত করে তুল্‌ছে, তথাপি একথা না বলে উপায় নেই যে, দোষ তাদের অপেক্ষা আমাদের অনেক বেশী। ইংরাজ রাজা, বিদেশে ছমাসের পথ দূরে বসে আছে। শাসনের ভার ত দেশী লোকের ও'পর ! তারা যদি ভক্ষক না হয়ে প্রকৃত রক্ষক হ'ত, তবে দেশের এত অকল্যাণ হতে পার্ত্ত না !"

পাশের ঘরে জীবন একটা আলো জ্বালিয়া কি লিখিতেছিল, কিরণের কথা কাণে যাইতে অগ্নিপিণ্ডের মত ছিট্‌কাইয়া আসিয়া মধ্যস্থানে পড়িল। রূঢ় কণ্ঠে বলিল—"এতদিনে তোমার

এই জ্ঞান হয়েছে কিরণ, ইংরাজকে তুমি দেশবাসী অপেক্ষা সাধু বলে স্থির করে নিয়েছ ?”

জীবনের অগ্নিদৃষ্টি, মস্তক ও হস্ত চালনের অবস্থা দেখিয়া কিরণ যেন থতমত খাইয়া গিয়াছিল, সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—“বস জীবনদা, ইংরাজকে আমি যুধিষ্ঠিরও বলিনি, ভীষ্মের সঙ্গে তুলনা কর্ত্তেও যাই নি, তাঁদের মত তারা হতেও পারে না, তার জন্যে এখানে আসেও নি, এবং সেই হিসেবেই আমি তাদের অপেক্ষা আমাদের দোষ বেশী বলে মনে করেছি !”

জীবন বসিল না, বিদ্রূপ করিয়া প্রশ্ন করিল—“কি রকম ?”

“তারা নিতে এসেছে, দিতে আসেনি, সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে তা কেউ আসেও না—”

জীবন বাধা দিল, বলিল—“কুলীনের ছেলে, যে করে জাত রক্ষা কচ্ছেন, দান গ্রহণ করে ধন্য কর্চ্ছেন, না ?”

“না তারা ধন্যও কর্চ্ছে না. জাত রক্ষার জন্যেও উদ্বিগ্ন নয়, আমিও তোমায় সে কথা বলিনি, তা ছাড়া এও হয় ত জান যে, ইংরাজপ্রীতি বা ইংরাজভীতি এর কোনটাই আমার তত বেশী নেই যে, যার জন্যে তোমার সঙ্গে তাদের পক্ষ হয়ে তর্ক কর্ব্ব বা কাউকে ভুল বোঝাতে যাব ?” বলিয়া কিরণ জগদম্বাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“চিরকাল ত জানেন, আমি একগুঁয়েমি ভাল বাসিনা, তাতেই এদলের সঙ্গে আজও খাপ্ খাইনি, একচড়ে

ইংরাজ তাড়াব, তত আশাও আমার নেই, তাদের পদলেহনের ইচ্ছাও আমি রাখি না!"

জীবন উদ্ধত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"লেক্‌চার রাখ, ওটা সভা সমিতিতে কাজে লাগ্‌বে; তাদের গুণটা কি তাই শুনি?"

"ধরে নাও, গুণ তাদের নেই, তা প্রকাশ কর্ত্তে তারা আসেও নি। কিন্তু নির্দ্দোষ পণ্ডিত ও বেচারা কালীমণ্ডলের ও'পর যে অত্যাচারটা হ'ল এজন্যেও কি তারাই দোষী"

"ওদের দুষ্ট সংস্রবে চাকরীর মোহে দেশের লোকও খারাপ হয়েছে!"

"সংস্রবটা ওদের সঙ্গে দেশের লোকের এত বেশী, এ কথাও আমি স্বীকার কর্ত্তে পাল্লাম না। আমার ত মনে হয়, দেশে মানুষ না থাকলে যা হয়, এ ঠিক তারই ফল। কজন ইংরাজ এদেশে আছে যে, তাদের সংস্রবে এত কোটি লোক অধঃপতিত হচ্ছে!"

জীবন নিবৃত্ত হইল না, বরং জোর দিয়া বলিল—"ওরা মায়া জানে, তাতেই দেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে!"

কিরণ হাসিয়া ফেলিল। জগদম্বা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি কালীকে দেখনি, মানুষ হয়ে মানুষের ও'পর এমন অত্যাচার কর্ত্তে পারে, এ কল্পনাও আমি কখনও কর্ত্তে পারি নাই, কিন্তু এর ত কোন প্রতিকারও দেখি না?"

জীবন দাঁড়াইয়াছিল, এ সুযোগে মনের রাগ প্রকাশ না করিয়া পারিল না, বলিল—"কেন, মোকদ্দমা কর।"

জগদম্বা বিষম বিরক্ত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"জীবন যাও, কোন কাজ থাকে ত তাই কর গিয়ে, তোমায় আমি ডাকিনি।"

জীবনেরও এ প্রসঙ্গ ভাল লাগিতেছিল না, মাতার রূঢ় ব্যবহারে সে ত্বরিত গতিতে চলিয়া গেল। কিরণকে উদ্দেশ করিয়া জগদম্বা বলিলেন—"আমি শুধু এই কথাই ভাব্‌ছি কিরণ যে, যারা এতটুকু ক্ষমতা হাতে পেয়ে দৃপ্ত হয়ে উঠে, পৃথিবীতে এমন কোন গর্হিত কাজ নেই, যা কর্ত্তে পশ্চাৎপদ হয়, বাপ ভাইর বিনিময়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করে নেয়, সত্যি যদি তাদের হাতে এত বড় রাজ্যটা আসে, তবে তারা কি কর্ব্বে?"

কিরণ জগদম্বার কথার উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নীরবে জিজ্ঞাসুর মত চাহিয়া রহিল। জগদম্বা বলিলেন—"কালী-মণ্ডল নির্দ্দোষ, ছোট জাতি হলেও ভাল ভিন্ন মন্দ জানে না, অসৎ কাজে বাধা দেয়, এই অপরাধে তার এ দণ্ড—" বলিতে বলিতে জগদম্বার স্বর উত্তেজনার মুখে বাধা পাইল, তিনি কম্পিত কণ্ঠেই বলিলেন—"দেশ স্বাধীন হলে এরাই ত রাজা, ওমরাও হবে, না কিরণ, কাজ নেই, সে স্বাধীনতায়: কতগুলি নরকের কৃমিকীট, তাদের হাতে শেষটা প্রাণ যাবে?"

কিরণ সংযত কণ্ঠেই বলিল—"এদের এ প্রাধান্য তখন থাক্‌বে না।"

"আমি দেখ্‌ছি বাড়্‌বে?"

"তার মানে ?"

"গ্রামের মধ্যে যে এরাই প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, মাকাল ফল দেখে ত কেউ আদর না করে পারে না !"

"তা হলেও এই একটা গ্রামের জন্য,—"

জগদম্বা কিরণকে কথাটা শেষ করিতে দিলেন না, তাঁহার উত্তেজিত স্বর উদ্বেল হইয়া বাহির হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"একটা গ্রাম, তুমি তা হলে দেশের অবস্থা জান না কিরণ, এক এক করে নাম কর, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, আমার জানিত এতগুলি গ্রামের মধ্যে যারা মাদ্‌বর, মোড়ল, তারা ঠিক তোমার রাজেনবাবু ও মাণিকবাবুর দলের লোক !"

কিরণ জগদম্বার এতবড় উত্তেজনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া মৃদুকণ্ঠে ভীতের মত বলিল—"পল্লীসংস্কারের জন্য ত ছেলেরা বেরুচ্ছে !"

"স্বপ্ন দেখ্‌ছ কিরণ, এক বাঙ্গলায় অসংখ্য পল্লী আছে, বেরুচ্ছে জনকত ছেলে ছোক্‌রা, এরা এক নিমেষে পল্লীর বুকের জঞ্জালগুলি সরিয়ে ফেল্‌বে, ওকথা বক্তৃতায় শুন্‌তে যত মিঠে, কাজের বেলায় কিন্তু ততই তেতো হবে !"

"তা হলে আপনি কি বল্‌তে চান্ যে—"

জগদম্বা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাড়াতাড়ি কিরণকে বাধা দিয়া বলিলেন—"না না, আমি,—আমি কিছু বল্‌তে চাইনা, তোমাদের দেশ, তোমরা স্বাধীন কর্ত্তে চাচ্ছ, আমার কি অসাধ ।" বলিতে

বলিতে তাহার উত্তেজিত মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল, চোখ ভিজিয়া উঠিল। কিরণ দেখিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে বুঝিল না, এই মহীয়সী রমণীর জ্বালা কোথায়? দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। জগদম্বা যে পথের আশায় চাহিয়া থাকিয়া কোন দিকেই এক পা ফেলিবারও উপায় দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যে বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। হায় এত কালের আশা, এত কালের সাধনা কি তাহাকে একটা ক্ষীণ পথও দেখাইয়া দিতে পারে না! তিনি উচ্চ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিলেন—"আমি এর ভালমন্দ মোটে বুঝি না কিরণ, তোমরা আমার কথায় নিরাশ হয়ো না, যাও কাজ কর গিয়ে। আমি প্রাণ দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি, তোমরা সিদ্ধ হও, দেশের পাপতাপ দূর হয়ে যাক, আমার এ ভাঙ্গা বুকের রক্তাক্ত ঘাগুলি শুকিয়ে যাক?" বলিতে বলিতে তিনি সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিরণের মুখে আর একটিমাত্র কথাও জুটিল না। তাহার দৃষ্টির উপর জগদম্বা যেন দেবীর মত আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে মাথা নামাইয়া কিরণ এই স্তব্ধ রাত্রির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

২০

প্রবাহের মুখে পড়িয়া তৃণ যেমন আপন অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, নূতন ভাবপ্রবাহে পতিত প্রীতির পবিত্র অন্তরও ঠিক সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। কোথায় ঘা তাহা সে জানিত না, অথচ তাহার হৃদয় নিয়তই বেদনার ভারে পীড়িত হইয়া পড়িতেছিল! জগন্নাথ পণ্ডিতের কি হইল, ভবতারণ কোথায়! এই দুর্বিষহ চিন্তা বৃশ্চিকের ন্যায় তাহার বুকটাকে কামড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। কোন কাজে প্রীতির মন বসে না, সে একটা করিতে গিয়া অন্য একটা করিয়া আসে। হাতের কাজ হাতে পড়িয়া থাকে, অনাবশ্যক কৌতূহল যেন ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে উপরের দিকে টানিয়া তুলে, প্রীতি সংসার ভুলিয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া অলক্ষ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে! জগদম্বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিতে পারিত না, কারণ সম্বন্ধে তাহার নিজেরই প্রকৃত কোন জ্ঞান ছিল না, পরকে বলিবে কি করিয়া! জগন্নাথ পণ্ডিত উপকারী, বিপদে রক্ষক, তাহাই কি! এত ব্যাকুলতা, এত বৈসাদৃশ্য শুধু তাহার জন্য কি! ঘোলা জলে পতিত মৎস্যের মত প্রীতিও যেন দিক্ নিরূপণ করিতে পারিতেছিল না। অজানা অচেনা দেশের অনালোচিত অকিঞ্চিৎকর

ভাব যেন দুর্ভাবনার মত থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃদয়ে উঁকি দিতে চাহিতেছে, উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে যেন পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

সে দিন ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিলে প্রীতি জগদম্বার আদেশ অনুসারে শেলায়ের কাজ করিতে বসিয়াছিল। জগদম্বা তাহাকে বলিয়াছিলেন—"দু'এক দিনের মধ্যে এ কাজগুলো সেরে দেওয়া চাই।"

প্রীতি জোর করিয়া কাজ করিবে। সে অবান্তর চিন্তাগুলিকে জঞ্জালের মত দূর করিয়া কাজের অজুহাতে হৃদয়টাকে ধুইয়া পুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কাজে হাত দিতেই মনটা কেমন এলোমেলো হইয়া উঠিল। পিতাপুত্রের দুর্গত আকৃতির একটা প্রতিবিম্ব যেন তাহার বুক চাপিয়া বসিল। আহা কি লাঞ্ছনা, কত তাড়না, অনিদ্রা, অনাহার!

প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার যেন মনে হইতেছিল, দীপশিখাটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভবতারণের দুঃখ ও দৌর্ম্মনস্যের দুঃসংবাদ ঘোষণা করিতেছে। আকাশের কোণের উজ্জ্বল তারাগুলি জোনাকীর মত হীনপ্রভ হইয়া উপহাস করিবার জন্যই প্রীতির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। প্রীতি ভাবিতে ভাবিতে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া চমকিয়া উঠিল। বিভিন্নমুখ স্রোত যেন বাধা পাইয়া একেবারে থামিয়া পড়িল। আনন্দ ও অবসাদের যুগপৎ আক্রমণে

প্রীতি বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে ভবতারণ গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রীতি, তোমার মা কোথায় ?"

প্রীতির পদ-নখ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে লাগিল, বুকটা থর থর করিয়া উঠিল। অননুভূতপূর্ব্ব মধুরতার মহিমায় পরিপূর্ণ ভবতারণের স্বর যেন তাহার কাণে অমৃত-ধারা ঢালিয়া দিল। নয়ন-মন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেও সে চাহিয়া দেখিতে সাহসী হইল না বা মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিল না। ভবতারণকে প্রীতি আরও কয়েকবার দেখিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আর ইহাতে যেন কত পার্থক্য। প্রীতির যে মন আত্মগোপন করিয়া শুধু আর একবার দর্শনের আশায় এতদিন আনছান করিয়াছে, আজ সেই মনই এতবড় অবকাশটাকে যেন কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে বিফল করিয়া দিতেছিল। তাহার অধঃপতিত আকুঞ্চিত দৃষ্টি যেন কোন প্রকারেই ঊর্দ্ধগামী হইতে পারিতেছিল না। অমৃতের মধ্যে হলাহলের মিশ্রণ অনুভব করিয়া সে তটস্থ বিমনা হইয়া পড়িল। ভবতারণ আবার প্রশ্ন করিল—"তিনি কি বাড়ীতে নেই ?"

ধিক্কারে প্রীতির প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এ কি প্রহেলিকা, সংসারে যাহার কোন সম্বল নাই, ভিক্ষুকেরও অধম প্রীতির প্রাণের এ অসার ভাবসমারোহ যে, আত্মস্বার্থ বা সম্বন্ধের আভাসমাত্রে জঘন্য রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিবে। মুহূর্ত্ত-

মধ্যে প্রীতি মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু দৃষ্টি স্থায়ী হইল না। কে যেন তাহার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে মুখে এক বোতল কালি ঢালিয়া দিল। প্রীতি দেখিল, ভবতারণের সে দেহ আর নাই, যেন সে ছমাস রোগে ভুগিয়া এই মাত্র শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার দুঃখান্ধকারাচ্ছন্ন মলিন নেত্রদ্বয় ছুটিয়া পড়িতেছে। প্রীতি মনে মনে বলিয়া উঠিল—"হায় এ কি হ'ল!

তথাপি কিন্তু সে প্রকাশ্যে উত্তর করিতে পারিল না, বসিতে আসন দেওয়া উচিত, একথা তাহার মনেও হইল না। দেহমন অচল অবশ বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। ভবতারণ দুই পা বাড়াইল, প্রীতির ভাবগতিক বুঝিতে না পারিয়া বিকৃত স্বরে ডাকিল—"জীবনবাবু?"

বিফল স্বর ফিরিয়া আসিয়া প্রীতির বুকে আঘাত করিল। তাহার মুখ হইতে কষ্টোচ্চারিত শব্দ বাহির হইল,—"তাঁরা কেউ ত বাড়ী নেই?"

"বাড়ী নেই?"

দারুণ একটা নির্জ্জীবতা, নৈরাশ্য ও বেদনা যেন প্রশ্নটার প্রতি অক্ষরে জড়াইয়া ছিল, আভাস পাইয়া প্রীতি আর নীরবে থাকিতে পারিল না, জোর করিয়া মনঃস্থির করিতে গিয়া সে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল—"না।"

"কোথায় গিয়েছেন জান প্রীতি?"

প্রীতি পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিতে লাগিল, অস্থির মনকে অনেকটা স্থির করিয়া লইয়া বলিল—"জীবনদা কোথায় থাকেন, কোথায় জান, কি করে জানব। মা রোজ যেমন জান, আজও তেমনি তাঁর "বয়নবিদ্যালয়ে" ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে গেছেন—"

ভবতারণের যেমন বেশী কথা শুনিয়া লাভ ছিল না, তেমনই শুনিবার মত ধৈর্য্যও ছিল না, সে বাধা দিয়া বলিল—"তা হলে দেখা হ'ল না, আমি যাই প্রীতি। তুমি তাঁকে বল, পিতার জন্যে পুত্রের যা করা উচিত, আমি তার কিছু কর্ত্তে পাল্লাম না।"

প্রীতির বুকটা পুনঃ পুনঃ দুলিতে লাগিল। চোখের গোড়ার আকাশ বাতাস যেন গাঢ় কুয়াসায় আচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। আবারও তাহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভবতারণের মুখের নিরাশভগ্ন "যাই" শব্দটা যেন অভাবের পাহাড় লইয়া তাহার মাথায় চাপিয়া বসিল। ভবতারণ চলিতে চলিতে সহসা দাঁড়াইয়া আবার বলিল—"অবাধে বাবার জেল হবে, তুমি তাঁকে বল।"

"জেল হবে?" বলিয়া প্রীতি বসিয়া পড়িল। তাহার ঊর্দ্ধে উত্থিত দৃষ্টি ভবতারণের চোখের সহিত মিলিত হইয়া তীব্র তীর-বিদ্ধের ন্যায় নিমীলিত হইয়া আসিল। ভবতারণ বলিল—"জেল যে হবে, তাতে কোন কালেই সন্দেহ ছিল না। কারণ তার জন্যে যে আয়োজন হয়েছে, তাকে পণ্ড করে বাবাকে মুক্ত করা আমার হয় ত শক্তির অতীত হত! তবু একবার চেষ্টা

করে দেখ্‌তে পার্‌তাম, তাও হল না।" বলিয়া ভবতারণ আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল। সহসা তাহার মনে একটা প্রশ্ন উঠিল, এ সম্বন্ধে তাহার কি কোন কর্ত্তব্য নাই! এই উপকারী যুবকটি যে দুর্ব্বহ ভার বুকে করিয়া এখানে আসিয়াছিল, ফিরিবার সময় যে তাহা দ্বিগুণ করিয়া লইয়া চলিল। প্রীতি ত একটু আশ্বাসও দিল না, সান্ত্বনার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও ত তাহাদ্বারা হইল না। যাহারা নিজের কথা ভুলিয়া প্রীতিকে নিঃশঙ্কচিত্তে রক্ষা করিয়াছে, সে তাহাদের হইয়া কি করিতে পারে? কিন্তু একবার বসিতে বলা, একখানা আসন আনিয়া দেওয়া, ইহা ত তাহার চেষ্টার অতীত নহে। মাতৃজাতি, মায়ের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এতটুকুও সে করিতে পারিল না। পৃথিবীর প্রার্থিত সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তাপিতের তাপ প্রশমন করাই না তাহার প্রধান ও প্রথম কার্য্য। কিন্তু কি দুর্ব্বলতা, কিসের উন্মাদনা আজ প্রীতিকে নেশাখোরের মত হতজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছে। প্রীতি জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, টলিতে টলিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে ভবতারণের গতি রুদ্ধ হইয়া পড়িল। দূর হইতে জগদম্বা প্রশ্ন করিলেন—"কে, ভবতারণ না?"

ভবতারণের বিক্ষুব্ধ হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। জগদম্বা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রীতিকে বলিলেন—"যাও ত মা, একখানা আসন নিয়ে এস।"

প্রীতি যেন নিমেষহীন লুব্ধ দৃষ্টিতে ভবতারণের রুক্ষ আকৃতিটা গিলিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। আসন আনিবার আদেশে চকিতার মত উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্রুত পদে জীবন প্রবেশ করিল। ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—"এত করে বারণ কল্লাম, তোমরা আমার কথা কাণে তুল্লে না, ফলে দুদিক্ হারালে! যা শুন্‌ছি, তাতে পণ্ডিতমশায়ের জেল না হয়ে আর যায় না?"

জগদম্বা পুত্রের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, ভবতারণের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টির সহিত তাঁহার সোৎসুক দৃষ্টি মিলিত হইল। প্রীতি আসন আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ভবতারণ বসিল না, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—"বাবা, মোকদ্দমা কর্ত্তে দিলেন না!"

"দিলেন না, কেন?" জগদম্বার কণ্ঠ হইতে আগ্রহ ও আকুলতার উৎস যেন উছলিয়া পড়িল।

"তাঁর আদেশ।"

"তবু, তোমায় তিনি কি বল্লেন?"

"বল্লেন, 'আমার আজ্ঞা তুমি অবহেলা ক'রনা ভবতারণ!' বলিয়া সে যেন পিতার কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"তিনি বলেন 'সৎউদ্দেশ্রে আরব্ধ কার্য্যের ফলাফল, যাই দাঁড়াক না কেন, তাকে মেরে

ফেল্‌বার চেষ্টা শুধু অনুচিত নয়, মহাপাপ। আমার ত মনে হয়, এই যে এতবড় আন্দোলনটা চল্‌ছে, এর যথার্থতা শুধু মোকদ্দমা ও বিদেশী জিনিষ ত্যাগে, এবং ঘরে ঘরে সহযোগিতালাভের চেষ্টাতে। যা পারি না, যা অসম্ভব, তা নিয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে আমি কোন কালে চাই না, যাঁরা কর্চ্ছেন, তাঁরা হার্‌বেন, কি জিত্‌বেন, তাও জানি না। কিন্তু যা পারি, যা আমার শক্তির অতীত নয়, তাকে ত্যাগ করে পাপ কর্ব্ব কোন্ যুক্তিতে? "সহযোগিতাবর্জ্জনে"র নামে দেশশুদ্ধ লোক চাকরি ছাড়্‌বে, এ আশা আমি করি না। ভবিষ্যতের ভাবনায় যখন পেট ভরে না, তখন পেটের চিন্তা যেমন অনেকের পক্ষেই সম্ভব, ছেলের দল বেড়িয়ে পল্লী-সংস্কার কর্ব্বে, এটাও তেমনই অসম্ভব। হয় ভাল, কিন্তু যেসব ছেলেরা বই মুখস্ত ছাড়া ভাত মুখে দেওয়া অতি বড় বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে, কাপড়খানা পড়্‌তে গিয়ে যাদের আদ হাতের জায়গায় একহাত কোচা হয়ে পড়ে, যারা রোদ দেখ্‌লে ঘামিয়ে ওঠে, মেঘের ডাকে সর্দ্দির ভয়ে জড়সড় হয়, এক পয়সার বাজার কর্ত্তে দিলে যাদের তাক লেগে যায়, তারা পল্লীতে পল্লীতে ঘুর্‌বে, বনজঙ্গল কাটবে, স্নানাহারের কথা ভুলবে, রোদ-বৃষ্টি গ্রাহ্য কর্ব্বে না, চোর জুচ্চোর ও স্বপ্রধান গ্রামবাসীদের জাগিয়ে বুঝিয়ে মতে এনে পল্লীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ব্বে, এ যে কতকালে হতে পারে বা, হবে, তা হয় ত ভারতের ভাগ্যবিধাতা যিনি, তিনিই বল্‌তে পারেন। এ কল্পনা ঠিক তৃণ দিয়ে সেতু বাধার চেষ্টার

মত নয় কি ভবতারণ ! এ ঠিক শূন্যে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠার আয়োজন। এর ওপর আমরাও যদি হাতের জিনিষটুকু হারিয়ে বসি, তবে যে এ আন্দোলনটা যতটা উপরে উঠেছিল, ঠিক ততটাই নেবে পড়্‌বে। আছাড় খেয়ে পড়ে আধমরা হয়ে থাকলে যে, মরার বাড়া হবে। হাতপাশূন্য মানুষের মত, বাতব্যাধির রোগীর মত শুধু ভয় ও ভাব্‌নাই বাড়িয়ে তুল্‌বে। ভগবান্ না করুন, যদি তেমনটাই ঘটে, তবে যে এদেশের আর কোন আশা ভরসা থাক্‌বে না। না ভবতারণ ! শক্তি থাক্‌তে, একটু শারীরিক ক্লেশের জন্যে দেশটাকে হত্যা কর্ত্তে তোমায় আমি আদেশ কর্ত্তে পারি না। তুমি কুণ্ঠিত হও না, ফিরে যাও। পিতার জন্যে পুত্রের যা কর্ত্তব্য, তাতে ত তুমি প্রস্তুতই ছিলে, পিতার আজ্ঞা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। মোকদ্দমা করা যেমন তোমার কর্ত্তব্য, আমার আদেশ পালন তদপেক্ষা বেশী কর্ত্তব্য। কাজেই এতে তোমার দুঃখের বা ক্ষোভের কিছু থাক্‌ল না।' বাবার এ আদেশ আমি অমান্য করি কি করে !"

পণ্ডিতের মহাপ্রাণতার পরিচয়ে জগদম্বার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তথাপি যেন তিনি একমাত্র ভবতারণকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশেই প্রশ্ন করিলেন—"তুমি এ অবস্থায় পলে তোমার বাবা কি কর্ত্তেন, জিজ্ঞেস্ করেছিলে ?"

"আমায় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়নি, তিনিই বল্লেন, 'তুমি হয় ত ভাব্‌ছ, তোমার এ অবস্থা হলে আমি কি কর্ত্তাম। এ সকল

সঙ্কটই আমাদের পরীক্ষার স্থল। যদিও তোমার এ অবস্থা হলে আমি কি কর্ত্তাম, তা এখন ঠিক বলা চলে না, কারণ, মানুষ মুখে যা বলে, কাজের বেলায় তা প্রায়ই করে উঠ্‌তে পারে না, তবু আমার মনে হয়, যেখানে প্রাণের আশঙ্কা নেই, শুধু শরীরের ওপর দিয়ে যে বিপৎ কেটে যায়, সেখানে আমাদের নীরব থাকাই উচিত। হয় ত আমার বড় জোর দুমাস ছ'মাস জেল হবে, এই ত, ভেবে দেখ্‌লে দেখবে, জেলে বাস কর্ত্তে আমরা জন্মে অবধি শিখেছি। অধীন দেশের অবরুদ্ধ গৃহে বাস করে যারা জেলের যন্ত্রণা ভোগ না করে, তারা কি মানুষ, পরাধীনতা অপেক্ষা যমযন্ত্রণাও যে অনেক অংশে শ্রেয়ঃ! প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে পরমুখাপেক্ষী শতসহস্র ভারতবাসী জুতর আঘাতে শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে একাহারে অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছে, জেল কি এ অপেক্ষাও কঠোর। না ভবতারণ, সে হতে পারে না। তুমি ফিরে যাও, যাও, আর দাঁড়িও না, আমার এ আদেশের বিরুদ্ধে তর্ক নেই, চিন্তা নেই, বিবেচনা নেই।' এই ত বাবার কথা, এর পরে আমি আর কোন সাহসে মোকদ্দমা কর্ত্তে যাই!" বলিয়া ভবতারণ যেন শুষ্ক মুখ নামাইয়া দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিল।

"তা হলে এ থেকে নিবৃত্ত হওয়াই স্থির বলে সিদ্ধান্ত করেছ?"

"আর ত কোন পথ দেখ্‌ছি না।"

"নির্ব্বিবাদে জেল হবে!"

ভবতারণ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সে শুষ্ক ভগ্ন কণ্ঠে উত্তর করিল—"বাবার আদেশ ত কোন দিন অমান্য করিনি!"

জগদম্বা ভবতারণের পিতৃভক্তিতে প্রীত হইয়া জীবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌তে এসেছিলে না!"

জীবন উত্তর করিতে পারিল না, অধিকন্তু তাহার উন্নত মস্তক যেন কোন্ অজ্ঞাত লজ্জায় ধীরে ধীরে ধরাশায়ী হইবার উপক্রম করিল। জগদম্বা বলিলেন—"উত্তর পেয়েছ বোধ হয়।" বলিতে বলিতে তিনি মুখ তুলিয়া দেখিলেন, জীবন চলিয়া গিয়াছে।

———

১৯

"মানুষ চেষ্টা কর্ত্তে পারে, তাতে আপনি ক্রটি করেন নি, দেশের দুরদৃষ্ট—"

মাণিক যেন কিরণের কথাটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া মধ্যস্থানেই তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—"অদৃষ্টের নাম করে রেহাই পেতে গিয়ে ভারের ওপর শাকের আটি মাথায় চাপাতে যাব. তেমন প্রকৃতি আমার নয়। অদৃষ্ট নামে কোন জিনিষ আছে বলে আমি জানিও না, মানিও না !"

"কিন্তু আর ত উপায়ও নেই !"

"তার মানে নিজের অক্ষমতার কথা আপনারা কেউ স্বীকার কর্ত্তে চান না, তাতেই যখন যেকাজে বিফল হন, ও বেচারার ঘারে দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করেন! কিন্তু আমার আর কোন গুণ না থাকৃলেও আমি অনায়াসে ক্রটি স্বীকার কর্ত্তে পারি। এ ক্ষেত্রে যদিও চেষ্টার মধ্যে কি দুর্ব্বলতা রয়েছে, তা আজও আমি ঠিক ঠাহর কর্ত্তে পারিনি, তবু দোষ আমার, ক্রটি চেষ্টার, এতে সন্দেহ নেই।"

কিরণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। যে মানুষটির নামে সে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে আজ পর্য্যন্ত অনেক কথাই শুনিয়া আসিয়াছে, এই কি সে, মাণিক কি কথার উপযুক্ত, এ যে মনুষ্যশরীরে

দেবতা! কিরণ অতি মন্দ স্বরে বলিল—"হয় ত পণ্ডিতমশারও যাহ'ক কোন পাপ বা দুর্ব্বলতা ছিল, নইলে বৃথা এমন সাজাটা হ'ল, এ ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তাঁকে দিয়ে যে আমাদের বড় প্রয়োজন।"

মাণিক কহিল—"ভগবানের ইচ্ছা, তিনি হয় ত তাঁকে ঠিক মনের মতটি করে গড়ে নেবার জন্যেই এ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আমরা এবার যখন তাঁকে পাব, তখন পবিত্রতার ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চোখের ওপর তিনি আদর্শের মত এসে দাঁড়াবেন। এই জেল নিকষপাষাণে পরীক্ষিত সোণার মত তিনি যে আসনে ছিলেন, তাঁকে তার অনেক উর্দ্ধে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে!"

জীবন এক পাশে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া মাথা নাড়িতেছিল। অনাবশ্যক আলোচনাটা তাহার মোটে ভাল লাগিতেছে না। সহসা সে অসহিষ্ণুর মত কিরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"বৃথা বসে সংহার করি, এত সময় আমার নেই।"

কিরণ বলিল—"হ্যাঁ, এখন কাজের কথাই বলি, যার জন্যে আপনার কাছে এসেছি?"

মাণিক কারণটা জানিবার জন্য হা করিয়া রহিল, কিন্তু উত্তর করিল না। কিরণ বলিল—"আশে পাশের পাঁচ সাতটা গ্রাম নিয়ে আমরা "স্বরাজ্য" সমিতির একটা শাখা খুলতে চাই?"

"তা বেশ ত?" প্রকাশ্যে বলিয়া মাণিক মনে মনে বলিল—"ঠিক হয়েছে, এবার সব বেটাকে এক সঙ্গে পাঠাব।"

"আপনার কিছু আনুকূল্যের জন্যে—"

মাণিক বাধা দিল, শিষ্টাচারের এক শেষ . করিয়া বলিল—"এ ত নিজের কাজ, আপনি অমন করে অনুরোধ কর্চ্ছেন কেন ?"

পাশে বসিয়া জীবন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনে হইতেছিল, কিরণ হয় ত যাদু জানে, নহিলে যে মাণিক এ সম্বন্ধের যে কোন প্রস্তাব অকুণ্ঠিত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আজ তাহার এত সদাশয়তা ও পক্ষপাত কি করিয়া সম্ভব হয়। মাণিক ঠিক জীবনের কৌতূহলের উপর আঘাত করিয়াই বলিল—"কিন্তু আপনাদের মত প্রাণ খুলে দেশের সেবা কর্ব্ব, এত ভাগ্য আমার নেই, প্রকাশ্যে আমি গবর্ণমেণ্টের অসন্তুষ্টিকর কোন কাজ কর্ত্তে পারি না, এ ত আপনারা বুঝ্তে পারেন।"

কিরণ ও জীবন উভয়েই হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল। মাণিক আবার বলিল—"নিজেকে বাচিয়েই আপাতত কাজ কর্ত্তে হবে, আমি পরোক্ষে আপনাদের সহায়তা করেও নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে কর্ব্ব !" বলিয়া সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিল। পতঙ্গ যেমন স্বেচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আত্মনাশ করে, ইহারাও মাণিকের সহায়তার নামে ঠিক তেমনই আপন আপন জীবনসংহারের মন্ত্রণায় রত হইয়াছে। মাণিক মনে মনে বলিয়া উঠিল—"এবার আর ভাব্তে হবে না। বেটারা সব মামলা মোকদ্দমা বন্ধ কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছে,

মহা সুযোগ, চুরি কর, ডাকাতি কর, ঘরে আগুন দাও, কাউকে কিছু বল্‌তে পার্ব্বে না! বিষ খেয়ে বিকার কাটাতে গিয়ে সে বিষেই ওরা মারা যাবে!"

কিরণ বলিল,—"আপাতত একটা সভা না কল্লেই হচ্ছে না, যাতে মামলা মোকদ্দমাগুলি বন্ধ হয়, ঘরে ঘরে চড়কা আসে, সবাই তাতের কাপড় তৈরি কর্ত্তে শিখে, তাই আমাদের কর্ত্তে হবে। রাজেনবাবুকে সভাপতি হবার জন্তে আপনি যদি একটু অনুরোধ করেন!"

"সেইটে হবে না?"

"কোন্‌টা?" বলিয়া জীবন যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মাণিক বলিল—"রাজেনবাবু এতে যোগ দিবেন না, সে ত আপনাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন। ধনী জমিদার দিয়ে এসব কাজের বড় সুবিধাও হবে না। তা ছাড়া এ সভায় তাঁর অপেক্ষা কি, আপনারাই যে হ'ক—"

"আপনি স্বীকার?"

"না, বলছি ত, ইচ্ছা থাক্‌লেও আমার এমন অনেক কাজই না করে উপায় নেই—"

স্পষ্ট কথায় কিরণের মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। মাণিক আবার বলিল—"চেষ্টা করুন, সফল হতে পারেন ত, আনন্দের সীমা থাক্‌বে না, কিন্তু যে দেশ, এতে কতটা যে কি হবে, আমি শুধু তাই ভাব্‌ছি। প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে

ভিতরে এসব চেষ্টা আমি অনেক কাল থেকেই করে আস্‌ছি, কিন্তু কোন ফলই ত হয়নি। পণ্ডিতমশায়ের মোকদ্দমার জন্যে হাতে পায়ে ধর্ত্তেও ত কসুর করিনি, কিন্তু কেউ কথা কাণে তুল্লে না। বিপদে পল্লে মাণিকবাবু, কাজের কথা নিয়ে যাই, তখন বস্‌তেও দিবে না।" বলিয়া মাণিক এত বড় সাধুতার ভাণ করিতে গিয়া নিজের মনে নিজে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

"আপনিই বল ভরসা, ঠেক্‌লে যখন তখনই আপনাকে বিরক্ত কর্ত্তে হবে।" বলিয়া কিরণ জীবনের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

২০

জীবন ও কিরণকে বিদায় করিয়া মাণিক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। দ্রুতপদে আধ মাইল পরিমাণ পথ হাটিয়া গ্রামের এক প্রান্তে একখানা ক্ষুদ্র বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—"সরোজ ?"

মাণিকের উপস্থিতিতে সরোজের পূর্ণ গৃহখানা মুহূর্ত্তে শূন্য হইয়া গেল। আশেপাশের অনাথা বালিকাবৃদ্ধারা প্রতিদিন এই সময় সরোজের নিকট শিল্পশিক্ষা করিতে আসিত। মাণিকের আগমনে তাহারা সম্ভ্রমসহকারে অন্য গৃহ আশ্রয় করিল। লজ্জায় ক্ষোভে সরোজের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অথচ মাণিকের সম্বোধনটা তাহার হৃদয়ে একটা সরসতাও আনিয়া দিল। সে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। মাণিক ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া বলিয়া উঠিল—"এই যে, আমি বলি ঘরে নেই !"

সরোজ বসিতে আসন দিল, অস্ফুট স্বরে বলিল—"এত দিনে রাগ পড়েছে !"

মাণিক মনে মনে হাসিল, প্রকাশ্যে বলিল—"তোমার ওপর রাগ কর্ত্তে পারি ?"

নারীর দান

শীত কাটিয়া সবেমাত্র ফাল্গুনের ফুর্‌ফুরে বাতাস দেখা দিয়াছে। সরোজের খড়ের ঘরের জানালায় দুষ্ট বাতাস ঢুকিয়া তাহার মনটাকে সহসা যেন চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু দিন পনর আগের মাণিকের জঘন্য প্রস্তাবের কথাটা মনে হইতে সে গম্ভীর হইয়া বলিল—"তাই এমন অসময়ে—"

মাণিক হাসিল, সরোজের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সে বলিল - "অনেক দিন আসিনি, হঠাৎ কথাটা মনে হল, ঘরে আর মন টিক্‌ল না। ভাব্‌লাম, দুপুরে তোমার এখানেই—"

"দুপুরে,—এখানে ?" বলিতে বলিতে সরোজ থামিয়া গেল। মাণিকের উপস্থিতি, আলাপ ও আলোচনার আরম্ভেই তাহার লজ্জার সীমা ছিল না। এতগুলি লোকের দৃষ্টিতে সে অতি হেয়, ঘৃণিত হইয়া পড়িল, আর মুখ তুলিয়া কথা কহিতেও পারিবে না। দ্বিপ্রহরের প্রস্তাবটা তাহাকে আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অথচ নিষেধ করিবার শক্তিও যেন তাহার ছিল না। পাপের মধ্যে যেটুকু পুণ্য, নিগ্রহের মধ্যে যে অনুগ্রহ, তাহাকে উপেক্ষা করিবে, এত সবলতা তাহার ছিল না।

মাণিক প্রশ্ন করিল—"কেন ভয় হচ্ছে ?"

সরোজ না ভাবিয়া না বুঝিয়া উত্তর করিয়া বসিল—"সময় যখন হবে না, তখন অসময় বলে ভয় হলেও ত তাকে ভাগ্য বলেই ধরে নিতে হবে !"

"এমন না হলে এত ?" বলিয়া মাণিক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরোজের হাত ধরিতে যাইতে সরোজ জিভ্ কাটিয়া নত-মস্তকে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মাণিক দুই পা সরিয়া দাঁড়াইল, এ ভাবের সময় সংহার তাহার ভাল লাগিতেছিল না। শ্লেষ করিয়া বলিল—"সতীত্ব—"

সরোজ বাধা দিল, মাণিকের মুখের উপহাসের আভাসটা যেন তীব্র তীরের মত তাহার বুকে বাজিল। সে গম্ভীর কণ্ঠে আঘাত করিবার জন্যই বলিল—"আমার মত অভাগিনীর জন্যে অমন অমূল্য জিনিষ হতে পারে না, তা আমি জানি, কিন্তু তোমার দয়ায় যে ও-জিনিসটা এদেশেও থাকতে পার্ব্বে না। ধর্ম্ম ত অনেক দিন বিসর্জ্জন দিয়েছ, আমার সমাজে মুখ দেখানও প্রায় বন্ধ করে এনেছ, তবু যতক্ষণ পারি আমায় ত মানুষের মুখ চাইতে হয়!"

"কোন্ বেটা আবার মানুষ, মাণিকের কাজের আলোচনা করে এ দেশে এত বড় মাথা কার আছে!"

সরোজ উত্তর করিল না, মাণিকের আচরণ তাহার বুকের মধ্যে কিছুদিন হইতে যে অশান্তির আন্দোলনটা সজাগ করিয়া তুলিতেছিল, সতীত্বের কটাক্ষে তাহা দ্বিগুণ হইয়া তাহার নারীহৃদয়ের একটা তার যেন বেসুরা করিয়া দিল। মাণিক তাহার ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইল। প্রকাশ্যে উপহাসের স্বরেই বলিল—"থাক্, গায়ে হাত দিয়ে আমি তোমার অপমান কর্ত্তে চাই না, ছুটি থেতে পাব ত ?"

"না।"

মাণিক নিষেধবাক্যে দমিয়া পড়িল। সে যে আশায় আসিয়াছিল, তাহার বিফলতার আশঙ্কায় হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সরোজের কোমলতা অন্তর্হিত হইল, তাহার মনে পড়িল, সে কি ছিল, কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সহসা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়া বলিল—"আমার হাতে অনেক কাজ, চোখের ও'পর ত দেখ্‌লে এতগুলি মানুষ আমার জন্যে জড় হয়ে রয়েছে। এখনই এদের নিয়ে আমি কারখানায় যাব। তা ছাড়া, সময় না হয় ত, তুমি এমন দিনে দুকুরে আমার বাড়ীতে এস না।"

মাণিক অপ্রাতভ হইল, তথাপি খল সর্পের বৃত্তি সে ত্যাগ করিতে পারিল না। বিদ্রূপ করিয়াই বলিল—"তোমার বাড়ীতে?'

ঘায়ের মুখে লবণ পড়িল। জ্বালায় ছটফট্ করিতে করিতে সরোজ বলিল—"না, বাড়ী তোমারই, তবু যতক্ষণ আমায় থাক্‌বার অনুমতি দিয়েছ!"

মাণিক বুঝিল, অসময়ে আসাও যেমন ঠিক হয় নাই, তেমনই একথাটাও ঈপ্সিত কার্য্যের অনুকূল হইবে না। সরোজ তাহার চিন্তার গোড়ায় আঘাত করিয়া বলিল—"যদিও সতীত্বের মর্য্যাদা বুঝ্‌তে না পেরে তোমার পায়ে তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, ইহ্‌পরকাল হারিয়েছি, তবু এ উপহাসটা তোমার মুখে ঠিক শোভা পায় না। প্রলোভনে ভুলে কথায় বিশ্বাস করে যে পাপ করেছি,

যদিও সে পাপের ফল আমাকেই ভোগ কর্ত্তে হবে, তবু দোষ যত তোমার, আমার হয় ত তত নয়।"

সরোজ থামিল, তাহার আত্মা যেন এই একটা কথায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল! নিজের অবস্থা মনে করিয়া সে নীরবে থাকিতে চেষ্টা করিল। মাণিক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, যদিও সরোজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সময়ে তাহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল, অনেক ছলচাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তথাপি যে সরোজ পতনের পর হইতেই মাণিককে প্রাণের মত ভাল বাসিত, একবার দেখা পাইলে হাতে আকাশ লাভের আনন্দে অধীর হইত, দুদিন না আসিলে কাঁদা কাটা করিত, হাতে পায়ে ধরিত, অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়া থাকিত। একটা কথায় তাহার এ কি পরিবর্ত্তন। মাণিক কিছু ব্যস্ত হইল, সরোজের দ্বারা কার্য্যসাধন না করিতে পারিলে ত হইবে না। সে ক্ষণকাল স্তম্ভিতের মত থাকিয়া যেন প্রাণের আবেগ ঢালিয়া দিয়া ডাকিল—"সরোজ!"

এ আহ্বানেও সরোজ ভুলিল না। সে পরিষ্কার কণ্ঠেই উত্তর করিল—"পাপ আমার অনেক বেশী, তাতে সন্দেহ নেই, তবু পতিতার পক্ষে যা উচিত, তাতে আমি ত্রুটি করিনি।"

"আমিও ত তা বলিনি।"

"তোমার বলাবলিতে কি আছে? মনে করে দেখ, যত কথা বলেছ, তার কোন্‌টা তুমি প্রতিপালন করেছ!"

"করিনি ?"

"লজ্জা করে না, আমায় শাস্ত্রমত বে কর্ব্বে বলেই না এ পথে এনে ছিলে !"

"ঐ একটা কথা কি তুমি আমায় চিরকাল শোনাবে ?"

"না, এর পর হয় ত তার আর প্রয়োজন হবে না, শুধু আজ, কিন্তু—

সরোজের মুখ মুহূর্ত্তে নিবিড় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সে আবার বলিল—"কত কথাই না বলেছিলে, কিন্তু তার একটাও রেখেছ কি ? জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে যাও আমি মানুষের কাছে মুখ দেখাতাম, তাও রোধ কর্ত্তে চাচ্ছ। আজ আবার বাড়ীর কথা শোনাচ্ছ। ছিঃ ছিঃ লজ্জা হয় না। ভাব্লে বুঝ্বে, পতিতার কাছে, তুমি যা পেয়েছিলে, তা আর কোথাও পাবে না, পেতেনা। মনে করে দেখ, তুমি পদে পদে তোমার কথা না রাখ্লেও আমি সত্যি কুলস্ত্রীর মত তোমায় পূজ করে এসেছি। মুহূর্ত্ত তোমার কথা না ভেবে থাকিনি, সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে চেয়েছি, তোমার দর্শন কামনা করেছি। যেদিন হতে তোমার জন্য ঘর ছেড়েছি, সেদিন হতে সত্যি আমি কায়মনে তোমার হয়েছিলাম। যেন তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ! তুমি আমায় পদে পদে বঞ্চনা করেছ, তবু আমি তোমাকে স্বামীর মত পূজ করেছি। মাথার চুল দিয়ে তোমার পা পুছিয়ে দিয়েছি,

তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে সেখানে বুক পেতে রাখিনি বলে আমার অনুতাপ হয়েছে। তুমি তার প্রতিদান দিয়েছ এবং দিচ্ছ, এই ভাবে— ?"

সরোজ পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিল, মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিয়া আবার বলিল—"আমি যা করেছি, আমার ত মনে হয়, সে সব বেশ্যার হয় না, পতিতার হয় না, অনেক কুলস্ত্রীর পক্ষেও তা সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার কি সাহস, আমাকে ভাসিয়ে আজ আবার সতীত্ব নিয়ে উপহাস কচ্ছিলে!"

মাণিক স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ ধরিবাজও নারীর অতিসত্য কথাগুলি শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মন্ত্রক্রদ্ধ সর্পের ন্যায় মাথা না গুজিয়া পারিল না। সরোজের স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তি ও একান্ত বিশ্বস্ততার স্মৃতিগুলি তাহার কঠোর হৃদয়েও যেন অশ্রুপাত করিতে উদ্যত হইল। সরোজ আবার বলিল—"তুমি এখন আর আমায় চাওনা, তার কারণ, আমি যেমন তোমাকে চেয়েছি, তুমি কখনও তেমন করে আমায় চাওনি! হয় ত তেমন করে চাইতে তুমি জানও না, তাতে হৃদয়ের দরকার, তা তোমাতে নেই। কিন্তু তোমার কুহক যে আমাকে আগে বুঝতে দেয়নি। আমার সেদিন নেই, তোমার ভোগসুখের আশা কমে গেছে, পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে প্রীতিও এসে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঐটুকু যদি তোমার প্রার্থিত হয়, তবে আর এ মুখো হও না। বালবিধবা স্বামী কেমন জানি না, তবু দু'মাস আগেও

মনে করেনি, সত্যি আমার পতন হয়েছে! যদিও তুমি কথা দিয়ে তা রাখনি, বিবাহ কর্ব্বে বলে করনি, তবু আমি জানতাম, আমরা স্বামি-স্ত্রী। ধর্ম্মের নিকট আমি পাপী নৈ। সাবধানতার ফলে এতদিন সমাজের পক্ষেও আমি পতিতা ছিলাম না, কিন্তু আজ মুহূর্ত্তে আমার সে ভ্রম ভেঙ্গে গেছে। আমি বুঝেছি, আমি ভ্রষ্টা, আমি তোমার গলগ্রহ! আজ আমার মত অভাগিনী হয় ত পৃথিবীতে আর কেহ নাই।" বলিতে বলিতে সে দলিতা ফণিনীর মত মাণিকের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়া পড়িল।

———

২৯

মাণিক যেন কি ভাবিয়া চলিয়া গেল, সরোজ কিন্তু এক পাও নড়িতে পারিল না। পদ-দলিতা লতার মত সে মেঝেতে গড়াইয়া পড়িল। অন্তর্ব্বেদনায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। মস্তকের স্তূপীভূত রক্ত যেন ঝলকে ঝলকে মুখে চোখে ছিট্‌কাইয়া উঠিতেছিল। পাপ উপার্জ্জিত সম্পত্তি সে এত কাল যথেচ্ছ ভোগ না করিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত যক্ষের মত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। মুহূর্ত্তে তাহা পরহস্তগত হইতে যাইতেছে, চুরির জিনিষ ডাকাইতে কাড়িয়া লইতেছে। সর্ব্বসুখবঞ্চিতা সরোজ সুখের আশায় প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আশ্রয়ের জন্য পাপপুণ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, একটা উদ্দাম বাতাস তাহা উপড়াইয়া ফেলিল। এবং এই পতন তাহার স্বহস্ত-রোপিত যত্নবর্দ্ধিত আশেপাশের পুষ্পিত পল্লবিত বৃক্ষগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া গেল। আশ্রয় ত গেলই, ফলের আশাটুকুও সমূলে নির্ম্মূল হইল। আশা গেল, আশ্বাস লোপ পাইল, শুধু বেদনার ঝন্‌ঝনানিটা তাহাকে পীড়ার উপর পীড়া দিতে লাগিল। সরোজ দৈনন্দিন কাজের কথা ভুলিয়া গেল, সমবেত বালিকা ও বৃদ্ধার দলের দিকে মুখ তুলিয়াও চাহিল না। না বুঝিয়া না জানিয়া

অমৃতজ্ঞানে যে বিষ সে পান করিয়াছিল, সময়ে সেই বিষই তাহার ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় ক্রীড়া করিয়া তাহাকে মৃত্যুপথের যাত্রী করিয়া তুলিল। যদিও আজ তাহার মৃত্যুরই প্রয়োজন, তথাপি পাপের ভীষণ পরিণাম যে বৈতরণীর দুর্গন্ধ রুধিরাক্ত উষ্ণ জলের দিকে টানিয়া লইয়া তাহাকে মরিবার সাহস হইতেও বঞ্চিত করিতেছে। উপায়হীনতার ভীষণ চিত্র দেখিয়া সরোজ সর্ব্বস্বান্তের মত চারি দিক্ শূন্য মনে করিতেছিল।

আট বৎসরে বিধবা হইয়া বালিকা সরোজ যখন বৃদ্ধা পিতামহীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিল, তখন তাহার সুখসান্ত্বনার বিশেষ কোন অভাব না হইলেও ক্রমবর্দ্ধমান কলার ন্যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধারাসঞ্চিত শুষ্ক সরোবরের পরিপূর্ণতার মত যৌবনাগমে যখন তাহার দেহলতিকা পুষ্ট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, প্রার্থিত পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তখনও তাহার দুঃখের মধ্যে একটা সান্ত্বনা ছিল। সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী সরোজের স্বভাবে অভাবের একটা চিত্র ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিলেও, তাহার উদাস অন্তঃকরণের মধ্যে নাই নাই ভাব সাড়া দিতে লাগিলেও পবিত্রতায় ধর্ম্মে সে আপনাকে বিজয়ী বীরের মত সুখদুঃখের অতীত মনে করিয়াছিল।

কি যেন নাই, কিসের কোন্ অভাবের একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি যেন থাকিয়া থাকিয়া, অনিচ্ছাকৃত শৈশবের সেই দুঃখের

ক্রীড়ার কথা মনে করাইয়া দিয়া সরোজকে বিদ্ধ করিত। হৃদয় শূন্য, অথচ কি যে নাই, কিসে যে তাহার প্রয়োজন, তাহা সে ভাল বুঝিত না। ভাবহীন, ভাষাশূন্য একটা ভাবনা তাহার প্রাণের মধ্যে হু হু করিত। ঠিক এই সময়ে অন্ধকার হৃদয়ে উজ্জ্বল আলোর মত মাণিক আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পিতামহী মৃত্যুশয্যা অধিকার করিলেন। শুশ্রূষায়, চিকিৎসায়, পথ্যে, পরিচর্য্যায় মাণিক দুইদিনে অনাথার পরমাত্মীয় হইয়া পড়িল। সরোজের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

পিতামহীর মৃত্যুতে সংসারে যাহাকে বলে একেবারেই নিরাশ্রয়, সরোজ ঠিক তাহাই হইয়া পড়িল। কোথায় দাঁড়াইবে, কাহার মুখের দিকে চাহিবে, এই দুঃসহ চিন্তা তীব্র হলাহলের ন্যায় তাহার কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। ছিদ্রান্বেষী মশকের ন্যায় মাণিক সদাশয়তায় উদারতায় আশায় আশ্বাসে তাহাকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিল। সরোজ তাহার পাপ-অভিসন্ধির কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতেপারিল না। ভূপতিতা ব্রততীর মত সে সম্মুখে সহকার দেখিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল। যাদুকরের মত মাণিক যে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া ধীরে ধীরে নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছিল, তাহা না ভাবিয়া না বুঝিয়া অনাথা বিধবা বিধির নির্দেশেই যেন মাণিকের কাঁধে ভার রাখিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। তাহার চিত্তবৃত্তিগুলি বহ্নিমুখাবিবিক্ষু পতঙ্গের মত মাণিকের কপটতা-

পরিপূর্ণ কার্য্যগুলিকে সাগ্রহে গ্রহণ করিল। মাণিকের কপট স্নেহ, দয়া ও মমতাগুলির পদতলে আত্মবিক্রয় করিয়া সরোজ যখন অনাবিল স্বচ্ছ চিত্তে তাহার দিকে ঝুকিয়া পড়িতেছিল, তখন বড়সীতে গাথা মাছ খেলাইয়া উঠাইতে চেষ্টা করিয়া মূঢ় মাণিক হঠাৎ একদিন সরোজের প্রেম প্রার্থনা করিয়া বসিল। বিষবৃক্ষের উপ্ত বীজে জলবিন্দু পতিত হইলেও কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমের জন্য যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। যদিও মাণিকের সহায়তা ভিন্ন সরোজের গত্যন্তর ছিল না, তথাপি প্রায় বৎসরাবধি জোরজুলুম, অনুনয়বিনয় প্রলোভন প্রভৃতির প্রতারণায় যখন সরোজের দোলায়মান চিত্ত এদিকে ঝুকিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, তখন বিধিবদ্ধ বিবাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাণিক জয়লাভ করিল। অঙ্কুরিত বৃক্ষ বাড়িয়া উঠিল, পাপীর ছলনায় সতীর সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল।

ভাবিতে ভাবিতে স্মৃতির সহস্র দংশনে সরোজ জ্বলিয়া উঠিল, একটা দুঃসহ তাপ বৃশ্চিকের মত তাহার অন্তরের অভ্যন্তর দেশ কামড়াইয়া ধরিল। মাণিকের সেই আকুল আগ্রহ, অসাধারণ উৎকণ্ঠা, আত্মসমর্পণস্বীকৃতির মধ্যে যে এতবড় ঘৃণিত পিপাসা থাকিতে পারে, তাহা ত সে ছমাস পূর্ব্বেও ভাবিতে পারে নাই। যদিও মাণিক তাহার কথা রক্ষা করে নাই, বিবাহের নামে ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তথাপি সরোজ যেদিন হইতে আত্ম বিক্রয় করিয়াছে, সেদিন হইতে মনও উৎসর্গ করিয়া

রাখিয়াছিল। সে পত্নীর মত ভাল বাসিয়াছে, মাতার মত স্নেহ করিয়াছে, ভগিনীর মত যত্ন করিয়াছে, বন্ধুর মত রহস্য করিয়াছে, দাসীর মত পরিচর্য্যা করিয়াছে। লোকদৃষ্টিতে আপনাকে বাচাইয়া সে আলাপে আলোচনায় ভোগে ভালবাসায় ও আর্য্য-মহিলার কর্ত্তব্যে মাণিকের ন্যায় বঞ্চককেও দেবাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। কি পাইয়াছে, তাহা সে জানিত না, সে ইচ্ছাও তাহার ছিল না কল্পতরুর মত শুধু দিয়াছে। এই দানে তাহার গর্ব্ব ছিল, হীনতার মধ্যেও যেন একটা মহত্ত্ব ছিল। কিন্তু এবার যে তাহার সেটুকুও যাইতে বসিয়াছে। এতবড় দানের পরিবর্ত্তে একমাত্র লোকদৃষ্টিতে পবিত্র থাকিবার যে বাসনা, যাহা রক্ষা করিতে মাণিক যে কোন কারণে ইতিপূর্ব্বে অস্বীকার করে নাই, আজ তাহার তাহাও থাকিল না। আজ যে সে বেশ্যারও অধম। পণ্যোপজীবিকা গণিকার যতটুকু জোর, যতটুকু দাবী আছে, আজ তাহার তাহাও নাই। এ ভাবের আনাগোনাটা তাহাকে একেবারেই অসহায় করিয়া দিয়াছে। কাল মুখ লইয়া সে ত আর মানুষের নিকট দাঁড়াইতে পারিবে না। কলঙ্কিনী হইয়াও অসহায় বলিয়া পবিত্র বলিয়া তাহার যে আদর ছিল, সম্মান ছিল, তাহার গোড়ায় আঘাত করিয়া মাণিক সরোজের সর্ব্বনাশ করিতে চলিয়াছে। তাহার উপর আবার—

সরোজ আর ভাবিতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল

উঠিল—"আজও হয় ত অসময়ে তারি জন্যে এসেছিল, প্রীতির প্রেমের আশায় যে সে মাতাল হয়ে উঠেছে।"

সরোজ হায় হায় করিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল। উত্তপ্ত অশ্রুতে মেঝের মাটি ভিজিয়া গেল। সে আবার বলিল—"এতদিন যে পাঁচজনের কাছে আমায় সে বাচিয়ে চলেছে, তাতেও তার স্বার্থ ছিল, নিজেকে মানুষের সামনে প্রকাশ কল্লে তারও ত লাভ ছিল না, বরং হানি, কিন্তু আজ—"

সরোজ কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না, এতদিন এমন ভাবে তাহার এ অনুরোধটুকু মাণিক কেন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; তাহার স্ত্রীবুদ্ধি বুঝিল না যে, শুধু পিপাসার প্রবল আকর্ষণে, যতদিন সরোজের শরীরের জন্য তাহার দারুণ তৃষ্ণা ছিল, ততদিন তাহাকে হাতে রাখিবার জন্যই সে সদাশয়তা। সে আবারও মনে মনে বলিয়া উঠিল,—"এতটা করেছে, বাড়ীঘর, আমার সবই যে তার দয়ায়, কৈ কখনও ত মুখ ফুটে সে কথা প্রকাশ করেনি?"

তবে কি সত্যই তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি ছিল না। হায়! মানুষের মন, এত বড় নিষ্ঠুরতার পরেও সে দয়িতের দয়ার কথা বিস্মৃত হইতে চাহে না! সে যেন এখনও তাহার কত আপনার! কবে কি করিয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া তবেই না কার্য্যাকার্য্যের বিচার করা যায়। সরোজ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রীতি সম্বন্ধে প্রস্তাবটা মনে পড়াতে আবার অতিষ্ঠ হইয়া

উঠিল, বলিল—"না কক্ষনও না, আমি যতই করি, সে যদি আমার হ'ত ত অমন নিষ্ঠুর প্রস্তাব মুখের ওপর কর্ত্তে পার্ত্ত না! কিন্তু কি জানি—"

না ভাবিয়া না বুঝিয়া যে ভ্রমের আবর্ত্তনে সে এতকাল ধরিয়া আবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, আজ মুহূর্ত্তে তাহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, এমন কি শক্তি তাহার আছে। সরোজ আগাগোড়া ঘটনার কার্য্যকারণ বিচার করিতে না পারিয়া ধপাস করিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল -"কিন্তু দাঁড়াই কোথায়? পাপ হ'ক, পুণ্য হ'ক, সৎ হ'ক, অসৎ হ'ক, সে ছাড়া ত আমারও আর গতি নেই?"

———

২২

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিবিয়া গেল, সান্ধ্য ধূসরতা সঙ্গে করিয়া বসন্তের সন্ধ্যা মহা সমারোহে অভিসারে চলিল। আকাশ পাতাল নির্ম্মল নব শোভায় সজীব হইয়া উঠিল। বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাসে সরোজের অশ্রুসিক্ত নেত্র মুদিয়া আসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সহসা পুরুষস্পর্শে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, হাটুতে মাথা রাখিয়া মাণিক অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

সরোজের অবশ শিথিল দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল, রোমাঞ্চিত শরীর কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া সে এই লোভনীয় স্পর্শসুখের আশায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার বুকের পাষাণচাপা ভারটা যেন বার আনা রকমের হাল্কা হইয়া গেল। মাণিকের এতটুকু আদর, গ্রীষ্মসন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সুশীতল স্বচ্ছ বাপীসলিলের কাজ করিল, সরোজের পিপাসাক্ষাম কণ্ঠ ও তৃষিত হৃদয় যেন সুপেয় জল ও সুখসেব্য আহারে অতিশয় সন্তুষ্টি লাভ করিল।

হায় পতিতার প্রেমেরও গভীরতা আছে, সতীত্বহীনারও স্বাভাবিক স্নেহমমতার স্ফুরণ আছে! অনাদৃতার হৃদয়েও সুখের সন্তুষ্টির আশা আছে! জলে জল ঢালিবার মত যদিও ইহার

বিন্দুমাত্র সার্থকতা নাই, তথাপি যাহার নাই, তাহার পক্ষে এতটুকুই যে অতি প্রচুর, হীনই অতি মহৎ। মাণিক সমস্ত বুঝিল, সে অতি সন্তর্পণে সরোজের কৃষ্ণকেশগুচ্ছের মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে স্নেহপ্রবণ স্বরে ডাকিল—"সরোজ?"

উত্তর না পাইয়া মাণিক সরোজের মাথা ধরিয়া উঠাইতে যাইতেছিল, সে জোর করিয়া পড়িয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল—"না না, আর একটু?"

"একটু কেন, আমি সারা রাত তোমায় নিয়ে থাক্‌ব, তুমি সমস্ত দিন উপোষ করে আছ, যাও খেয়ে এস?"

সরোজ যেন মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গেল, তাহার কুসুম কোমল বৃত্তিগুলি যেন হাত বাড়াইয়া মাণিককে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত হইল। সে সত্য সত্যই মাণিককে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত, তাহার একটা কথা, একটু আদরের জন্য সত্য সত্যই সরোজের প্রাণ আকুল হইয়া থাকিত। মনে হইল, কত কাল পরে মাণিকের এই স্নেহটুকুর আভাস সে পাইতেছে। শুষ্ক ভূমিতে যেন বারিধারা পড়িল। অন্ধকারের তাণ্ডব নৃত্য কাটাইয়া জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোক যেন তাহার চোখের গোড়ায় নৃত্য করিতে লাগিল। রমণীহৃদয় এতই অসার, এতই কোমল, এতই পরের মুখাপেক্ষী। সরোজ মন্দ স্বরে বলিল—"না খেয়ে ত আমার কোন কষ্ট হয়নি, সে কথা মনেও ছিল না। আমি বেশ আছি, তুমি আমায় বাধা দিও না।"

"তুমি আমায় এত ভালবাস সরোজ ?"

"না, তা কেন ?" বলিয়া সরোজ মুখ নীচু করিল। এতক্ষণে যেন তাহার মনের বেদনার কারণ নির্ণয় হইতে চলিল। এই ভালবাসায় সন্দেহটা তাহাকে যেন চেতনা আনিয়া দিল। সরোজ ঠিক অল্পবুদ্ধির মত মনে করিল,-হয় ত আমি ভালবাসি কি না, এই সন্দেহেই প্রীতির জন্য ইহার প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়াছে। হায় কি করিয়া জানাইব, আমি কত ভালবাসি। কিন্তু মাণিকই কি তাহাকে সত্য ভাল বাসে! এতগুলি লোকের কাছে এই যে অপ্রতিভ লজ্জিত করিল, ইহা কি ভালবাসার ফল! সরোজ এই কিন্তুটার উত্তরের জন্য অতিষ্ঠ হইয়াও মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিতে পারিল না। মাণিক তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে না, ইহা জানা অপেক্ষা যে মরাও ভাল। মাণিক বলিল—"এত ভালবাস, অথচ দুপুরে রুটি খেতে দিলে না!"

সহসা সরোজের চোখ মুখ প্লাবিত হইয়া উঠিল। হু হু করিয়া জল পড়িয়া মাণিকের হাঁটু ভিজাইতে লাগিল। শঠ মাণিক সকলই বুঝিল। এই খাইতে না দিতে পারাটা যে কত দুঃখের, কত ক্ষোভের তাহা তাহার অবিদিত রহিল না। সে মৃদু হাসিয়া কহিল —"তোমার কাণ্ড দেখে হাসি পায়, ভালবাসাটা কি এতই হেয় যে, তাকে চাপা দিয়ে না রাখ্‌লে হয় না ?"

সরোজের প্রাণে এবার দ্বিগুণ আঘাত লাগিল। তাহার মন যেন নিজের এই গোপন ভাবের জন্য ধিক্‌ত হইল। সে এতটাই

পারিয়াছে ত এতটুকু পারে না কেন, কিসের দুর্ব্বলতা তাহাকে সমাজের জন্য এমন জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। সরোজ মনে মনে—"কেন আমি ভদ্রঘরে জন্মে ছিলাম, বেশ্যা হওয়াও যে আমার ভাল ছিল, তা হলে ত লোকদৃষ্টির ভয়ে এমন করে আমায় মুষ্‌ড়ে পড়্‌তে হত না।"

মাণিকের মন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। সরোজের ঘরে নষ্ট করিবে এখন আর এত সময় তাহার ছিলনা। তাহার ক্ষুধিত প্রাণ প্রীতির পবিত্রতা নষ্ট করিবার জন্য তোলপাড় করিতেছিল। সে এবারও অতি কষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল—"ভালবাসার কাছে মান, অপমান, ভয়, ভাবনা স্থান পেতে পারে না, যে উন্মাদনা ও মধুরতা মানুষকে পার্থিব সাধারণ বস্তু হতে ছিনিয়ে নিয়ে উপরে দাঁড় করিয়ে দেয় তারই নাম প্রকৃত ভালবাসা।"

সরোজ প্রকাশ্যে উত্তর না করিয়া মনে মনে বলিল—"সময়ে সব হয়, আজ আমায়ও ভালবাসা শিখ্‌তে হচ্ছে, কিন্তু এই আমি কত গঞ্জনা, কত লাঞ্ছনা ভোগ করে, কত অনাদর উপেক্ষা করে দেহমন বিকিয়ে তোমার পথ পানে চেয়ে রয়েছি। তোমার সাড়া পেলে আমার প্রাণ পুলকে শিউরে উঠেছে। হায়, সেই আমি ভালবাসার জন্য অনুযোগ ভোগ কর্চ্ছি!" বলিয়া সরোজ ভাবনার রাজ্যে মনকে ছাড়িয়া দিল। তাহার ভালবাসার মধ্যে ত বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই, তবে তাহা সে প্রকাশ করিতে পারে না কেন?

মানুষের দৃষ্টিকে এত ভয় কিসের? কেন সে এত ঢাকাঢাকি করিয়া নিজের সম্মান বাচাইতে গিয়া লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করিয়া বাঞ্ছিতের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। মানুষ জানুক বা বুঝুক, তাহাতে কি যায় আসে। এত কালের এত সতর্কতার মধ্যে ত দুঃখ ভিন্ন সুখ লাভ সে করিতে পারে নাই! যাহার জন্য সারাদিন প্রাণ আনচান্ করিয়াছে, দিনের আলোতে তাহার মুখ দেখিলে সরোজ যে রোষে ক্ষোভে হতজ্ঞান হইয়াছে। যাহার পদশব্দে সে গীতসংসক্তা হরিণীর মত আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই সে দয়িতকেই অসময়ে আগমনের জন্য ভৎর্সনা করিতে হইয়াছে, সরোজের প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছে, কথা বলিতে গিয়া বাগ্‌রোধ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি সে উন্মত্তের মত তাহার ইচ্ছার বেগ নিরুদ্ধ করিতে পারে নাই। চিন্তা করিতে করিতে সরোজ যেন নিজের মূঢ়তার জন্য বিমনা হইয়া পড়িতেছিল। সহসা পাশের বাড়ীর ঘড়ীর শব্দে মুখ তুলিয়া বসিল। বসন্তের চঞ্চল বায়ু পুকুরে স্নান করিয়া যেন ধীর হইয়াছিল, তাহার মন্দ সন্তর্পণে সরোজের উত্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ হইল। গৃহের পশ্চাতের বকুল গাছ হইতে একটা কোকিল ডাকিয়া উঠিল। সরোজ চকিতার মত মাণিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দীপের আলোকে মাণিকের কপটতাপূর্ণ মুখ হাসিতেছিল, সরোজ কিন্তু কাপট্য অনুভব করিতে পারিল না। একটা নব সুষমা যেন তাহার মুখে ক্রীড়া করিতেছিল। মাণিক সরোজের হাত ধরিল, ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়া বসিয়া বলিল—

"ভালবাসার জন্য মানুষ প্রাণ দিতে পারে, তুমি এতটুকু পার না ?"

সরোজ মাণিকের ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া আবেশশিথিল অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর করিল—"পারিনি, অন্যায় করেছি. এবার পার্ব্ব।"

"পার্ব্বে সরোজ, বল আমি যা চাই, তাতে তোমার কোন আপত্তি হবে না। আমার সুখে তুমি সুখী হবে ?"

"তাই ত চির কাল হয়ে এসেছি !" বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। একটা খট্‌কা যেন তাহার এই একান্ত বিশ্বাসের উপর আঘাত করিল।

মাণিক বলিল—"তুমি পার্ব্বে, তোমাদ্বারা যা হবে না, তা কোন হিন্দু রমণীই কর্ত্তে পারে না, তুমি পার্ব্বে সরোজ, আমার প্রাণের দাবদাহ নির্ব্বাপিত কত্তে তোমার মান অভিমান থাক্‌বে না, বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না ?"

সরোজ জোর করিয়া পড়িয়া রহিল, নাসিকানির্গত একটা দীর্ঘ শ্বাসে তাহার মনের দুর্ব্বলতার আভাস পাইয়া মাণিক সন্দিগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করিল—"কি বল, পার্ব্বে না ?"

"ওগো পার্ব্ব, আমি আর মানসম্মানের কথা ভাব্‌ব না, সমাজের মুখের দিকে চাইব না। আমি তোমাকে পেয়েছি, দিন রাত তোমায় নিয়ে থাক্‌ব।"

"কিন্তু আমি যে মারা যাচ্ছি, জান ত প্রীতির—"

সরোজের মুখে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। অতি বড় ধনী মুহূর্ত্তে নিঃস্ব হইলে তাহার যে অবস্থা হয়, সরোজের ঠিক তাহাই হইল। সে তাড়াতাড়ি মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইল। মাণিক বলিল—"তুমি তাকে আমার হাত করে দাও, আমি তোমায় ছুঁয়ে শপথ কচ্ছি, তাকে আমি ভালবাস্‌ব না, ঘরে স্থান দেব না, তোমার কাছে দিন রাত পড়ে থাক্‌ব।"

"আবার—"

"হাঁ আবার বল্‌ছি, সে দিনের তোমার সে স্ফূর্ত্তির কথা, তিরস্কারের কথা ভুলে গিয়ে আবার অনুরোধ কচ্ছি, কিন্তু ভোগ কর্ব্বার জন্যে নয়—"

"তবে?"

"অপমানের প্রতিশোধ!"

"মিথ্যা কথা।" বলিয়া সরোজ পাগলের মত পাদচালনা করিতে লাগিল!

"তুমি আমায় বিশ্বাস কর না?"

"না?"

"তবু আমার অনুরোধ?"

"পাপ যা করেছ যথেষ্ট, ভগবানের অনুরোধেও আর পাপ আমি তোমায় কর্ত্তে দিতে পার্ব্ব না।"

এই মহত্ত্বময় কথাটা মাণিকের নিকট উপহাসের ন্যায় বোধ হইল, সে হাসিতে লাগিল। সরোজ বলিল—"যদিও তোমায়

আত্মসমর্পণ করে আমার পাপ কোথায় তা আমি জানতে পারিনি, তবু তোমার এতে পাপের সীমা নেই, সে কথা আমি স্থির জানি, কিন্তু আর না।"

"আমি তাকে চাই। আর শোন সরোজ, তোমায় সে কাজ করে দিতে হবে, এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ।"

"পার্ব্ব না—কিছুতে না ?"

"তা হলে আজ থেকে তোমার আমার সম্বন্ধ বিচ্যুত ?"

সরোজ পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিল। তাহার চোখ ফাটিয়া যেন রক্ত নির্গত হইতেছিল। অতিকষ্টে বলিল—"উত্তম !"

মাণিক বিস্মিত হইল, সে এতক্ষণে বুঝিল, তাহার এত চেষ্টায় কোন ফলই হয় নাই। সোজা পথে হইবে না বুঝিয়া সে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠেই বলিল—"কিন্তু আমার বাড়ী ঘর ছেড়ে তোমায় পথে দাঁড়াতে হবে।"

সরোজ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল, দলিতা ভুজঙ্গিনী যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"ভয় দেখাচ্ছ, তোমায় ত্যাগ কর্ত্তে পাল্লে বাড়ীঘরের জন্যে ভয় কর্ব্ব, এত অসার মেয়েমানুষ হয় না। কিন্তু সত্যি তুমি একটা অতি মহৎ জিনিষ হারাতে বসেছ ?"

মাণিক প্রগল্‌ভ হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"সেটা কি ?"

সরোজ একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল—"পতিতার প্রেম !"

মাণিকের হাসির বেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। সে অবিচলিত

কণ্ঠে বলিল—"মাণিক কাকেও কখন ভাল বাসেনি, বাসবে না, প্রেমের জন্য পাগল হবে, সে তেমন ছেলেই নয় ?"

সরোজের কাণের গোড়া দিয়া যেন বজ্র ডাকিয়া গেল। আততায়ীর উদ্যত খড়্গ যেন তাহার কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিল। কখনও কাহাকেও ভালবাসে নাই, তবে সত্য সত্যই সে এতকাল এত বড় একটা অসার মিথ্যার দিকে ধাইয়া চলিয়াছিল। মাণিক অপমানের চূড়ান্ত করিয়া বলিল—"ভোগের জন্যেই আমার যত আয়োজন, যখন তোর সুদিন ছিল, তোকেও ভালবাসা দেখিয়েছি। এখন প্রীতি আমায় নিয়ে খেলা কচ্ছে।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সরোজ মাটিতে লোটাইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"বাবাগো।"

২৩

জগদম্বার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে একটি দিনের জন্য ভবতারণের উপস্থিতিতে প্রীতির প্রাণ যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। স্বহস্তে পাক করিয়া সে আজ ভবতারণকে আহার করাইয়াছে, এই সৌভাগ্য যেন প্রীতির সর্ব্বান্তঃকরণ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। পরিবেশনের সময় তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়াছে, হাতপা ঠিক চলাচল করে নাই, কেমন একটা আবেশের ভাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চাপিয়া রাখিয়াছিল। প্রীতি যদিও ঠিক জানিত না, এগুলি কেন হইতেছে, তথাপি জীবনের এই দিনটিকে সে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। প্রীতি চিরদুঃখিনী, সুখশান্তি কেমন তাহা সে জানিত না, কাজেই গ্রীষ্মসন্তপ্ত বালুময় মাঠে বর্ষাবারির স্নিগ্ধতার মত এই অসম্ভব আকাঙ্ক্ষাপূরণটা তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ সরস করিয়া দিয়াছে। একগ্রাসে এক থালা ভাত গলাধঃকরণের মত সমস্ত দিনের শত কার্য্য সে কিসের উপর দিয়া কি ভাবে করিয়াছে, তাহা যেমন তাহার অনুভূতিগম্য হয় নাই, তেমনই বিন্দুমাত্র শ্রান্তি বা অবসাদ তাহার দেখা দেয় নাই। সমস্ত কাজ সারিয়া সে যখন একটু চিন্তা করিতে যাইতেছিল, ঠিক সে সময়টিতে জগদম্বার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভবতারণ চলিয়া গেল,।

প্রীতির প্রাণ ধক্ করিয়া উঠিল, সে বারাণ্ডার একপাশে করতলে কপোল রাখিয়া নিজের অবস্থাটা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। সহসা জীবন আসিয়া প্রশ্ন করিল—"প্রীতি, খাটি করে বল ত তুমি কাকে বেশী ভাল বাস ?"

প্রীতির যেন ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, সন্ধ্যার অন্ধকার কাটাইয়া আকাশের এক কোণে শুক্লাষ্টমীর নির্ম্মল শশধর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আতপসন্তপ্ত মন্দ বায়ু যেন সরোবরসলিলে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ সরস হইয়া আশেপাশের পুষ্পসৌরভ চুরি করিবার জন্য ছুটাছুটি জুড়িয়া দিয়াছে। নির্ম্মল আকাশের সমস্ত অবয়ব অধিকার করিয়া নিপুণহস্তে গ্রথিত হীরের মালার মত তারাগুলি শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রীতির প্রাণ পূর্ণ ছিল, কাজেই সে জীবনের আঘাতের ইচ্ছাটা অনুভব করিতে না পারিয়া নিরুত্তরে মুখ নীচু করিল। জীবন উপহাসের স্বরেই বলিল—"ওতে তোমাদের দোষ নেই, স্থানাস্থান যাই হ'ক না কেন, ওটাকে তোমারা প্রাণের একটা উপাদেয় বস্তু বলেই মনে কর—"

খোচাটা এবার প্রীতিকে সজাগ করিয়া দিল। সে মুহূর্ত্তে নিজের অবস্থা বুঝিয়া আত্ম সংবরণ করিতে চেষ্টা করিল। জীবন আবার বলিল—"আমরা অতি দুর্ভাগ্য, তাতেই তোমাদের সঙ্গে দু'ট কথা কইবারও অধিকার পাই না !"

প্রীতির আকারে আচরণে কিছুদিন হইতে জীবনের মনে যে

সন্দেহটা উঁকি দিতেছিল, সেটা যেন আজ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাজেই তাহার আক্রমণের যথেষ্ট কারণ থাকিলেও প্রীতি তাহা অনুমান করিতে পারিল না। লজ্জা ও ক্রোধে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু অপরাধ কোথায় যদিও তাহা সে জানিত না, তথাপি কেমন একটা দুর্ব্বলতা যেন তাহার ক্রোধের বেগটা দমন করিয়া দিল। প্রীতি স্থির কণ্ঠে বলিল—"এসব কথা বল্‌তে আপনাকে অধিকার দিলে কে ?"

"অধিকার আমার নেই, সে তুমিও জান, আমিও জানি, কিন্তু জানাজানিতে ত কোন কাজ হয় না, মানুষ অধিকারের বিচার করে সব সময়ে কাজ কর্ত্তেও পারে না। ধর এটা আমার একটা কৌতূহল !"

প্রীতির মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে কম্পিত কণ্ঠেই উত্তর করিল —"সুখ দুঃখ মান অপমান বলে কোন জিনিষ, পরের গলগ্রহ যারা তাদের থাকৃতে পারে না, এই না আপনার অভিপ্রায় ?" বলিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিতে জীবন বাধা দিয়া বলিল—"তা নয়, সত্যি তুমি এর জবাব দিহি কর্ত্তে পার না, কেমন না ?"

প্রীতির আহত প্রাণ গর্জ্জিয়া উঠিল ; তথাপি সে অবিচলিত স্বরে বলিল—"না পারিনা, কিন্তু আমি আপনাদের আশ্রিতা, এ হিসেবেও আমার সম্বন্ধে এমন কোন কৌতূহল আপনার হওয়া উচিত নয়, যার আভাসে আমার মনে আঘাত লাগ্‌তে পারে !"

জীবন মুহূর্ত্ত বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল, অতি ধীরে নিজের

ক্ষুধিত দৃষ্টি সংবরণ করিয়া উপহাসের হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—"বিচার বিবেচনা যে মানুষ সব সময়ে কর্ত্তে পারে না, সেটা তুমি তোমার নিজের কাছে জিজ্ঞেস্ কল্লেও অস্বীকার কর্ত্তে পার্ব্বে না। এতে তোমার মোটে আঘাত লাগ্‌ছে না, এর মত সত্য কথাও হয় ত জগতে দুটি নেই!"

কথাটা সত্য, তাহাতে প্রীতিরও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ভবতারণকে ভালবাসা যদিও তাহার ন্যায় বিধবার পক্ষে অনুচিত, তথাপি বিষের মধ্যে অমৃতের মত এ আলোচনাটাও যেন তাহাকে পরম আরাম প্রদান করে! হায়! সে কি তাহাকে ভাল বাসিতে পারে, তাহার মত হতভাগিনীর কি দেবচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অধিকার আছে! ভাল হউক, মন্দ হউক, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সুখ হউক, দুঃখ হউক, জীবনের এতাদৃশ প্রশ্নের কি অধিকার! এ অন্যায় আক্রমণের কি অর্থ! সে ইহার জবাব করিতে ইচ্ছাও করে না, এবং তাহাতে তাহার কোন প্রয়োজনও ছিল না। প্রীতি বিরাগভরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু জীবনও ত এতটুকুতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সে নির্লজ্জের মত প্রশ্ন করিল—"বল ত, সত্যি এতে তোমার দুঃখ হয় কি না?"

প্রীতি বসিয়া পড়িল, তাহার বিক্ষুব্ধ হৃদয় ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হইতে লাগিল। ডাকাইতের মত মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার যে আনন্দ, তাহাতেও ত জীবন সন্তুষ্ট নহে, সে যে ব্যাধের মত

প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে! জীবন বলিল—"আমরা অতি হতভাগ্য, না প্রীতি?"

প্রীতি কথাটার অর্থ বুঝিল না, জীবনের এ শ্লেষের কারণ কি? জীবন আবার বলিল—"ভালবাসাটা ইচ্ছে করে হ'য় না, কিন্তু—"

প্রীতি আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, ঝড়ের মত চলিয়া যাইতে গিয়াও যেন পারিয়া উঠিল না, একটা ক্রুদ্ধ স্বর যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—"জীবনদা, বলুন ত আপনি কেন ব্যাধের মত আমার মাংস কেটে খাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছেন, আমি আপনার কাছে কি এমন অপরাধ করেছি যে, তার জন্তে এত কঠোর হয়ে দাঁড়িয়েছেন?"

জীবন প্রাণপণ করিয়াও মনের কথাটা বলিতে পারিতেছিল না। নানা কাজে ব্যস্ত থাকিয়াও ত সে তাহার এ কৌতূহলটা চাপা দিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তাহা ছাড়া এ যে শুধু কৌতূহল নহে, ইহার মধ্যে প্রবৃত্তির একটা প্রকাণ্ড প্রেরণা রহিয়াছে, একটা ঈর্ষার ভাবও যেন দিন দিনই মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইতেছে। যদিও ইহার মধ্যে একটা অতি দুষ্ট বীজ লুক্কায়িত ছিল, তথাপি যেন সে এ প্রসঙ্গ হইতে মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। প্রীতির সহিত সাক্ষাৎকার, আলাপআলোচনা ও তাহাকে মনের মত করিয়া গঠন করিবার ইচ্ছা জীবনের পক্ষে দিন দিনই অদম্য হইয়া উঠিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে নানা ভাবে

ভাববিনিময়ের উদ্দাম চেষ্টা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে-ছিল। নূতন সন্দেহের আভাসটা প্রবৃত্তিগুলিকে আরও প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। এতকাল যদিও সে এই বৃত্তিগুলিকে অনুচিত, অসম্ভব বলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এখন যেন আর তাহারও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বিধবা প্রীতি যদি অন্য এক জনকে ভাল বাসিতে পারে, এবং তাহাতে দোষ না হয়, তবে জীবনের লালায়িত মন যদি সেদিকে ঝুকিয়া পড়ে, তাহাতে নিন্দারও কিছু নাই, পাপ বা ভয়েরও কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু সে কি চাহে, তাহার মীমাংসা যেন আজও করিয়া উঠিতে পারে নাই। মন্দ গতিতে যে লালসাটা তাহার হৃদয়ে স্থান করিয়া লইতেছিল, এ যে তাহারই প্রেরণা, তাহা না বুঝিতে পারিলেও প্রীতি অপরকে ভালবাসে এটা যেন তাহার সহ্যের অতীত হইয়া পড়িতেছিল। খানিকক্ষণ এলোমেলো চিন্তার পর সে যেন হৃদয়ের বৃত্তিটাকে স্পষ্ট পরিস্ফুট দেখিতে পাইয়া, পরিষ্কার কণ্ঠেই বলিল—"কেন, তা হয় ত আমি আজও জানি না প্রীতি, তা ছাড়া কঠোর আমি হয়নি, কঠোরতা তোমা অপেক্ষা আমার বেশী হতেও পারে না—"

জীবন আবারও বাধা পাইল, তাহার মুখের গোড়ার কথাটা ফিরিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, প্রীতি অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছে। মন্থরগতিশালিনী প্রীতির পবিত্র মূর্ত্তি জ্যোৎস্নার অস্পষ্টালোকে নব সুষমায় দেবীর মত বিরাজ করিতেছে। জীবন

মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতের মত নিমেষহীন দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া রহিল। প্রীতি দৃষ্টির অন্তরালে গেলে হৃদয়ের জড়তা কাটাইয়া বলিয়া উঠিল—"এক ত পবিত্র ভালবাসায় দোষ হতে পারে না, তা ছাড়া প্রীতি যদি পাপপুণ্যের বিচার না করে, আমিই কেন তা কর্ত্তে যাব?"

২৪

বহু সাধনার ফলে গ্রামের বাহিরে যে বর্জ্জন-সভা সম্পন্ন হইল, তাহার ফল শুনিয়া কিরণ মাথায় হাত দিয়া বসিল। সভার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া সে জ্বরে পড়িয়াছিল, নিজে উপস্থিত হইতে পারে নাই। পাচ সাত দিন পরে শয্যায় থাকিয়া সংবাদ পাইল, সন্নিহিত গ্রামসমূহের ইতর জাতির মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দল গঠিত হইয়াছে, এবং ইহারা এক এক করিয়া আশেপাশের সাধারণ লোকগুলিকে তাহাদের মধ্যে আনিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যেই এই দলের কোন ব্যক্তি কাহাকেও বড় বলিয়া স্বীকার করিতেছে না। জমিদারের খাজনা না দিয়া কর্ম্মচারীদিগকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিতেছে। এই অবাধ স্বাধীনতাপ্রয়াসীরা ইতি মধ্যেই অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কিরণ অতিকষ্টে উঠিয়া বসিল। যে সকল প্রজারা ভয়ে ভক্তিতে জমিদারের নাম শুনিলে ছুটিয়া আসিত, ঘটনাটার আগাগোড়া জানিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইয়াও তাহাদিগকে উপস্থিত না দেখিয়া মাথায় পাগড়ী বাধিয়া সে নিজেই ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল।

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সে মহম্মদ শেখ, করিম চাপরাশি,

আছা উল্লা মুন্সী, পরাণ মণ্ডল প্রভৃতিকে জড় করিয়া কথা উঠাইতেই তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"মোদের দোষ কি কত্তা, জীবনবাবু যে সেদিন সভা কইরা কইয়া আইল ?"

অসুস্থ শরীরে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া কিরণের কোমল স্বভাব কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। মাথার উপর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র রুদ্র নৃত্যে জ্বালা বিস্তার করিতেছে। উত্তপ্ত বাতাস থাকিয়া থাকিয়া তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সে ধৈর্য্যহীনের মত ধমক দিয়া বলিল—"সাবধান, জীবনবাবু—"

কথাটা শেষ হইতে পাইল না, যে সকল প্রজা তাহাকে ব্যাঘ্রের মত ভয় করিত, তাহাদের মিলিত উন্মত্ত গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম করিল। "চোক রাঙ্গাইছেন ক্যান ?" বলিয়া আছাউল্লা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল।

পরাণ মণ্ডল একটু সাধু রকমের লোক, বিশেষ জীবন তাহাকে নিয়তই বলিয়া আসিয়াছে যে, এই দলে থাকিয়া ধীরে ধীরে স্থির হইয়া কাজ চালাইতে পারিলে, কালে সে একটা মস্ত লোক হইবে, কি জানি প্রধান মন্ত্রী হইতেও আশ্চর্য্য নাই। দেশ স্বাধীন হইলে, দেশের ছোট বড়, ইতর ভদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সমানভাবে শাসনসংস্কারে অধিকার পাইবে। কাজেই সে মুখের ভাব শিষ্ট শান্তের মত করিয়া বলিল—"আজ্ঞে এর মধ্যে ত রাগের কোন কথা নেই, জীবনবাবুও কোন অন্যায় বলেননি, ঘরে ঘরে স্বাধীনতা

না এলে যে, আমাদের শীতল রক্ত গরম হবে না, দেশকে স্বাধীন কর্ত্তে হলে যে তা ছাড়া উপায়ও নেই।"

কিরণের মন জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে উত্তর করিবার পূর্ব্বেই আছা উল্লা বলিয়া উঠিল—"মোরা জান বিকায়া যা দুই পয়সা কামাই কর্ব্বাম, ওরা গরে বইস্যা তাই লুটে নইবে, ক্যান ?"

"সত্য কথাই ত, রোদ বৃষ্টি মাথায় করে শরীরের রক্ত জল করে যে দু'পয়সা উপার্জ্জন কর্ব্ব, তা যদি জমিদারের পায়েই ঢেলে দিলাম ত ছেলে পুলে খাবে কি ?" বলিয়া পরাণ তাহার আট হাত কাপরের ঝুলান কোচাটা বার পাঁচ ছয় ঝাড়া দিয়া ঠিক কিরণের মুখের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। বিরক্তিতে ক্রোধে কিরণের মন বসিয়া পড়িল, সে আর কথাটি না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল।

এ সমস্যার মীমাংসা সহজে হওয়া অসম্ভব, এ প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার শক্তি তাহার নাই, মনে করিয়া কিরণ ভগ্নোৎসাহ বীরের মত ধীরে ধীরে চলিতেছিল। হায় যে অগ্নি মন্ত্রশোধিত হবির আহুতিতে উজ্জ্বল হইয়া দেশ প্রদীপ্ত পবিত্র করিতে পারিত, সেই অগ্নিই কতগুলি অপবিত্র ঘৃতের প্রক্ষেপে জ্বলিয়া উঠিয়া দেশশুদ্ধ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ দোষ অগ্নির নহে, আচারহীন মন্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত আধুনিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাগ্নির ন্যায় ইহা যে যজমানের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ, মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবে, তাহার জন্য সম্পূর্ণ

দায়ী লোভপরবশ অধঃপতিত ব্রাহ্মণ। কিরণ হাটিতে হাটিতে জগদম্বার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—"জীবনদা!"

"কিরণ, তুমি এই শরীর নিয়ে বেড়িয়েছ যে?" বলিয়া জগদম্বা তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া তাহাকে বসিতে দিলেন।

"জীবনদা আর ঘরে থাক্‌বার উপায় রাখ্‌লে কৈ!" বলিতে বলিতে কিরণ অবসন্নের মত মাটির মধ্যে বসিয়া পড়িল।

"কিরণ যে, তা হলে সেরে উঠেছ?" বলিয়া জীবন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কিরণ কহিল—"সভা কল্লে, কৈ তার ফলাফল ত আমায় জানালে না?"

"এই দেখ, তোমায় যতক্ষণে জানাতে যাব, ততক্ষণে আর পাঁচটা কাজ কর্ব। সভা করেই কি আমার সোয়াস্তি আছে, এক-দিনের ছুট কথায় কি কোন কাজ হতে পারে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে আমি মুহূর্ত্ত সময় পাচ্ছি না।"

"কিন্তু তার ফলে কি দাঁড়িয়েছে শুনেছ? প্রজারা স্বাধীন হয়েছে, তারা জমিদারের খাজনা দেবে না, ডাক্‌লে দেখা কর্বে না!"

"বেশ, এই ত জাগরণের লক্ষণ।"

"ভেবে কথা বল জীবনদা।"

"তার মানে এবার তোমার গায়ে ঘা লেগেছে?"

কিরণ কহিল—"শুধু তারি জন্যে এ শরীর নিয়ে রোদে রোদে

ঘুরে ফির্‌ছি, ঠিক তা নয়, এ ত জাগরণ নয়, এ যে সর্ব্বনাশের লক্ষণ !"

"আমাদের এখন ঠিক এমনটারই প্রয়োজন, শ্রমজীবীদের মধ্যে যে অধীনতার পাশটা রয়েছে, ওটাকে ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে।"

"তার মানে ?"

জগদম্বা জীবনকে উত্তর করিতে না দিয়া নিজেই বলিলেন—"বুঝেছ কিরণ, তোমরা কি কর্ত্তে গিয়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ, স্বাধীনতা, অর্থাৎ—"

"এ আমার কথা নয়, লীডাররাও এই বলেন।" বলিয়া জীবন কলিকাতা হইতে সদ্যঃসমাগত কতগুলি মুদ্রিত পুস্তক টানিয়া আনিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক স্থানে থামিয়া বলিল—"এই দেখ কিরণ, স্পষ্ট লেখা রয়েছে, 'পল্লীর প্রতি গ্রামের প্রত্যেক কৃষক যেদিন অধীনতাপাশ কাটাইয়া' ইত্যাদি।"

কিরণ সহসা উত্তর করিতে পারিল না, জগদম্বা বলিলেন—"তুমি ওটা ঠিক বুঝ্‌তে পার নি জীবন, পাশ কাটাতে বলেছে, কিন্তু সবাই কে স্বাধীন হতে বলেনি।"

জীবন বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিল—"অর্থাৎ !"

"জীবন !"

মাতার মুখের উপর এই ভাবের প্রশ্নটা একটু বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইয়াছে ভাবিয়া জীবন লজ্জিত হইল। সে উত্তর না করিয়া মুখ নীচু করিল

জগদম্বা কহিলেন—"না বুঝে তোমরা সর্ব্বনাশ কর্চ্ছ, দেশের যাঁরা প্রকৃত নেতা বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁরা কখনও সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা মঙ্গলের মনে কর্ত্তে পারেন না। পিতামাতার অধীনতা সন্তান হয়ে কেউ কাটাতে চায় না, গুরুপুরোহিতের বন্ধনও ক্লেশের মনে করে না। যে দেশের রাজা জমিদার রামযুধিষ্ঠিরের আদর্শ নিয়ে প্রজার উপর ব্যবহার কর্চ্ছেন,সে দেশের প্রজাদের স্বাধীনতার দরকারটুকু শুধু সেই স্থানে, যে স্থানে তাঁদের পতন হয়েছে এবং তাঁরা যেস্থানে আদর্শ ভুলেছেন। অধীনতাটা প্রকৃতই সে স্থলে প্রজার গলার পাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেতারাও তাই বলেছেন, তাঁরা অধীনতার পাশটাকেই কাটাতে বলেছেন, স্বাধীনতার ইচ্ছা জানান নি।"

কিরণ চাহিয়াছিল। জগদম্বা বলিলেন—"কোন দেশই সার্ব্ব-জনীন স্বাধীনতাকে বরণ করে নিতে পারে না জীবন! কোন ইতি-হাসে তুমি পড়েছে যে, রাজায় প্রজায় সম্বন্ধ নেই, ছোটতে বড়তে পার্থক্য নেই! এর অর্থ শুধু আমরা অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা কর্ব, জমিদারের অবাধ বিলাসব্যসনের বা অন্যায় অত্যাচারের প্রশ্রয় দিব না, বরং তার বিরুদ্ধে চল্‌ব। কিন্তু যে প্রকৃত জমিদার, যাঁর শাসন পিতামাতার শাসনের ন্যায় মঙ্গলপ্রদ, তাকে আমরা মান্‌ব, তাঁর কাছে মাথা নুইয়ে থাক্‌ব। সে অধীনতা নাশ কর্ত্তে গেলে যে শুধু শক্তির অপব্যবহার করা হবে, তা নয়, তাতে একটা মহাশান্তির আশাও ত্যাগ কর্ত্তে হবে—"

জগদম্বার মুখের কথা মুখে রহিল। ভবতারণ ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"কিরণ, শেষটা তোমরা এমন করে দেশের সর্ব্বনাশ কল্লে। দিনে দ্বিপ্রহরে মহেশপুরের জমিদার বাড়ীতে লুট হল, প্রায় এক হাজার কৃষক দল বেঁধে প্রকাশ্য দিবালোকে জিনিষ পত্র টাকাকড়ি লুট করে নিয়ে গেল।"

২৫

আনন্দের আতিশয্যে গ্রাসের পর গ্রাস উদরস্থ করিয়াও আজ যেন রাজেন্দ্রবাবুর পিপাসা মিটিতেছিল না। পরিপূর্ণ পাত্র শূন্য করিয়া তিনি উচ্চ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"এতকালে নির্ব্বিবাদে মাকড়সা সুতা কেটে বাসা বাঁধে, জানে না যে, তাতেই তাদের জড়িয়ে মরতে হবে।"

মাণিক মাথা নাড়িল, কিন্তু তাহার মলিন দৃষ্টি প্রসন্ন হইল না। এই বড় শুভ সংবাদকে ঢাকা দিয়া তাহার মনে যেন একটা গাঢ় অশান্তির অন্ধকার পাষাণের মত চাপিয়া রহিয়াছে। মাণিক বিষণ্ণ, চঞ্চল। প্রীতির অভাব ও সরোজের অবাধ্যতা তাহার বুকের মধ্যে বিছার মত কামড়াইতেছিল। রাজেন্দ্রবাবু গ্লাস রাখিয়া বোতল টানিয়া লইলেন। হাসির তরঙ্গ উঠাইয়া বলিলেন—"এখন থেকে রামরাজত্ব, আর কোন ভয় ভাবনা নেই, শুধু ভোগ করে যাও।" বলিতে বলিতে বোতলটি প্রায় নিঃশেষ করিয়া মাণিকের হাতে দিলেন।

মাণিক রাজেন্দ্রবাবুর শ্রদ্ধার দান অবহেলা করিল না, নিঃশব্দে পানীয়টুকু নিঃশেষ করিয়া সে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল।

রাজেন্দ্রবাবু কহিলেন—"এই একটা লুট উপলক্ষ্য করে

চার চারটাকে হাজতে পাঠিয়েছি। এবার জগদম্বার বড় বুক এতটুকু হয়ে যাবে!"

এই হাজতে পাঠাইবার সংবাদটা এতক্ষণ মাণিকের অবিদিত ছিল; জানিয়া সে যেন অন্ধকারে একটা আলোর রেখা দেখিতে পাইল। মহেশপুরের লুট উপলক্ষ্যে মাণিকের প্রধান অন্তরায় জগদম্বা, ভবতারণ, নফর ও কালীমণ্ডল হাজতে! মাণিক অনেকটা আশ্বস্ত হইল, কিন্তু মনের ভাব মুখের গোড়ায়ও না আনিয়া সে বলিল—"মরিয়া না মরে রাম, এদেরও ত সেই অবস্থা, দুদিন দশদিন বৈ ত নয়! পণ্ডিত বেটা ত আবার ফিরে এল বলে।"

রাজেন্দ্রবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আশ্বাস প্রদান করিয়া উল্লসিত কণ্ঠে বলিলেন—"কারুর হাড় আস্ত রাখ্‌ব না। পুলিশ আমার হাতে, জগদম্বা মাগীর উচু বুক যদি—" বলিতে বলিতে তিনি বিরত হইলেন। বক্তব্যটা মুখের গোড়ায় আসিতে তাঁহার মত পাপীর জিহ্বাও যেন জড়াইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে বলিলেন—"আধ মরা না করে কাউকে ছাড়্‌ছি না। বিষ দাঁত ভাঙ্গা সাপের মত ওরা নিতান্তই করে ত নিষ্ফল গর্জ্জন ছাড়া আর কিছুই কর্ত্তে পারে না!"

মাণিক উঠি উঠি করিতেছিল, সংবাদটা তাহাকে যে আশ্বাসটুকু দিয়াছে, কি জানি সময়ের অপব্যবহারে তাহা যদি হারাইয়া বসিতে হয়। অতিঅল্প কথায় সে উত্তর করিল—"আপনার দয়া!"

"এর ভেতর আবার দয়া, তোমার দেখ্‌ছি সবই নতুন। এতকাল যে তোমার ওপর নির্ভর করে ছেলেপুলে নিয়ে রাজার হালে বাস কচ্ছি, এও তা হলে দয়া বল্‌তে হবে!"

মাণিক জিভ্‌ কাটিল—"ছিঃ ছিঃ অমন কথা মুখে আন্‌বেন না, আমি আপনার হাতের তৈরি, গড়ে পিটে মানুষ করেছেন, সময়ে অসময়ে অতটুকু না করিত, নিমকহারামির অন্ত থাক্‌বে না।"

"না ভায়া, আজকাল আর ক্ষোভ নেই, কুষ্টপুরের চড় থেকেও বেশ দুপয়সা পাওয়া যাচ্ছে। সেদিন তাদের সর্দ্দার এসেছিল। বল্লে বড় মজাই হয়েছে, মাণিকবাবু যখন ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন তখনও যে সুবিধা পাইনি, আপনাদের এই বর্জ্জন, আমাদের সে সুবিধা করে দিয়েছে। এখন আর আমরা কোন ভয় করি না, কেউ যদি খোচাখুচি না করে ত দিনে দুপুরে চুরি ডাকাতি কল্লেই কে আট্‌কায়!"

মাণিক মুচ্‌কি হাসিল, শ্লেষের স্বরে বলিল—"কেন পঞ্চাতের বিচার?"

রাজেন্দ্রবাবুও হাসিলেন, বিদ্রূপের স্বরেই বলিলেন—"দেখ-দেখি কি অন্যায় অত্যাচার। তারা যে ও মান্‌তেই চায় না, বলে দশবার ডাকলে একবার যাব না, জীবনবাবুও ত সেদিন সভা করে পরিষ্কার বলেছেন, কেন তোরা ওদের কথা মান্‌বি, ছুট জামা গায়ে দিয়েছে বলে তোদের দিয়ে যে যা ইচ্ছে তা

করিয়ে নেবে, এ অত্যাচার তোরা কেন নীরবে সইতে যাচ্ছিস্।" বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু শুভ্র শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিয়া নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন—"জীবনটা নিজে যেমন গাধা, তেমনই বক্তৃতা করেছে, আবার শুন্‌ছি, বড় বড় লীডাররা নাকি শ্রমজীবীর পেছনে লেগেছেন। এবার তারাই রাজা জমিদার হবে, একটা নতুন ত কিছু চাই। আমি কিন্তু দেখ্‌ছি, বড় মজা হয়েছে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোক যত স্পর্দ্ধা পাবে, তত আমাদের দল বাড়্‌বে। যাদের বুদ্ধি বিবেচনা বল্‌তে কিছু নেই, সেই অশিক্ষিত ইতর লোকগুলিকে স্পর্দ্ধা দিয়ে এবার যে ওরা জাতমান খোয়াবে, তাতে সন্দেহ নেই। সর্দ্দার বল্লে কি জান, পুলিসকেই থোরা কেরায় করেছি, এখন এই পঞ্চাতের বিচার। আমরাই একটা পঞ্চাতী সভা করে নেব, তাতে যদি আমাদের দল থেকে দশ পনর জন বেছে নিয়ে বিচার কর্ত্তে বসি, তখন তোমরা মেনে চল্‌বে ত। না মান, জোর জুলুন কর্ত্তে চাও, মাথাও ভাঙ্‌ব, পুলিসে ধরিয়ে দিব, নিরা পদে শ্বশুর ঘর করে আস্‌বে।"

রাজেন্দ্রবাবু হাত বাড়াইয়া টেবিলের উপর হইতে পূর্ণ গ্লাসটা উজার করিয়া আবার আরম্ভ করিলেন—"এরা সত্যি পাগল হয়েছে, আচ্ছা ওদের বিচার স্বীকার করে নিলেও ত ওরা অন্দর মহলে জেলের ব্যবস্থা করবে! ঘরের মেয়েদের হাতের বালা বেড়ী হবে?" বলিয়া তিনি যেন হাসির তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন।

মাণিক হাসিতে যোগ দিল না, গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"তৈরি কর্ত্তে কতক্ষণ?"

"ততক্ষণে দেশ সাবাড়, যে যার কাজ গুছিয়ে নিয়ে যদি হাত গুটিয়ে না বসে ত আমার নাম বৃথা। তুমি এটা ঠিক জেন মাণিক, যত বেটা বড় বড় লেক্‌চার দিচ্ছে, সবারি পিছনে স্বার্থ আছে; কেউ বিশপঞ্চাশ হাজার মেরে বস্‌বে, কেউ বা বিশ পঞ্চাশহাজার ঢেলেও নাম কিন্‌বে। এই ধর না, এত কাল তুমি যেমন কসুর করনি। নিজের কাজ বাজাবার জন্য ঘর থেকে কতগুলি টাকা ঢেলেছ, অথচ মানুষ ভেবেছে, লোকটা কি দাতা!"

মাণিক কথাটা চাপা দিতে গিয়া ধীর স্বরে উত্তর করিল—"সব জিনিষটা কিন্তু এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, যা নয়, তা নিয়ে সমস্ত দেশ লড়্‌ছে, এও কি সম্ভব!"

"এর মধ্যেও আবার বোঝাবুঝি, না হে তোমায় নিয়ে আর পেরে উঠ্‌লাম না।" বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চলিতে চলিতে বলিলেন—"সর্দ্দার বলে কি জান, ঘরে ঘরে যদি হয় ত, কর্ত্তাদের ছেড়ে কিছু হবে না। আপনারাইত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন। মাণিকবাবুর একার ইনিস্‌পেক্টারিতে যখন এতকাল কোন শালারে কেয়ার করিনি, আপনারা যখন বিচার কর্ত্তে বস্‌বেন, তখন আবার কোন্ শালা কি কর্ব্বে?' কথাও ত মিথ্যা নয়, ধর না, এই মহেশপুরের ব্যাপারটা, চুরি করি, ডাকাতি করি, এতকাল ত গা ঢাকা দিয়ে কর্ত্তে হয়েছে। কিন্তু এ

যে দিনে দুপুরে ?" বলিতে বলিতে তিনি বাহিরে বাহির হইয়া যাইতে মাণিক বলিয়া উঠিল—"বেটার. লেক্‌চার যেন আর ফুরয় না। যাই, বাজে কথায় সময় কেটে গেল, আর দেরী না।"

২৬

চৈত্রের দ্বিপ্রহর। রবির খর কর বিশ্ব ব্যাপিয়া অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে। শান্ত পৃথিবী ক্রমশঃ রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল। প্রীতি স্বেদসিক্ত শরীরে মাটিতে পড়িয়া হায় হায় করিতেছে। পৃথিবীর এই ভীষণ জ্বালা অপেক্ষাও তাহার অন্তরের জ্বালা যেন প্রবল হইয়া পড়িতেছে। প্রীতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অস্থিমজ্জা চাপা বেদনায় বিবশ হইয়া আসিতেছে। প্রীতি থাকিয়া থাকিয়া ভিতরে বাহিরে উত্তপ্ত অগ্নির ভয়াবহ ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল, আর শিহরিয়া উঠিতেছিল। তাহার শুষ্ক মরুর ন্যায় হৃদয় হু হু করিতেছে, শরীর পুনঃ পুনঃ ঝাকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বিষাচ্ছন্ন ব্যক্তির মত ইন্দ্রিয়গুলি কার্য্যশক্তিহীন হইয়া যেন মরা কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। প্রীতি কখনও অতি কষ্টে উঠিয়া বসিতেছে, কখনও দাঁড়াইতেছে, কখনও আশ্বাসের আশায় খোলা দরজার দিকে চাহিয়া নিরাশ-শুষ্ক দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে বক্ষ আর্দ্র করিয়া তুলিতেছে। তাহার শক্তি নাই, সান্ত্বনা নাই, আশা নাই, আশ্বাস নাই, প্রবল অস্থিরতা শিরায় শিরায় পেশীতে পেশীতে হলাহলের ক্রীড়া করিতেছে। হায়! তাহার মন্দ ভাগ্য যে তাহাকে দলিয়া পিষিয়া

মারিতেছে। প্রীতি যে ডাল ধরিয়া উঠিতে যাইতেছে, সে ডালই যে বাতাসের ভরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগিনী নাই, পতিহীনার বন্ধুবান্ধব বলিতে জগতে কেহই নাই। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় নির্দোষ জগন্নাথ পণ্ডিত তাহারই জন্যে জেলে পড়িয়া পচিতেছেন। শেষ আশা ভরসা জগদম্বা ও ভবতারণ আজ বিধির চক্রে দলিত পিষ্ট, নিষ্পাপ নিরপরাধ হইয়াও শুধু প্রীতির ভাগ্যদোষেই আজ তাঁহারা হাজতে। ধূমকেতুর মত তাহার জীবন যে সকলেরই প্রতিপদে বিপদের কারণ হইয়া পড়িয়াছে।

এমনই নানা চিন্তায় ব্যাকুল চিত্ত লইয়া প্রীতি যুদ্ধ করিয়া করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রি হইতে নিদ্রা যেন অবলার দুর্গতি বৃদ্ধি করিবার জন্যই পূর্ব্ব জন্মের শত্রুর মত তাহার চোখ ছাড়িয়া দূরে দাড়াইয়া বিভীষিকা বহন করিয়া আনিতেছে।

কাল সন্ধ্যাকালে জগদম্বাকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভবতারণ হাজতে, এ সংবাদ প্রীতি পূর্ব্বেই জীবনের নিকটে পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ত আর আর কোন সংবাদই সে পায় নাই। জীবনও সেই যে বাহির হইয়াছে, আর ফিরিয়া আসে নাই। একটা কথা যে জিজ্ঞাসা করিবে, এমন লোকও প্রীতির নাই, সে একা, নিতান্তই একা। সহসা মনুষ্যপদশব্দে প্রীতি অতি আশায় মুখ তুলিয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া পড়িয়া গেল।

মাণিক ডাকিল --"প্রীতি ?"

ভূপতিতা প্রীতি যেন দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হায় হায় করিয়া উঠিল। মাণিক গম্ভীর হইয়া বলিল,—"এবার আর কোন ফন্দী খাটবে না।"

মুমূর্ষুর ন্যায় প্রীতির নাক বাহিয়া ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছিল। মাণিক সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিল—"দীর্ঘ কাল মাণিক তোমার আশাপথ চেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা কখনও ঘটেনি, ঘট্‌বার আশা ছিল না, তাই ঘটেছে, মাণিক পাগল হয়েছে। পিঞ্জর শূন্য করে তুমি মনের সাধে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর গৃহস্থ হায় হায় কচ্ছে। দয়া কর, মাণিকের কোন আশা কখনও বিফল হয়নি, প্রথমেই এতবড় একটা আশায় হতাশ হলে যে সে মারা যাবে!"

ব্যাধজালবদ্ধা হরিণী যেন করুণ নয়নে চাহিয়া মাণিকের কৃপাভিক্ষা করিতেছিল। মাণিক সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল না, বরং অধিকতর বিদ্ধ হইল। অগ্রসর হইয়া বলিল,—"মাণিকের হাত থেকে অব্যাহতি নেই, জেনে শুনে কেন কষ্ট দিচ্ছ, তোমার অপরূপ রূপ যে আমায় মাতোয়ারা করে তুলেছে। আমি যে নেশাখোরের মত তোমার পেছনে ধাওয়া করে চলছি। আমায় দয়া কর প্রীতি, বাচাও ?"

মাণিক থামিল, তাহার ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন পূর্ণযৌবনা প্রীতিকে গ্রাস করিয়া ধরিতেছিল, সে অতি অনিচ্ছায় করজোড়ে বলিল—

"আমরা আজ বড় বিপন্ন। পীড়ন করে বিপদের মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুলবেন না।"

পীড়ন নয় প্রীতি, এ আমার হৃদয়ের কথা। আমি আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসি, আজ হয় ত পৃথিবীর প্রার্থিত সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে একা তোমায় পেলে আমি সুখী হই, আমার অন্তর্যাতনা নিবে যায়।"

"সত্যি যদি ভাল বাসেন, আমায় অপমান করে আপনি আপনার সে পবিত্র জিনিসকে কলুষিত করবেন না। আমি নিরাশ্রয়া অবলা, আমি আপনার মায়ের মত, ভগিনীর মত, আমার ধর্ম্ম রক্ষা করে আজ আপনি আপনার মহত্বের পরিচয় দিন?"

মাণিক মনে মনে হাসিল। ধীর কণ্ঠে বলিল—"অমন কথা বল না সুন্দরি, তোমার আশায় যে আমার প্রাণ আকুল হয়ে আছে। আমি যে অনন্ত যাতনায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছি, তুমি আমায় রক্ষা কর, বাচাও।"

প্রীতি দুই হাতের দশটা অঙ্গুলী দিয়া কর্ণরন্ধ্র চাপিয়া ধরিল। মাণিক বলিল—"বিপদের কথা বলছিলে. কি সে সামান্য বিপদ্, এস আমার এই অনাবৃত বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ কর, পৃথিবীতে বিপদ্ বলে কোন জিনিষ দেখ্‌তে পাবে না, মাণিকের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীর বিপদ্, এ যে অসম্ভব হইতেও অসম্ভব! তুমি প্রসন্ন হও,

আমিও প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, তোমার জগদম্বা ও ভবতারণকে মুক্ত করে দেব!"

প্রীতির আর্দ্রচক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অবোধ অবলা যেন সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"দেবেন?"

"হাঁ দেব, আমি তাদের মুহূর্ত্তে মুক্ত করে দিতে পারি।"

"আপনি পারেন?"

মাণিক হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—"মাণিক এতটুকুও পারে কি না, এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে?"

প্রীতির উৎফুল্ল আর্দ্র চক্ষু মাণিকের দয়া ভিক্ষা করিয়া যেন ছুটিয়া পড়িতেছিল। সে নিজের অবস্থার কথা বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল—"পারেন ত দয়া কি কর্ব্বেন না, শক্তি থাক্‌তে নির্দ্দোষ বিপন্নকে রক্ষা না কল্লে যে মহা পাপ হবে।"

মাণিক উৎসাহপরিপূর্ণ স্বরে বলিল,—"বলেছি ত তোমায় তাদের আমি ছাড়িয়ে আন্‌ব, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে—

"কি চান্ আপনি, পৃথিবীতে এমন কি আছে, এর পরিবর্ত্তে যা দেওয়া যায় না!"

প্রীতি প্রাণের কথাই বলিয়াছিল, ভবতারণের মুক্তির জন্য সে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু অধঃপতিত মাণিক যে তাহার প্রাণেও তৃপ্ত নহে। সে যে নারীর নিভৃত হৃদয়ের লুক্কায়িত রত্নটি প্রার্থনা করে। সে মুক্ত কণ্ঠে বলিল,—"তার পরিবর্ত্তে আমি তোমায় চাই।"

"আমায় চান, বলেছি ত, আমি আপনার মা। প্রাণ ভরে আমি আপনায় ভালবাসব, সন্তানের মত, ভ্রাতার মত, পিতার মত আপনি প্রীতির হৃদয়ের অনাবিল স্নেহে অভিষিক্ত হয়ে সত্যই এর পরিবর্ত্তে একটা অপার্থিব বস্তু লাভ কর্বেন!"

মাণিক হাত বাড়াইল. তাহার পিপাসিত কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল. সে বলিল,—"সুন্দরি তোমায় আমার ঘরের গৃহিণী কর্ব,—"জীবনসঙ্গিনী কর্ব"—

প্রীতি বাধা দিল, মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। পাপিষ্ঠের পাপ অভিপ্রায় স্মৃতিপথে উঠিতে সে দুই হাত সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল,—"আপনি আমায় চান্ না, রক্তমাংস-ক্লেদপরিপূর্ণ আমার এ দেহের জন্য আপনি লালায়িত হয়েছেন। কিন্তু কেন? এই পূতিগন্ধময় দেহ নিয়ে আপনার কি হবে, বরং পাপভার বৃদ্ধি পাবে, নরকের পথ পরিষ্কার হবে!"

"তাই যদি হয়, তোমার জন্যে যদি আমার নরকেও স্থান হয়, তবু আমি তোমায় চাই?"

প্রীতি আজ আর সেই বালিকা নহে, জগদম্বার এত কালের শিক্ষা তাহাকে নবীন জীবন দান করিয়াছিল। সে অতিষ্ঠ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"ক্ষমতার অপব্যবহার কর্বেন না মাণিকবাবু, তার সদ্ব্যবহার করুন, বিপন্নকে রক্ষা করুন, আর তার বিনিময়ে সতীর সতীত্ব নাশ কর্ত্তে না চেয়ে রক্তমাংসময় ক্ষণভঙ্গুর দেহের কথা ভুলে গিয়ে পবিত্র দৃষ্টিতে—যে দৃষ্টিতে আপনি মার প্রতি

ভগিনীর প্রতি চেয়ে থাকেন, সেই দৃষ্টিতে চেয়ে দেখুন, আমায় দেখে আপনার কত তৃপ্তি হবে।"

মাণিক আর কাল বিলম্ব করিতে পারে না। হৃদয়হীন মাণিকের এই সারগর্ভ কথাগুলি বিষের মত মনে হইতেছিল। সে পুনর্ব্বার প্রীতির নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—"ধর্ম্ম-বক্তৃতা শুন্‌তে আমি এখানে আসিনি প্রীতি! তোমার এমন যৌবন, এত সৌন্দর্য্য কি পাষাণ দিয়ে গড়া, এর মধ্যে কি প্রাণ নেই, এমন উপাদেয় জিনিষ ভোগ-সুখের অতীত করে রেখেছ?" বলিতে বলিতে মাণিক প্রীতিকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল।

"সাবধান শয়তান?" বলিয়া প্রীতি মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় রক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। সে তাড়াতাড়ি মাণিকের পায়ের গোড়ায় পড়িয়া বলিল—"আমি তোমার মেয়ে—"

মাণিক বাধা দিল, জোর করিয়া প্রীতির হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"আঃ কি তৃপ্তি—"

"পাপিষ্ঠ, নরাধম!" বলিতে বলিতে প্রীতি অতিবলে হাত ছিনাইয়া লইল, তাহার বসন স্রস্ত, রুক্ষ কেশপাশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চোখ রক্তবর্ণ, যেন ছুটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।

মাণিক প্রীতির এই আকৃতি দেখিয়া দ্বিগুণ আকৃষ্ট হইল। "এত তেজ" বলিতে বলিতে সে আবারও অগ্রসর হইল।

প্রীতি ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছিল, মাণিক গতিরোধ করিয়া

দুই হাতে তাহার কটিদেশ জড়াইয়া ধরিল। প্রীতির মুখ হইতে আর শব্দ বাহির হইল না। সে মৃতার মত মাটিতে পড়িয়া গেল। মাণিক বসিয়া পড়িল, তাহার বুভুক্ষিত অধর, স্পৃহাগ্রস্ত হস্ত ও কামাগ্নিসন্তপ্ত হৃদয় প্রীতির সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইল।

"পাপ এখনও পূর্ণ হয়নি, না ?" প্রশ্ন করিতে করিতে ঝড়ের মত সরোজ আসিয়া যেন সতীর মহিমা রক্ষা করিবার জন্যই মধ্যস্থানে চাপিয়া বসিল। প্রীতির গায়ে হাত দিয়া বলিল—"দিদি দিদি, আর ভয় নেই, ভগবান্ তোমায় রক্ষা করেছেন !"

মাণিক বিমনা হইয়া পড়িতেছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মস্থির করিয়া প্রশ্ন করিল—"সরোজ, তুমি এখানে ?"

"হাঁ আমি এখানে, তোমাকে বাঁচাবার জন্যে ভগবান্ ঠিক সময়টিতে আমাকে এখানে এনে উপস্থিত করেছেন ? সতীর গায়ে হাত দিয়ে যে পাপ করেছ, তাই যথেষ্ট, যাও, আর এমুখো হয়ো না !"

মাণিক প্রগল্ভ হাসি হাসিল,—"সতীর জন্যে তোমার এত দরদ, আশ্চর্য্য বটে ?"

সরোজ ঢোক গিলিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া বলিল—"আমি পতিতা, সতীর দরদে ছুটে আসিনি, এসেছি তোমার জন্যে। তুমি পচে মর্ব্বে, কেন যেন তা আমি সইতে পারি না !"

মাণিক তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—"বেড়িয়ে যাও, নৈলে অপমান হবে।"

"যাদের মান আছে, তাদের অপমানের ভয় থাকে, তোমার প্রসাদে আমি যে অনেক কাল সে ভয়মুক্ত!"

"যাও বলছি।"

"প্রাণ থাক্‌তে না।"

"যাবে না?"

"না।"

"প্রাণ দিয়েও আমি প্রীতিকে চাই।"

"আমিও প্রাণ দিয়ে ওকে রক্ষা কর্ত্তে এসেছি।"

"প্রয়োজন হ'লে এর জন্যে আমি তোকে মেরে ফেল্‌তে পারি, তা জানিস্?"

"এতটা, কৈ আগে ত জানি না।"

"উঠে যা।" বলিয়া মাণিক সরোজের হাত ধরিয়া টান দিল। সরোজ কিন্তু শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া চাপিয়া বসিল। মাণিক রক্ত চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"এখনও বল্‌ছি ওঠ্, নৈলে ভাল হবে না।"

"মন্দ হতে আমার আবার কি বাকি আছে?"

মাণিক সরোজের চুলের গোছা ধরিয়া টান দিল, গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"কেমন যাবি না?"

"প্রাণ থাক্‌তে না।"

"তবে দেখ্ তোর চোখের ও'পরই আমি আমার পিপাসা মিটাচ্ছি ?" বলিয়া সে সরোজকে অতিক্রম করিয়া প্রীতিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

প্রীতি এতক্ষণে চোখ মেলিয়া চাহিল। সর্ব্বনাশোদ্যত মাণিককে দেখিয়া সে অধীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ভগবান্ ?"

সরোজ জোর করিয়া মাণিককে জড়াইয়া ধরিয়া বাধা দিতেছিল। মাণিক—"তবে মর ?" বলিয়া তাহার বুকের উপর পদাঘাত করিল।

"বাবা গো ?" বলিয়া সরোজ পড়িয়া গেল। মাণিক প্রীতির বসন আকর্ষণ করিয়া বিকট বীভৎস হাসি হাসিয়া বলিল—"এবার ?",

"এবার তোমার মৃত্যু ?" বলিয়া কিরণ পিছন হইতে মাণিকের গলদেশ চাপিয়া ধরিল। টানিতে টানিতে বাহিরে আনিয়া বলিল—"তোমার এমন পিশাচ-প্রকৃতি ! ছিঃ ছিঃ ভদ্রঘরে জন্মে এমন অধঃপতন ! যাও আর দাঁড়িও না। ভাগ্যি আমার হাতে পড়েছিলে, প্রাণ বেঁচে গেলে।" বলিতে বলিতে সে ধাক্কার উপর ধাক্কা মারিয়া মাণিককে বাটীর বাহির করিয়া দিল।

২৭

"আমি শুধু জীবনবাবুকে অনুরোধ কর্চ্ছি, তিনি যেন রক্ষার নামে এমন করে সর্ব্বনাশ না করেন ?"

জীবন এক পাশে দাঁড়াইয়া নতমস্তকে চিন্তা করিতেছিল। সমবেত ইতর জাতির লুণ্ঠন, বৃথা অভিযোগে নিরপরাধের সর্ব্বনাশ-চেষ্টা, কিরণের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে মাতা ও ভবতারণ প্রভৃতির জামিনে মুক্তি, ইহার কোনটাই তাহার অনুমোদনের বা অনুকূলতার যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছিল না। বাধাবিঘ্নগুলি যেন আন্দোলনটার চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া রহিয়াছে। কোন্ পথে অগ্রসর হইতে গিয়া যে আততায়ীর লগুড়াঘাতে পা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই। ভবতারণ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার বলিল—"ভুলের পথে পা বাড়িয়ে এ আন্দোলনকে বাচিয়ে রাখা যাবে না, কিন্তু অত্যাচারে অবিচারে নিরীহ বেচারাদের প্রাণ বেড়িয়ে যাবে ?"

"জীবন ত সে কথা স্বীকার করবে না, আমি মা, আমার কথাও কোন কালে গ্রাহ্য করেনি ?" বলিয়া শুষ্কবদনা জননী জগদম্বা মুখ তুলিয়া পুত্রের দিকে চাহিলেন।

"এ শুধু পাপ নয় জীবনদা, এটা তোমার পরম দুর্ভাগ্য !"

"কোন্‌টা ?" বলিয়া জীবন রোষকলুষিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"তোমার মার মত মা যার, তারও কথা না শোনা, কল্পতরুর আশ্রয়ে থেকে নিজের ভুলে দীনদরিদ্রের স্থায় দিনরাত হাহাকার করাটা মহা ভুল !"

"তোমার অভিপ্রায়টা কি শুনি ?"

কিরণ উত্তর করিল না, ভবতারণ বলিল—"অভিপ্রায় আর যাই হ'ক, পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া সঙ্গত নয়, এতে হয় ত আপনারও বৈমত্য হবে না। কিন্তু—"

"কিন্তু কি ভবতারণবাবু, এও আপনি ঠিক জেনে রাখ্‌বেন যে, যারা যত গুরু লঘু জ্ঞান করে ভেবে চিন্তে কাজে হাত দিতে যাবে, তারা ততই জগৎ থেকে আপনাকে গুটিয়ে এনে ঘরে দোর বন্ধ কর্ব্বে ?"

"কল্লেও ত উপায় নেই জীবনদা, তাদের চিন্তা, তাদের বুদ্ধি-বৃত্তি যদি সত্য সত্যই সেটা মঙ্গলের বলে মনে করিয়ে দেয়, তা হলে আর সবাইকে বাদ দিয়েও যে আমাদের তাদের নিয়েই থাক্‌তে হবে। ভেবে বিবেচনা করে যারা এসব ভাল বুঝ্‌বে না, তাদের বাদ দিয়ে, যারা ভাব্‌বে না, হয় ত ভাব্‌বার শক্তিও যাদের নেই, তাদের হিত-চেষ্টা উৎপাতের নামান্তর হবে না, এমন কথা আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না। এত কালের নিদ্রিত মানুষের বৃত্তি জাগিয়ে তুলে ভারতকে স্বাধীন কর্ত্তে হলে, যতটুকু ভাবা, যতটুকু পরিশ্রম,

যতটা সময় ব্যয়ের প্রয়োজন, তাতে কৃপণতা কল্লে শুধু হঠকারিতায় কোন কালে দেশ উদ্ধার হবে না।"

"হঠকারিতা, ছিঃ ছিঃ তোমরাই না বঙ্গমাতার সন্তান!" বলিয়া জীবন গর্জ্জিয়া উঠিল।

জগদম্বা কহিলেন—"তোমাকে ত অনেকবার বলেছি জীবন, জাতিভেদ ভুলে, শিক্ষাদীক্ষা ত্যাগ করে, পিতামাতা গুরুজনের কথা বিস্মৃত হয়ে, সদসৎ বিচার না করে, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে যদি এ দেশ স্বাধীন হয়, তবে সে স্বাধীনতা আমরা চাই না। কেননা সেটা ঠিক স্বাধীনতাই নয়। প্রবল জলস্রোত অজ্ঞাতে ভীম আক্রমণে চড়ার বালি, তৃণ, আবর্জ্জনা ধুইয়ে নিয়ে দুদণ্ডের মত তাকে সুন্দর কর্ত্তে পারে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য কতক্ষণ, জলের বেগ তার বুক থেকে যে নিজস্ব মাটিগুলি কেড়ে নিবে, তা পূরণ কর্ত্তে হয় ত সে এ জন্মেও পেরে উঠ্‌বে না। ভারতেরও তাই হবে। ওতে মঙ্গল হবে না। হঠকারীর ভয়ে শত্রু সাবধান হতে পারে, হয় ত বা দুপা পেছিয়েও দাঁড়াতে পারে, কিন্তু সে মর্বে না। দেশকে যদি স্বাধীন কর্ত্তে হয়, বুকে জোর করে উঠে দাঁড়াও, এমন ভাবে দাঁড়াবে যে ভয়ে ভবিষ্যতে না হাটু ভেঙ্গে পড়্‌তে হয়। বিবেচনা কর্ত্তে সময় না দিলেও যেমন চল্‌বে না, তেমনি নিজেদের বুক প্রশস্ত না কল্লেও হবে না। ঘরে ঘরে ঘুরে ইষ্টমন্ত্রের মত প্রত্যেককে বোঝাতে হবে, স্বাধীনতা কি, স্বাধীন দেশ কেমন, কেমন তার মধুরতা, কেমন তার স্নিগ্ধতা, কেমন তার অনাবিলতা। স্বাধীন

দেশের বাতাসের প্রাণ আছে, শস্যের তেজ আছে, জলের স্নিগ্ধতা আছে, অর্থের সুখদানক্ষমতা আছে, সামর্থ্যের স্বার্থকতা আছে। সহযোগিতাবর্জ্জনের জন্য পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে তোমরা যে চেষ্টা কর্চ্ছ,সে চেষ্টাকে ঘুরিয়ে নাও, আগে সবাইকে বোঝাও যে, ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের সহযোগিতাত্যাগের যত প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজন নিজেদের ঘরে ঘরে সহযোগিতাবিনিময়ের। দেশমাতা বঙ্গজননী প্রভৃতি গাথাবুলি মুখস্ত করে যারা চীৎকার কর্চ্ছেন, তাঁদের আগে বুঝিয়ে দাও, মা কি, কত খানি, সন্তানের নিকট তার দাবী কত, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে দেশের ইতরভদ্র, ধনিদরিদ্র সবাইকে বেশ ভাল করে বল যে, এদেশের সবাই তোমাদের ভাই, এরা বিপদে সম্পদে পরস্পরজড়িত। এ যদি কর্ত্তে পার, এবং তার ফলে মুখের ভাত পরকে দিয়ে পল্লীর প্রতি প্রাণী যেদিন অন্নহীনের অন্নের জন্য, রোগীর রোগনিবারণের জন্য ব্যাকুল হবে, সমবেদনায় অভিভূত হবে, সেদিন আপনা হইতেই এদেশ দেশবাসীর হাতে আস্‌বে। কিন্তু যদ্দিন নিজেরা মানুষ হতে পাচ্ছ না, ততদিন গাছ নেই বলে আগাছা তুলে ফেল্‌তে গিয়ে দেশ উজার করে দিও না। তাতে চোর দস্যুর সুবিধা বেড়ে যাবে। এতটুকু বুঝে যদি কাজ কর্ত্তে পার ত জান্‌বে, তোমাদের উদ্যম সফল হবে।"

জগদম্বা থামিলেন। কিরণ কহিল—"তুমি কি বুঝে কি কর্চ্ছ জীবনদা, তা আমি আজও ঠাহর কর্ত্তে পারিনি। জমিদার বল,

ধনী বল, তাঁদের অত্যাচার, অবিচারও অবাধ বিলাসিতায় বাধা দেওয়া যেমন উচিত, সঙ্গে সঙ্গে আত্মগঠন কি তদপেক্ষা বেশী উচিত নয় ? কিন্তু কৈ তার চেষ্টা ত তোমরা মোটে কর না ! দেশের চাষাদের ত একবারও বলনি যে, আগে তোরা মানুষ হ', নিজেদের চরিত্র গঠন কর, তোদের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা. যা পাপ আছে, তার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে সমাজে সাধারণো নিজেদের স্থান করে নে। নিজেদের পাপ বা দুর্ব্বলতা না থাকলে যখন কোন অত্যাচারই চিরকাল জোর করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তখন এ পথে চলাই যে তোমার উচিত ছিল।" বলিয়া কিরণ একবার থামিয়া কি চিন্তা করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল—"রাজা জমিদার প্রভৃতিই ত আবহমান কাল প্রজা পালন করে এসেছেন। কালের স্রোতে যদিও কোন কোন স্থলে তাঁদের এক আধটু স্খলন হয়ে থাকে, তবু তাঁদের মানব না, এমন কথা বলা চলে না। আমার ত মনে হয়, তাঁদের ত্যাগ কর্বার পূর্ব্বে, তাঁদের ও'পর খড়গহস্ত হয়ে দাঁড়াবার আগে প্রজাপুঞ্জের রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান দেখা উচিত। পাপ যতটুকু আছে, তা তাড়িয়ে ঠিক যখন এরা মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পার্বে, তখন ওদের পবিত্রতাই রাজাজমিদারের মালিন্যটুকু কাটিয়ে তুলতে পার্বে। তোমার এই স্বাধীনতার নামে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা কিন্তু অধীনতার শৃঙ্খল আরও দৃঢ় করে দিবে।"

"আপনার চিন্তাহীন কার্য্যের এবং ইতরসাধারণের প্রকৃতি-

গত বিশেষত্বের অনেকটা বোধ হয়, এই মহেশপুরের লুট থেকেই আপনি অনুমান কর্ত্তে পেরেছেন জীবনবাবু?" কিরণ থামিতে ভবতারণ এই কথা বলিয়া জগদম্বার মুখের দিকে দৃষ্টি করিল। পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"আপনি কিছু তাদের চুরি ডাকাতি কর্ত্তে বলে দেননি। তারা এতই মূর্খ, এতই হীন যে, আপনার ঐ অতটুকু কথা থেকে আস্কারা পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যই তাদের এ মূর্খতার জন্য, হীনতার জন্য তারা দায়ী নয়, দায়ী দেশ, কিন্তু আপনি বা অন্য কোন নেতা ত সে দিকে দৃষ্টিমাত্র দিচ্ছেন না, বরং তাদের সেই অজ্ঞানাগ্নিতে ইন্ধন জুগিয়ে আপনারা সমস্ত দেশকে ভস্মীভূত কর্ব্বার চেষ্টা কর্চ্ছেন। আপনি তাদের বলেছেন, জমিদার কোন্ হিসেবে তোদের শোষণ কর্চ্ছে, এতে তাদের অধিকার কি? জমিদারের ঘরে টাকা ধরে না, তোরা সব শরীরের রক্ত জল ক'রে তাদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ কর্চ্ছিস্, তোদের ঘরের রিক্ত পাত্র চিরকাল সমান ভাবে নৈরাশ্য বহন কর্চ্ছে! ওদের ঐ পূর্ণ ভাণ্ডার রিক্ত করে তোদের রিক্ত ভাণ্ডার পূর্ণ কর্ত্তে হবে। রাজাজমিদারের প্রতাপ খর্ব্ব করে যাতে তারা ঠিক তোদের সমান হয়ে দাঁড়ায়, তাই কর্ত্তে হবে। এই ত আপনার উপদেশ না জীবনবাবু?"

"যদি তাই হয়?"

"হলে তার ফলও ঠিক এইরূপ হবে। অশিক্ষিত অল্পবুদ্ধি

লোক হাতে আকাশ পাবার আশায় হিংসায় দ্বেষে স্থানাস্থান বিচার ভুলে এই ভাবে সর্ব্বনাশ কর্বে। আর তার সঙ্গে দেশের মধ্যে যারা অতিবড় পাষণ্ড, যারা এরূপ অত্যাচার বৃদ্ধির জন্য দিনরাত লালায়িত, তারা যোগ দিয়ে নিজেদের উদর পূরণ কর্বার চেষ্টা কর্বে। কিন্তু এ পথে না গিয়ে আপনি যদি ইতর জাতির সহায় হয়ে তাদের নৈতিক জীবনের উন্নতির জন্য চেষ্টা কর্ত্তেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজের পথ প্রসারিত করে দিতেন, এবং সহযোগিতা-বর্জ্জনের নামে দেশের শস্য বিদেশীর হস্তগত হতে না পারে, তার বিধান কর্ত্তে চাইতেন, তবেই তাতে ফল ভাল হ'ত।"

শুনিতে শুনিতে জগদম্বার নাক বাহিয়া একটি দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইল। তিনি—"এর ফলে তোমার মা বোনের জেলের পথ প্রশস্ত হয়েছে?" বলিয়া পুত্রের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য লজ্জায় মুখ নীচু করিলেন।

জীবন জিজ্ঞাসা করিল—"এসব কি তা হলে আমাদেরই দোষ?"

"নিশ্চয়?" বলিয়া ভবতারণ জোর দিয়া বলিল—"যতদিন আপনাদের মত অবাধ স্বাধীনতাপ্রয়াসী স্বরাজসমিতির চেলা গ্রামে গ্রামে বেড়ায় নি, ততদিন এরা ঠিক নিজের স্থানে ছিল, খেটে খেত, পরের ভালমন্দের মধ্যে বড় যেত না।"

জীবনের মন ভাল ছিল না, সে সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া

রুক্ষকণ্ঠে কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনাদের মত বুড়োক্রেশীর দলের হাতে থেকে আত্মহত্যা করার চেয়ে এও ভাল।"

"হয় ত সেও ভাল না, তা বলে একেও ভাল বল্‌তে পারিনা জীবনদা, তাতে আত্মহত্যা হলেও পরের গলায় ছুরি বসাত না। এখন যে দুইই হচ্ছে?" বলিয়া কিরণ থামিতে জগদম্বা বলিতে লাগিলেন—"জীবন, এখনও বিবেচনা করে কাজ কর্ত্তে শেখ, ভবতারণের কথার অর্থটাও হয় ত তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পার নি। কথা এই যে, তোমাদের মত পিতৃমাতৃদ্রোহী সমাজ-দ্রোহী দেশভক্ত যখন এদেশে ছিল না, তখন বরং দেশ অপেক্ষা-কৃত ভাল ছিল। তারা পরকেও তাড়াতে যায়নি, ঘর থেকে মাবাপকেও ঘাড় ধরে বার করেনি।" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তিনি অপেক্ষাকৃত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"যাও জীবন, এখান থেকে সরে যাও, দাঁড়িয়ে আর বৃথা তর্ক ক'র না। যাও যারা ব্রাহ্মণশূদ্র হিন্দুমুসলমান জাতিভেদ ভুলে শিক্ষার দ্বারে কুঠারাঘাত করে দেশের ও দশের মাথা চিবুবার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা পদদলিত কর্বার জন্যে উচ্চ আদর্শের নামে বিদেশী চাচিনিবিস্কুট ও সিগেরেটে রসনা তৃপ্ত কর্চ্ছে, করাচ্ছে, তাদের কাছে গিয়ে দেশের সেবা শিক্ষা কর। ছিঃ ছিঃ, তোমার লজ্জা করে না,আমার সন্তান হয়ে তুমি সেই 'ধন্না'র দলে মিসে কলেজের দরজায় পড়ে স্বচ্ছন্দে সর্ব্বজাতির মধ্যে পড়ে থেকে সন্দেশগুলো খেয়েছ, আর যে তোমাদের খাইয়েছে,

গুরু বলে তার পায়ের ধূল মাথায় তুলে নিয়েছ! যাতে ভাল-মন্দ বিচারশক্তি জন্মাবে, মানুষের মত কাজ কর্ত্তে পার্বে, সেই শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এসে রাষ্ট্রশক্তির সংস্থান কচ্ছ! যাও জীবন, আর দাঁড়িয়ে থেক না, তোমায় দেখ্‌লে আমার আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। সতীত্বহীনা রমণীর সদ্দৃষ্টান্তের মত, মমতাশূন্যা মাতার আশ্রয়ের মত, জাতি মেরে, ধর্ম্ম নাশ করে, নিয়ম অমান্য করে অনিয়মের গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে যারা সাধারণের দ্বারা দেশের বক্ষের রক্ত শুষে খেতে চাচ্ছে, তাদের,--সেই রক্ষার নামে সংহার-কারীদের পায়ের গোড়ায় গিয়ে গড়িয়ে পড়, আর কৃতিত্ব ঘোষণা করে বলে এস "আজ তোমাদেরই সদুপদেশে আমি আমার মাকে অনায়াসে গারদের মুখে ঠেলে দিয়ে এসেছি।" বলিতে বলিতে জগদম্বা পুত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

২৮

সান্ধ্য আলোক নিবিয়া গেল। নীল আকাশের কোলে এক একটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিতেছে। সরোজের কোলে মাথা রাখিয়া প্রীতি নিদাঘের সুখসেব্য মন্দসঞ্চারী সমীরণ উপভোগ করিতেছিল। ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসে তাহার বক্ষঃপঞ্জর যেন বিদীর্ণ হইয়া আসিতেছে। সরোজ ডাকিল—"দিদি ?"

"কি বোন ?" বলিয়া প্রীতি উঠিয়া বসিল। তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে ধাবিত হইল। অনন্ত বিস্তৃত নীল নভোদেশের অনাবিল সুষমা তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যে তন্ময় করিয়া রাখিল। সরোজ বলিল—"কদিনের এ সংসার দিদি, কেউ দুদিন, কেউ দুবছর পরে যখন চোখ বুজ্‌ব, তখন আর কারুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না।"

"জেনে শুনেও ত প্রাণ তা বোঝে না বোন, সে যেন অতি বলে ধাওয়া করে তার অভীষ্ট স্থানে চল্‌ছে !"

"না বুঝেই ত মরেছি, কিন্তু কেন এ ছুটাছুটি ?"

কেন তাহা প্রীতি জানিত না, হয় ত পৃথিবীর অনেকেই জানে না। হায়! মানুষের মন যে উদ্বেল বৃত্তিগুলির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া উঠিতে পারে না! শত সহস্র চেষ্টাকে

অতিক্রম করিয়া সংযমরজ্জুর দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রাণ যে ধাওয়া করিয়া চলিয়াছে। দুষ্ট ব্রণের মত উদ্দাম পিপাসা যে লালসায় পর্য্যবসিত হইয়া প্রীতির পবিত্র অন্তঃকরণে অকারণ দাগ বসাইতেছে। প্রীতি পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া সরোজ যেন তাহার মনের মধ্যে আঘাত করিবার জন্যেই বলিল—"আমি পতিতা দিদি, আমার মুখে যা ভাল শোনাবে না, শুধু তোমার মঙ্গলের জন্যে আমার আজ তাও বল্‌তে হচ্ছে। আমি ঠেকে শিখেছি, তাতেই তোমাকে অনুরোধ কর্চ্ছি, আগুন দেখে ঝাপিয়ে পড়না, তাতে পুরে মরা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। দেখ্‌তে যা লোভনীয়, রমণীর পক্ষে তাই অতি ভয়ঙ্কর। তোমার পবিত্র অন্তরে যেন পাপের কালিমা না প্রবেশ করে দিদি?"

"কিন্তু?"

"কিন্তু কি দিদি। তুমি কার কথা ভাব্‌ছ?" বলিয়া সরোজ দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, জগদম্বা আসিতেছেন। সরোজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রীতি জগদম্বার ভীতিহীন ভাবনাবিরহিত মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বল সঞ্চয় করিল। জগদম্বা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"প্রীতি মা, বড় শুভ সংবাদ, কাল পণ্ডিতমশায় ফিরে আস্‌ছেন?"

প্রীতি পরম পরিতুষ্টার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। জগদম্বা বলিলেন—"কর্ম্মবীর ফিরে আস্‌ছেন, এবার তোমাদের প্রকৃত

কাজের সময় উপস্থিত। হয় ত সময় মত তোমরা আমাকে পাবে না, কিন্তু আমার এত সাধনার বস্তুগুলি যেন নষ্ট না হয়। আমার এই বয়নবিদ্যালয়, এই কৃষিশালা, এগুলি সমগ্র ভারতের নিকট যাতে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে, পণ্ডিতমশায়ের সহায়তায় তোমাদের তা কর্ত্তে হবে।"

প্রীতি উত্তর করিতে পারিল না, সরোজ বলিল—"তোমাকে পাব না, কেন মা ?"

"কেন কি জানি ?"

প্রীতির শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে বলিল—"পাব না, তা হয় না মা, আমরা জানি ঠিক পাব, তোমায় হারিয়ে যখন দেশ বাচ্‌বে না, তখন ভগবান্ তোমায় অবশ্য রক্ষা কর্‌বেন।"

"করেন ভাল, যদি বিপরীত ঘটে, তবু যেন আমার এই এত সাধের জিনিষগুলো মারা না যায়। প্রত্যক্ষে ত দেখ্‌তে পাচ্ছ, কত অনাথঅনাথা, বৃদ্ধবৃদ্ধা, এ থেকে খেয়ে বাচ্‌ছে। তা ছাড়া, আশে পাশের কটা গ্রাম, দুবছর একখানা বিলাতী কাপড় কেনেনি, এতে দেশের কত টাকা দেশে রয়েছে।"

"তা ত রয়েছে—" বলিয়া সরোজ লজ্জায় মুখ নীচু করিল।

জগদম্বা সাগ্রহে বলিলেন—"বল না মা, কি বল্‌ছিলে, বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলে কেন ?"

প্রীতি বলিল—"সরোজ বল্‌ছিল, কাপড়ের যখন এত প্রয়োজন, তাতে যখন দেশের এত উপকার, তখন চরকার কাজে বেশী করে লোক লাগিয়ে দিলে হয় না। আন্দোলনের নেতারাও না কি এ কথাই বল্‌ছেন।"

"আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না মা! চরকায় সূত কেটে যখন আহারআচ্ছাদনের সঙ্কুলন হয় না, তখন ওতে কোন সমর্থ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত কি না? উপোষ করে দেশের কাজ করা, কথাটা বল্‌তে যত সোজা, কাজে ঠিক তেমনি কঠিন। তারি জন্য আমি ওতে সমর্থ মানুষ মোটে নেইনি। যারা নিতান্তই অন্য কোন কাজ কর্ত্তে পারে না—"

"কিন্তু দুজন দশজনে কতটুকু কর্ব্বে?"

"কর্ব্বার কর্ত্তা কি আমি মা, তবে এতটুকু বুঝ্‌ছি যে, এতেও কম উপকার হয়নি। আমার এ-কারখানার কাপড়ে আশেপাশের দশবারটা গ্রামের কাজ চল্‌ছে। অনাথ অনাথারা এ করে খেয়ে বাঁচ্‌ছে। প্রয়োজন আমাদের অনেক বেশী, তার মত জিনিষ তৈরি কর্ত্তে হলে কল-কারখানা কর্ত্তে হয়। আমি স্ত্রীলোক, কতটুকু পারি, তবু চেষ্টার ত্রুটি কর্চ্ছি না, ফলাফল ভগবানের হাত।"

"আগেত্ত কালে ত হাতের সূতই এদেশের কাপড়ের কাজ চালিয়েছে।"

"সে কাল কি আর আছে মা?" বলিয়া জগদম্বা পূর্ব্বের

সুখসমৃদ্ধি ও বিলাসহীনতার কথা স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"তখন সাত হাত কাপড় পরেই লোক সন্তুষ্ট হ'ত। দুতিনখানা কাপড়ে এক এক জনের গোটা বছর কেটে যেত, এখন তার অনুপাতে লাগে কত বেশী।"

"আবার কি সে রকম হতে পারে না?"

"মনে ত হয় না, কালের স্রোত আহারআচ্ছাদনের যে রীতিনীতি এদেশে এনে ফেলেছে, ভোগে সুখে সেটাই মানুষের স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের নামে সবাই সে সুখের জিনিষগুলোর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ কর্ব্বে, এত ভরসা আমার হয় না। তা ছাড়া আগের কালে সাত হাত কাপড় পরেও মানুষের লজ্জা হ'ত না, অপমান ছিল না, কিন্তু এখন—"

"সবাই যদি পরে, তবে এখনও ত লজ্জা বা অপমানের কথা থাকে না।"

"তা থাকে না, বলেছি ত, বিলাসের মধ্যে এমন একটা আপাত সুখ ও শান্তির স্বাদ আছে, যার আশা মানুষ সহজে কেন প্রাণপণ করেও ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। তার ও'পর সাত হাতের জায়গায় দশহাত, - দুখানার জায়গায় দশখানা কাপড় পল্লে কোন পাপ হবে, এমন সাক্ষ্য শাস্ত্র দিবে না। একমাত্র দেশ, তার নামে এত কোটি লোক এত বড় ত্যাগ স্বীকার কর্ব্বে, এও কি আশা কর্ত্তে পারি! ভেবে দেখ মা, তোমায় আমায়ই যদি কেউ বলে, সাত হাত কাপড় পরে তোমরা কোন বাড়ী থেকে ঘুরে

এস, তা কি পারি মা? পারি না, কেন না, কালের স্রোতে ব্যবহারের পার্থক্যে পা অবশ হয়ে আসে। আমরা পৃথিবীর বাইরে, বিধবা, নিন্দাচর্চ্চার অতীত, আমরাও যখন পারি না, তখন আর কেউ পার্বে, এ আশা কি করে করি? যারা দিনান্তে একবেলা খায়, তাদের এ অনুরোধ কল্লে তারাও স্বীকার হবে না। যাদের নেই, তারাও লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে গিয়ে অনাহারে একাহারে থেকেও অন্ততঃ দশ হাত কাপড়খানা পর্‌বে, যাদের আছে, তাদের সম্বন্ধে কোন কথাই হতে পারে না। না মা, আমার ত মনে হয়, এ আশা করা আর আকাশকুসুম নিয়ে খেলা করা এক কথা?" বলিয়া তিনি একবার থামিয়া যেন চিন্তা করিয়া বলিলেন—"কাজেরও ত অভাব নেই যে, একই কাজে সবাইকে লাগিয়ে দিলে হবে। সূত কাটা যেমন দরকার, তুলর চাষের তা থেকে কম নয়, শস্য জন্মান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। যাতে কৃষির উন্নতি হয়, মাটির উর্ব্বরতা বাড়ে, তার জন্য শত সহস্র লোকের প্রয়োজন।"

"শিক্ষিতসম্প্রদায়, স্কুলকলেজের ছেলেরা না কি কৃষিকাজে যোগ দিয়েছে। কলকারখানা যত দিন না হয়, তত দিন অশিক্ষিত যত লোক সংগ্রহ করা যায়, তাদের দিয়ে সূত কাটিয়ে দেখ্‌লে হয় না?"

"শিক্ষিতসম্প্রদায় কর্চ্ছেও সব, কর্ব্বেও সব। তারা শুধু কৃষি কেন, সূতর জন্যেই কি কম মেহনত কর্চ্ছে, তুমি একবার অনুসন্ধান করে দেখ প্রীতি, দেখ্‌বে, হয় ত এর মধ্যেই অনেকের ঘরের

চরকায় ছেলে মেয়ের হুদ গরম হচ্ছে, কেউ বা দয়া করে এখনও সেটা ঠিক রেখেছেন, কেউ বা অপব্যয়ের ভয়ে চারটাকায় কিনে অন্ততঃ তিনটাকায় বেচ্‌বার চেষ্টা কচ্ছে‌র্ন। পাগল হয়েছ মা, ওরা কর্বে এসব কাজ। হুজুগে মেতে বড় জোর দুদশজন আরম্ভ কল্লেও তিন দিন তাতে স্থির হয়ে থাকতে পার্বে না। এম, এ, বি, এ, পাশ ক'রে চাষ কর্বে, মাটি ভাঙ্‌বে, এও কি সম্ভব! যারা একদিন রোদ বা বৃষ্টি গায়ে লাগ্‌লে সাতদিন শুয়ে থাক্‌বে, তাদের এ কাজ নয়। মুখে বল্‌তে সোজা, আমরা সব কর্ব, মেথরমুদ্দফরাসের কাজ পর্য্যন্ত, কিন্তু তা কি হয়! অতি বড় একটা ভ্রান্তির বাতাস এদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সবাই যদি তাতে ভুলে থাকি ত চল্‌বে কেন? শ্রেণীভেদ, কার্য্যভেদ জগতের নিয়ম, এ নিয়ম লঙ্ঘন করে বিধাতার ও'পর হাত তুল্‌তে গিয়ে সফলকাম হ'ব, এত আশা আমি করি না। ছোটবড়, ইতরভদ্র, শিক্ষিতঅশিক্ষিত ভগবানের বিধান, আমাদের তাই মাথা পেতে নিতে হবে। যারা চিরকাল যে কাজ করে এসেছে, ঠিক তাদের দিয়েই সে সব কাজের উন্নতি কর্ত্তে হবে, যার যেটা প্রকৃত স্থান, যাতে যার অধিকার; সে যদি ঠিক তার স্থানে দাঁড়িয়ে কাজ করে, তবেই প্রকৃত কাজ হবে প্রীতি! নৈলে সাময়িক উত্তেজনার ফলে দুদিন দশদিনের জন্যে যা হবে, তাতে কোন আশা ভরসা থাক্‌বে না।" বলিয়া জগদম্বা নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপর জ্যোৎস্না ভাসিয়া উঠিল। নিদাঘের অপরিণত রজনী রমণীয় আকৃতি ধারণ করিয়া হাসিয়া বেড়াইতে-ছিল। পাশের বাড়ীর ঘড়ীতে ঢঙ্ ঢঙ্ করিয়া নয়টা বজিয়া গেল। কুসুম-রজোবাহী-পরিমল বাপীসলিলে স্নান করিয়া লীলাপরবশ বালকের মত মৃদু গতিতে আনাগোনা জুড়িয়া দিল। জগদম্বা ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া আবার বলিলেন—"তোমাদের ত অনেক-বার বলেছি, যা অস্বাভাবিক. তা নিয়ে চেষ্টা কর্ত্তে যাওয়া বৃথা। এমন একদিন ছিল. যখন বিলাসব্যসনশূন্য ভারতভূমি ধ্যানে, ধারণায়, ভঙ্গিতে, ভালবাসায়, ভাবসমারোহপরিপূর্ণ হইয়া এ নগণ্য নশ্বর বিভবনিচয়ের দিকে দৃক্‌পাতমাত্র কর্ত্ত না। "তে হি নো দিবসা গতাঃ" সেদিন চলে গেছে, যা অগ্রাহ্য ছিল, তাই গ্রহণীয় হয়েছে, যা অস্পৃশ্য ছিল, তাই স্পর্শের হয়েছে, অভক্ষ্য ভক্ষ্য হয়েছে, কাজেই জোরজুলুমে সহসা এ বাতাস রোধ করা সম্ভব হবে না। যেগুলি বাস্তবিক দোষের ও পাপের, প্রাণপণে চেষ্টা কল্লে হয় ত একদিন সেগুলির উচ্ছেদসাধন হতেও পারে, কিন্তু যেগুলির মধ্যে পাপের সংস্রব নেই, শুধু দেশের স্বার্থহানির আশঙ্কায় সেগুলোর মূলচ্ছেদ, আমার মনে হয়, একেবারেই অসম্ভব।" বলিয়া তিনি আবারও নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না, সহসা সারমেয়ের শব্দে জগদম্বা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন —"পণ্ডিতমশায়ের সহায়তায় আমি এদেশের কৃষকদের মধ্যে

কৃষির উন্নতির চেষ্টা জাগিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা অনেকদিন আগে করেছিলাম, কিন্তু মাণিক ও রাজেন্দ্রবাবুর দৌরাত্ম্যে কৃতকার্য্য হতে পারিনি।"

সরোজ ঢোক গিলিল, তাহার সাদা মুখ যেন পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে বিষাদখিন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"পণ্ডিতমশায় ফিরে এলে আবার কি সে চেষ্টা করা যায় না?"

"সুযোগ পাই ত নিশ্চেষ্ট থাক্‌ব না। কিন্তু তাতেই বড় সন্দেহ। তা ছাড়া মাণিক আর রাজেন্দ্রবাবু গ্রামে থাক্‌তে কাজ করা বড় শক্ত। বড় ভয় হয়, কি জানি, সময় মত না থাকি ত বাধা পেয়ে তোমরা আমার কথা ভুলে উদ্দেশ্য হারিয়ে না যাও।" বলিয়া তিনি অনন্যমনে চলিয়া গেলেন।

প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল—"সৎ কাজের নামে কেন ওদের এত মাথাব্যথা।"

সরোজ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল, কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল—"মন্দের কাজই মন্দ, ওরা ভাল জিনিব দুচোখে দেখ্‌তে পারে না।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে প্রীতি তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

২৯

"কি কল্লে মা, শেষটা ঘরের ছেলেকে তাড়িয়ে দিলে ?"

"কেমন করে বোঝাব, সে কত দুঃখের। মার প্রাণ একমাত্র পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়ে কতটা আহত হয়েছে, তা ত প্রকাশ করে বলতে পারি না ? মনে পড়ে আপনারই মোকদ্দমা উপলক্ষ্য করে আমি জীবনকে বলেছিলাম, 'তোমার বিপদে আমি যখন উদাসীন থাক্‌তে পার্ব না, তখন এতেও আমি উপেক্ষা দেখাতে পারি না।' সেই জীবনকে আমি মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছি। তাতেও তত দুঃখ হয় নি, পাপ করেছে, ফল ভোগও অবশ্য করা উচিত। কিন্তু দেশের এ দিনে আমি আমার শিক্ষিত ছেলেকে ঘরে স্থান দিতে পাল্লেম না, এর মত লজ্জার কথা আর কি হতে পারে!"

"একটু যদি ভাব্‌তে, একটু যদি অপেক্ষা কর্ত্তে ?"

"সম্ভব হয় নি, সময় ছিল না, সন্তান হয়ে নিঃসঙ্কোচে সে আমার মুখের ও'পর বল্লে, যেমন করে হ'ক প্রীতিকে আমি চাই, আমি তাকে বিয়ে কর্ব্ব। কি ঔদ্ধত্য, কত বড় পাপ! তাতেই আমিও মুহূর্ত্ত দেরি কর্ত্তে পারি নি, খেতে বসেছিল, ঠিক সেই অবস্থায় তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি!"

কিরণ নত মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মুখ তুলিয়া মন্দ স্বরে বলিল-- "এ সব পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফল!"

"শিক্ষার দোষ, এমন কথা ব'ল না কিরণ, পাশ্চাত্ত্য বল, প্রতীচ্য বল, কোন শিক্ষা কখনও বলে দেয় না যে, তোরা অমানুষ হ'।"

জগদম্বা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"অদৃষ্টের দোষ! বি, এ, এম, এ, পাশ করেও কত লোক বাপমাকে গুরুর অধিক ভক্তি কর্চ্ছে, সেবাযত্ন কর্চ্ছে, আত্মযশে পৃথিবী ব্যাপ্ত করে রেখেছে।"

জগন্নাথ পণ্ডিত বলিলেন—"দোষ স্বভাবের!"

"যে শিক্ষা স্বভাবের ও'পর আধিপত্য কর্‌তে পারে না, তাকে ভেঙ্গে গড়ে তুল্‌তে পারে না, সে শিক্ষায় লাভ?"

জগন্নাথ পণ্ডিত অল্প হাসিলেন, শান্ত স্বরে বলিলেন—"কোন্ শিক্ষা পেরেছে কিরণ, তোমার প্রতীচ্য শিক্ষার প্রধান নিদর্শন যারা, তাঁদের কথা ভেবে দেখ। যে দেশে যে শিক্ষার গুণে রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি সদ্দৃষ্টান্তে দেশ ভরে রেখেছিলেন, আবার সেই দেশেই সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কত কত ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, রাজা, মহারাজা কুকার্য্যের দুষ্ট দৃষ্টান্তের পসরা মাথায় করে বসেছিলেন। স্বভাবকে অতিক্রম করা বড় কঠিন। তা ছাড়া আমার ত মনে হয়, কতগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করাকে শিক্ষা বল্‌তে গেলেই এসব দোষ ঘটে। পাশ্চাত্ত্য

বল, প্রতীচ্য বল, যে ভাবে যেমন করে হ'ক, প্রকৃত শিক্ষা যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁরা হয় ত স্বভাবকেও নিয়ন্ত্রিত করে নিতে পারেন। কিন্তু সংস্কৃত পড়েই মানুষ হয়, ইংরাজী পড়ে অমানুষ হয়, এর কোন প্রমাণও নেই, যুক্তিও নেই! দেশের উপস্থিত অবস্থার আলোচনা কল্লে দেখ্‌তে পাবে, বরং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে তবু অনেকটা মনুষ্যত্ব দেখা যায়। এদের মধ্যেই দুদশজন দেশের দশের জন্যে ভাব্‌ছে, যা হ'ক কিছু কাজ কচ্ছে। কিন্তু তোমার প্রতীচ্য পণ্ডিতের দলের দিকে চেয়ে দেখ, তাঁরা কেমন সুখ নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন।"

কিরণ সোৎসুক দৃষ্টিতে জগন্নাথ পণ্ডিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্যে বলিল—"তবু ত ঐ শিক্ষার গুণে আজও দুদশজন মানুষের মত মানুষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়?"

"মিথ্যা কথা, এ ভাবুকতার কাজ নয়, পক্ষাশ্রয়ের কথা নয়, তুমি শতসহস্র পণ্ডিতের মধ্যে প্রকৃত একটি মানুষও কি খুঁজে বার কর্ত্তে পার। প্রতীচ্য বিদ্যার দোষ দিচ্ছি না, বলেছি ত স্বভাবের একটা দুরতিক্রমণীয় শক্তি আছে। তা ছাড়া এ দিনে শিখ্‌বার জন্যে—মানুষ হবার উদ্দেশ্যে কেউ কোন শাস্ত্র পাঠ করে না!"

কিরণ উন্নত মস্তক অবনত করিল। জগন্নাথ পণ্ডিত বলিলেন—"আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, অত্যাচারী বল, পাপী বল,

প্রাচীন শিক্ষার নাম করে যাঁরা বক্ষঃ স্ফীত কচ্ছেন, তাঁদের দলে অনেক বেশী। তবু তুমি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে, দুট সত্য কথা পাবে, সহানুভূতি পাবে, ওদের কাছে যে সে আশাও নেই। ওদের শুধু প্রতারণা, শিক্ষার নামে শুধু অর্থ-উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করে নেওয়ার চেষ্টা। মানুষ হবার বাসনা, ভারতে আজকাল আর বড় কারুর দেখা যায় না। তাতেই এদেশ দিন দিন অধঃপতিত হচ্ছে। যাঁরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, প্রতীচ্য শিক্ষা যাঁদের গৌরবের স্থল, তাঁদের সন্ধ্যা আহ্নিক দৈবপৈত্র কার্য্যে আচার অনুষ্ঠানে যেমন আস্থা নেই, তেমনই দেশের ও দশের প্রতি সহানুভূতি নেই। বরং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নাম করে যাঁরা দুদশ পাতাও পড়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে এক আধটু আশা করা যায়।"

জগদম্বা এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"দোষ কারুর নয় কিরণ, দোষ অদৃষ্টের। নৈলে জীবন এমন হবে, এ যে স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নি। জীবন আমার বিধবাজীবনের অবলম্বন, প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান। আমরা এত বড় বিপদের মুখে পড়ে রয়েছি, এমন অবস্থায় তার এ আচরণ, না কিরণ আমি কাউকেও দোষ দিতে পারি না! তুমিও যে শিক্ষা লাভ করেছ, জীবনও সেই শিক্ষা লাভ করেছে, তবে এ পার্থক্য কেন? আমারও ঠিক ঐ কথাই মনে হচ্ছে, যারা প্রকৃত শিক্ষার জন্যে

লেখাপড়া করে, তারা প্রাচ্য, প্রতীচ্য কোন বিদ্যার দোষেই অমানুষ হতে পারে না।"

প্রভাতের অপরিণত রবি শান্তাতপ বিতরণ করিয়া ঘাটে মাঠে গাছে পাতায় সোণালি রঙ্গ মাখাইয়া দিতেছিল। প্রসাধিতা প্রকৃতি যেন সরলা বালিকার মত সরস হাসি হাসিতেছে। ভবতারণ এ নবীন সুষমা সম্ভোগ করিতে করিতে শস্য-শ্যামলা ভারতের ভাবী উন্নতির কামনায় সহর্ষচিত্তে চলিতে চলিতে মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইতে পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রস্তুত হয়ে এসেছ ভবতারণ ?"

"হ্যা বাবা ?"

"যাও, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সফলকাম হবে। জীবনকে খুজে বার করে, তাকে আমার আদেশ ও অনুরোধ দুই জানাবে। যেমন করে হ'ক তুমি তাকে সঙ্গী কর্বে। সে যাতে নিজের বুদ্ধি সংশোধন করে প্রকৃত কাজের পথে চল্‌তে পারে, সর্ব্বাগ্রে সে ব্যবস্থা তোমায় কর্ত্তে হবে। তাকে বল্‌বে, কাজের সময় এসেছে, অথচ লোকের বড় অভাব, এমন সময় মতিচ্ছন্নের মত ঘুরে বেড়ালে চল্‌বে না। দেশ ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ছে। এখন যেন আমরা নিজেদের দোষে সুযোগ হারিয়ে বসি না !"

ভবতারণ পিতার পদে নমস্কার করিয়া জগদম্বার পায়ের গোড়ায় গিয়া দাঁড়াইতে জগদম্বা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা যাচ্ছ ভবতারণ ?"

পণ্ডিত উত্তর করিলেন-"কোথা যাচ্ছে, তা ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে আপাততঃ চাটগায়ে, কুলীশ্রেণীর প্রতি যে অত্যাচার হয়েছে—"

"তার প্রতিবিধান কর্ত্তে ?"

"প্রতিবিধান নয়, রক্ষা কর্ত্তে। প্রতিবিধান কর্‌বার শক্তি আমাদের নেই, আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করে হয় ত তাদের বাচ্‌বার সহায়তা কর্ত্তে পারি। যেমন করে হ'ক, তাদের বাচাতে হবে, কাজ দিতে হবে। জান মা, মহাত্মা গান্ধি কি বলেছিলেন—'আমি ধনী চাই না, শিক্ষিত চাই না, শুধু শ্রমজীবী নিয়ে অশিক্ষিত নিয়ে দেশ উদ্ধার কর্ব্ব!' দেশ উদ্ধার হবে না হবে, তা জানি না, কিন্তু বড় সুলক্ষণ যে, এত অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর একপ্রান্তস্থিত আসামের কুলিশ্রেণীর কাণেও মায়ের ডাক প্রবেশ করেছে। হয় ত এই জাগরণ আমাদের উদ্দেশ্যের অনেকটা অনুকূলতা কর্ব্বে, কেন না, এরা ঠিক এদেশের শ্রমজীবীদের মত অত্যাচারী নয়, বরং নিরন্তর অত্যাচারপীড়িত হয়ে ফিরে আস্‌ছে। এদেশের শ্রমজীবীরা মিলিত হচ্ছে, তাদের স্বার্থের জন্য। তারা চায়, সবাইকে অগ্রাহ্য কর্ত্তে। অনেক স্থানে তারা দেশবাসীর মাথার ওপর গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা না করে, তাও নয়। দেশে যত ধর্ম্মঘট হচ্ছে, তাতে দেশের বা দশের কোন উপকার ত হয়ই নি, অধিকাংশ স্থানে বরং অযোগ্য স্পর্দ্ধায় সর্ব্বনাশের পথই পরিষ্কার হচ্ছে। ছোটবড়র মধ্যে

যে পার্থক্য ছিল, বশ্যতা ছিল, তা চলে যাচ্ছে। এখন আর কেউ কাকেও মান্‌বে না, কারুর কথা শুন্‌বে না। অশিক্ষিত অল্পবুদ্ধি লোক, যখন যা বল্‌ছে, তাই হাতে পেয়ে তারা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এখন যা ইচ্ছে, তাই কর্ত্তে পারে। কিন্তু আসামের কুলীশ্রেণী তা চায় না। এরা শুধু ভাতের কাঙ্গাল। এখন আমাদের প্রথম প্রয়োজন, ওদের ঠিক রাখা। ওরা যদি আশ্রয় না পায়, অন্ন না পায়, চালক না পায়, হয় ত বিপথে যাবে; দেশের সর্ব্বনাশ কর্ব্বে। কিন্তু পথ দেখিয়ে দিতে পাল্লে, এদের ক্ষুধিত উদরে অন্ন দিতে পাল্লে, এদের নৈতিক জীবন গঠন কর্ত্তে পাল্লে, এরা একদিন দেশের প্রধান সহায় হবে। যাও ভবতারণ, দেশমাতার সেবার জন্য আপন ভুলে মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মায়ের কাজ কর। পদে পদে বিবেচনা করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা কর্বে। দেখ যদি এ পথে অগ্রসর হ'তে পার, তবে নিশ্চয়ই তোমার আমার আশাসফলতার পথ সুগম হ'বে।"

ধীরে ধীরে ভবতারণ বাহির হইয়া গেল। পণ্ডিত অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"ভগবান্ করুন, জীবনের বুদ্ধি স্থির হ'ক, সে মিলেমিশে কাজ করুক।"

৩০

"মাণিক ?"

"আপনি, আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক, কাল তিন তিনবার গিয়ে আপনার দেখা পাইনি, দয়া ক'রে পায়ের ধূল দিয়ে কৃতার্থ করেছেন !"

শঠের ভঙ্গী দেখিয়া জগন্নাথ পণ্ডিত মনে মনে হাসিলেন। মাণিক একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া বলিল—"বসুন, দেশের পরম সৌভাগ্য যে, আপনি সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন !"

পণ্ডিত বসিলেন, শান্ত স্বরে বলিলেন—"দেশে তুমি প্রতিষ্ঠিত, তোমার শক্তি, তোমার গতি অব্যাহত। তথাপি আমার মনে হয় তুমি বালক। তাতেই তোমাকে কটা কথা বল্‌ব বলে এসেছি।"

"আপনার অনুগ্রহ !"

"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেমন আত্মগোপন কর্ত্তে পারে না, তেমনই মানুষ বহিরাবরণে ভিতর ঢেকে রাখ্‌তে পারে না। একদিন না একদিন তাকে ধরা পড়্‌তে হয়।"

ধরা পড়িবার কথায় মাণিকের বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। কিরণ যে পণ্ডিতকে সমস্ত বলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র রহিল

না। সে চুলের মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে করিতে কহিল—"তা'র মানে!"

"মানে তুমি এত কাল যেমন নিজেকে ঢাকা দিয়ে বেড়িয়েছ, এখন আর তা ঠিক পেরে উঠ্‌ছনা!"

"আপনার উদ্দেশ্য কি?"

"উদ্দেশ্য ভাল, তাতে সন্দেহ নেই, নৈলে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না। সব জেনে শুনেও শুধু সদুদ্দেশ্যেই ছুটে এসেছি।"

"এসেছেন, সে আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আপনার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!"

"বুঝ্‌তে সব পেরেছ, না ক'ল্লে ভুলব, এখন আর আমাদের সেদিন নাই। তোমার চক্রান্তে এতদিন জেল খেটে এলাম। গ্রামের শত শত লোক সাজা পেয়েছে। প্রীতির জাতি মার্বার জন্যেও তুমি চেষ্টার ত্রুটি করনি। এতটা যখন জান্‌তে পেরেছি, তখন আর হঠাৎ তুমি না কল্লেই বিশ্বাস কর্ব কি করে?"

মাণিক যেন ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। সে অস্বাভাবিক স্বরে বলিল—"ভাগ্যি আপনার মুখ থেকে এসব কথা বেড়িয়েছে, নৈলে—"

"অন্য কেউ হলে তাকে আস্ত কোতল কর্ত্তে, তা তোমরা পার, কিন্তু আমায় সহজে পার্বে না, এ যখন বুঝ্‌তে পেরেছ, তখন আমার একটা অনুরোধ রাখ, মানুষ হ'তে চেষ্টা কর!"

মাণিক কর্কশ কণ্ঠেই বলিল—"মর্য্যাদা রাখ্‌তে না জানিলে থাকে না, এ হয় ত আপনাকে বলে বোঝাবার প্রয়োজন হবে না।"

"তার জন্যে তত চিন্তিত হ'লে হয় ত এখানে আস্‌তাম না, ঘরে বসেই প্রতিবিধানের চেষ্টা কর্‌তাম। তোমার কোন ক্ষতি কর' সে উদ্দেশ্য আমার নেই। দুট হিত কথাই বল্‌তে এসেছি। আমার অনুরোধ, তুমি তোমার স্বভাব পরিত্যাগ কর। দেশের বড় দুর্দ্দিন, এ ভীষণ দিনে তোমার মত প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতাপন্ন, বুদ্ধিমান্ লোকের সহায়তা পেলে দেশের অনেক কাজ হ'ত পারে। তা ছাড়া তোমার পাপেরও একটা প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

"আমিও আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি, আপনি একটু চিন্তা করে কথা কইবেন!"

"অন্য চিন্তার আগে আমি তোমায় মানুষ দেখ্‌তে চাই। আর তারি জন্যে না ভেবে সব জেনে শুনে দেশের জন্যে দশের জন্যে তোমার সহায়তা চাচ্ছি।"

"সব জেনে শুনে আমার নিকট না আসাই ভাল ছিল আমি চোর, জুচ্চোর, শঠ, বঞ্চক, তবে আর আমার সহায়তারই মূল্য কি?"

"মূল্য হতে কতক্ষণ! তা ছাড়া প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন, তোমাকে রক্ষা করা—"

মাণিক নাসিকা কুঞ্চিত করিল। পণ্ডিতের অসমাপ্ত

কথাটায় বাধা দিয়া বলিল —"মাণিক কারুর অনুগ্রহপ্রার্থী নয়। কিন্তু কি সাহস আপনার, গ্রামে থেকে আমার মুখের ও'পর এতগুলো মিথ্যা কথা বলে ফেল্লেন ?"

"মিথ্যা কথা ?"

"নিশ্চয়, যান আপনি, আমি আর আপনার একটা কথাও শুনতে চাই না ?"

"তাতে তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু শুনলে ছিল ভাল !"

মাণিক ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। এতকালের নাম, যশ, প্রভুত্ব প্রভৃতি যাহার জন্য সে খোয়াইতে বসিয়াছে, সেই পণ্ডিতের গলাটা টিপিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে তাহার হস্তদ্বয় প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছিল; অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"এতকাল যদি আমি আমার ভালমন্দের চিন্তা কর্ত্তে পেরে থাকি, তবে এখনও তার জন্যে আর কাউকে কষ্ট পেতে হবে না !"

"ও বড়াই কিচ্ছু নয় মাণিক, এখনও বোঝ, আমার কথা শোন। এত দিন মরনি, তাতে এ প্রমাণ হয় না যে, ভবিষ্যতেও মর্বে না। তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ, এবার সাবধান হও।"

"কেন কোন্ শালার ধার ধারি ?" বলিয়া মাণিক দ্রুত গতিতে চলিতে চলিতে বলিল—"আর কোন উপদেশ শুনবার ইচ্ছা আমার নেই !"

"মূর্খের নিকট সদুপদেশ কাজের হয় না, কিন্তু যাবার সময়ও

তোমায় বলে যাচ্ছি, জেনে শুনে এত পাপ কেউ সইবে না। তুমি সাবধান হও।" বলিয়া জগন্নাথ পণ্ডিত ধীরপাদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

মাণিক অতিষ্ঠ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"শালার এতবড় সাহস, আমার মুখের ওপর যা নয়, তাই বলে গেল ?"

"জুত মেরে দাতগুলো খুলে ফেল্‌তে পাল্লে না ?"

মাণিক দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—"আর সে দিন নেই, মাণিক ধরা পড়ে গেছে !"

"বড় বয়েই গেছে।" বলিয়া রাজেন্দ্রবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া পরামর্শ চলিল। একে দুয়ে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে মাণিক কাতর কণ্ঠে বলিল—"বন্ধুগণ, তোমাদের অকর্ম্মণ্যতায় মাণিক এবার যেতে বসেছে। তার আশা, ভরসা সব ভেসে যাচ্ছে। চিরশত্রু জগদম্বা, জগন্নাথ পণ্ডিত তাকে দেখে চোখ রাঙ্গাচ্ছে। হায় হায়, এ থেকে যে মাণিকের মরাও ভাল ছিল।"

চার দিক্ হইতে সমবেদনার অস্ফুট ধ্বনি উত্থিত হইল। মাণিক বলিল—"হয় ত তোমরা আমার প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হয়ে থাক্‌বে। আমি নতজানু হয়ে তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্চ্ছি, আমাকে আর বঞ্চনা করনা, অপমান কর না, লোকসমাজে অনাদৃত ক'র না।"

রাজেন্দ্রবাবু মাণিকের হাত ধরিলেন,—"পাগল হলে ভায়া ?" বলিয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

মাণিক যেমন ছিল, তেমনই বসিয়া থাকিয়া বলিল—"বৃথা আমায় আশ্বাসিত কচ্ছেন। বিপৎ চার দিকে, সময় নিতান্ত মন্দ। নৈলে এত করে আটকিয়ে একদিন রাখতে পাল্লাম না। বরং আমাদের সব ষড়যন্ত্রই বেড়িয়ে পল্ল. মানুষের কাছে আমরা ধরা পড়ে গেলাম। ভবতারণ, জগদম্বা প্রভৃতি হাসিমুখে মুক্তি পেয়ে ফিরে এল !"

"একবার এসেছে ত কি হয়েছে ? ও এমন হয়।"

মাণিক উঠিয়া দাঁড়াইল। গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"বার বার, এবার ; হয় মাণিকের উত্থান, নয় পতন,—মৃত্যু। এর প্রতিবিধান না কর্ত্তে পাল্লে মাণিক বাচবে না।"

৩১

"মা!"

প্রীতি চমকিয়া উঠিল। জগন্নাথ পণ্ডিত মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কি ভাব্ছ?"

সকল ভাবনার বিষয় মানুষ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, প্রীতিও পারিল না। জগন্নাথ পণ্ডিত বলিলেন—"তোমায় ত অনেকবার বলেছি, অবান্তর চিন্তা ক'র না। সাদা মনে কালি মাখিও না।"

বলায় আর করায় কত পার্থক্য, তাহা প্রীতি প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছিল। সমস্ত বুঝিয়াও ত সে মনকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছে না। দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহার দ্বিধাবিভক্ত মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িতেছে, তথাপি ত সে এ যুদ্ধের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না। কি জানি পুনঃ পুনঃ আহত অভিভূত হইয়াও তাহার হৃদয় কোন্ আশায় এ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে চাহে না। বংশক্ষয়ে ভীত ব্যস্ত দুর্য্যোধনের যুদ্ধস্পৃহার ন্যায় প্রীতির এ স্পৃহাও যেন বুকের ভিতর কিসের একটা আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে অনেকক্ষণ পরে নিজের মনেই বলিয়া উঠিল—"চিন্তা যে জোর করে জড়িয়ে ধরে, ইচ্ছা কল্লেই তা থেকে মুক্ত হব, এত শক্তি আমার কোথায়?"

অস্ফুট স্বর পণ্ডিতের কাণ এড়াইল না। তিনি শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"এমন আশ্রয়ে থেকেও তুমি চিত্ত স্থির কর্ত্তে পারনি, এ বড় দুঃখের কথা!"

দুঃখের কথা, তাহা প্রীতিও জানিত, তথাপি কিন্তু দুঃখের মধ্যে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষার সরস আস্বাদটুকু রহিয়াছে, তাহার লোভ হইতে সে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছিল না। প্রীতি অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আমি বড় পাপী, আমার মন অপবিত্র—"

"তোমার পাপ থাক্‌লে পবিত্র কে মা! না না, অমন কথা তুমি মুখেও এন না। পাপে সুখ নেই, এ কি দেখেও শিখ্‌তে পার না।"

জগন্নাথ পণ্ডিতের ইঙ্গিতে প্রীতির মনে সরোজের কথা জাগিয়া উঠিল। কয়েক দিনের পরিচয়ে সে সরোজের জীবনগত সমস্ত অবস্থাই জানিয়া লইয়াছে। মুহূর্ত্তে তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষার গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড আঘাত বাজিল, সে কাতর কণ্ঠে বলিল—"আপনি আমায় ভাবনা থেকে মুক্ত করে দিন!"

"আমি কে মা, আমার কতটুকু শক্তি, তবু চেষ্টা কর্ব, তুমি মনকে স্থির কর। যেমন ক'রে হ'ক ভ্রান্তির হাত থেকে অব্যাহতি লাভ কর্ত্তে হবে।"

প্রীতি অতি জোরে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল। মনের মোহ অনেকটা হাল্কা করিয়া সে মন্দ স্বরে বলিল—"ভগবান্, মনে

বল দাও, আমার এত কালের চেষ্টা ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় বাধা দিও না।"

জগন্নাথ পণ্ডিত বলিলেন—"ভারতে আদর্শের অভাব নেই, এ অবস্থায়ও যদি তুমি ত্যাগশিক্ষা না কর্ত্তে পার, তবে যে আর কোন ভরসা থাকবে না। সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর মত ভারত বিধবারা পৃথিবী জুড়ে ত্যাগের মন্ত্র বিতরণ করেছেন ও কর্চ্ছেন, ত্যাগেই তাঁদের কার্য্যের আরম্ভ, ত্যাগেই প্রতিষ্ঠা, ত্যাগেই পরিণতি। পুত্র-পরিজন সত্ত্বেও তাঁরা যে মহামন্ত্রে আত্মার চরিতার্থতা কচ্ছেন, তা দেখে, জগদম্বার মত মানুষের আশ্রয়ে থেকেও যদি তুমি ঠিক স্থানে গিয়ে দাঁড়াতে না পার, তবে যে তোমাকে অধঃপাতে যেতে হবে। নারীর মহিমা ত্যাগে, মাতৃজাতির গৌরব, মাতৃত্বে, আমরা যে তোমার নিকট সেই ত্যাগের, সেই মহিমার আশা করি।"

প্রীতি আনত নেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া মনের ভার হাল্কা করিতে লাগিল।

পণ্ডিত কহিলেন—"ভোগে সুখ নেই, বাসনার দাস হয়ে শুধু ক্লেশকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। তুমি আমার কথা রাখ, আত্মাকে অবান্তর চিন্তা হতে মুক্ত কর্ত্তে চেষ্টা কর।"

সহসা প্রীতির চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে পণ্ডিতের পায়ে মস্তক রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনি দেবতা, আপনার দীক্ষা আমার হৃদয়কে শিক্ষিত করুক, আমি যেন মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি।"

পণ্ডিত বলিলেন—"তারি চেষ্টা কর মা, তোমার ত্যাগশিক্ষার জন্যে আমি একটা কার্য্যও স্থির করেছি। জান ত জগদম্বা অদম্য অধ্যবসায়ে গ্রামের অপর প্রান্তে কবিরাজি হস্‌পিটল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর্চ্ছেন। আমার ইচ্ছা তারি স্ত্রী ও শিশু-বিভাগে থেকে তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় সে কার্য্যে নিয়োজিত কর!"

ধীর কণ্ঠে প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল—"সরকারি হস্‌পিটল থাকৃতে মার এ চেষ্টা কেন?"

"জগদম্বাকে আজও বুঝ্‌তে পারনি প্রীতি, সে যে দেবতার মত দেশকে আকৃড়ে ধরেছে। তার এ উদ্যমের প্রধান উদ্দেশ্য দেশে পুনর্ব্বার দেশীয় চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হওয়া। এই যে কোটি কোটি টাকা এক ঔষধের জন্য বিদেশে যাচ্ছে, তার হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করা।"

প্রীতির পূর্ণ অবসাদগ্রস্ত প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল—"এ কি হতে পারে?"

"পারে না পারে সে বিচার ত করিনি মা, আমি জানি ভাল কাজের উদ্যমও ভাল। এদেখে যদি দেশের দুদশজনও বিলাতি ঔষধ ত্যাগ করে, তাতেও যে মস্ত লাভ হবে। তা ছাড়া সরকারি হস্‌পিটালে তেমন যত্ন নেয় না, সব সময়ে ঔষধের যথারীতি ব্যবস্থা হয় না, লোক সারতে গিয়ে আরও জড়িয়ে পড়ে। এ উদ্যম যদি তার কোন অংশেরও প্রতিকার কর্ত্তে

পারে, তবেই আমি মহাভাগ্য মনে কর্ব। তুমি যদি শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধানের ভার নেও, তাহলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হই।"

"আমি কি পার্ব?"

"পার্বে মা। ভাল কাজ কর্ত্তে গিয়ে কারুর অবসাদ আসে না। আমি আশা করি, তুমি এতে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিবে, মনের চিন্তা, গ্লানি, সব কাটিয়ে তুলে তুমি তোমার দেহমন এতেই সমর্পণ কর্বে।"

"তবে তাই।" প্রীতি অন্য মনে এ কথা বলিয়া আবারও পণ্ডিতকে নমস্কার করিল। পণ্ডিত তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন—"আমার আশীর্ব্বাদে তুমি জয়যুক্ত হবে মা, আজ থেকে তুমি মুক্ত, তোমার মনের সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

৩২

"যদি হয় ত এসব নিষ্ঠুরতা থেকেই হবে। তুমি ঠিক জেন কিরণ, অত্যাচারের স্রোত না বইলে কোন দেশ পূর্ণমাত্রায় জাগে না, পঞ্জাবের সেই ভীষণ বীভৎস অত্যাচার এদেশে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, চাটগায়ের এ ঘটনা সে আলোড়নকে উদ্দাম করে তুলেছে। নিরীহ পীড়িত ক্ষুধার্ত্ত বালকবালিকা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ও'পর সমানভাবে নিষ্ঠুরতার যে বিবরণ ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে, সত্য হ'ক, মিথ্যা হ'ক, আমার মনে হয়, ভারতের প্রত্যেক নরনারীর বক্ষে তার আঘাত দারুণ হয়ে বেজেছে।"

"কিন্তু দোষ কার, পাপ ত দেশী লোকের। বৃটিশজাতির কেউ ত অত্যাচার করেনি!"

"যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, আত্মদোষেই ভারত এ অবস্থাপন্ন, এরা নিজের বাপভাইকে চেনে না, রক্ষা কর্ত্তে চায় না বলেই এদের এত অধঃপতন। দেশীয় শাসকসম্প্রদায়ের নিষ্ঠুরতা, বর্ব্বরতা, উচ্চপদাভিলাষ প্রভৃতিই ভারতের বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে, তথাপি এতে অনেক কাজ হবে, সন্দেহ নেই। আমি বেশ বুঝেছি যে, হীনচেতা, নাম-লোভী কর্ম্মচারীদিগের অবাধ অত্যাচারে দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। তুমি এ দুট ঘটনাই বেশ করে ভেবে দেখ, দেখ্‌তে

পাবে, পঞ্জাবেও যেমন আগুন জ্বলেছিল, এ ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। এখনও দেশের লোকের এতটুকু বোঝা উচিত যে, সে লাভের দিন চলে গেছে। যদিও ভারতের কলঙ্ক. মাতৃদ্রোহী, কুকুরের দল এখনও এ কথা শুনতে চায় না, তথাপি এটা ঠিক যে, অন্ততঃ পনর আনা লোক মোহমুক্ত হয়েছে। ভয়ে ভ্রূকুটি দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করাও এখন সম্ভব হবে না।”

“তা হলে এ আন্দোলন যথেষ্ট কাজ করেছে, সন্দেহ নেই!”

“কাজও করেছে, ক্ষতিও করেছে। এখন প্রধান প্রয়োজন, ক্ষতি পূরণ করে কাজকে বাড়িয়ে নেওয়া!”

কিরণ জিজ্ঞাসুর মত চাহিয়া রহিল। পণ্ডিত বলিলেন—“ভারতবর্ষ ধর্ম্মের ও'পর আচারের ও'পর প্রতিষ্ঠিত, যদি কখনও ভারত স্বাধীন হয়, তবে ঐ দুট বাদ দিয়ে হবে না, বরং বাদ দিতে গেলে আরও বিপন্ন বিধ্বস্ত হয়ে পড়্‌বে। আমি যতটা বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, যাঁরা চালক, তাঁরা ধর্ম্ম বা আচার চান না। এ মতটাকে বদ্‌লিয়ে নিতে হবে, প্রয়োজন হলে তাঁদের জোর করেও বোঝাতে হবে যে বর্ণবিশেষের কার্য্যগত, আচারগত ও ধর্ম্মগত যে পার্থক্য আবহমান কাল চলে এসেছে, তাকে মেরে ফেলে তোমরা অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের আশা কর্ত্তে পার না। ঐ জীর্ণ ভিত্তিটুকু আশ্রয় করে এখনও তোমরা বেচে আছ, যদি তার সংস্কার কর্ত্তে পার, তাকে ঠিক ধারণের উপযুক্ত করে তুলতে পার, তবেই তোমাদের আশা ভরসা।”

"চালক যাঁরা, তাঁরা যখন এ বুঝ্‌ছেন না, তখন বোঝায় কার সাধ্য!"

"সাধ্য কার কতটুকু আছে না আছে, তা ঠিক বলা চলে না। আমি জানি অধিকার সবারি সমান, কর্ত্তব্য সবারি তুল্য, কাজেই কারুর নীরবে থাক্‌লে চল্‌বে না, তুমি আমি যদিও অতি সাধারণ লোক, তবু আমাদেরও চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে।"

"শুন্‌বে কে?"

"আমার ত মনে হয়, সবাই শুন্‌বে। যে জিনিষটা ভারত একেবারে হারিয়ে বসেছিল। কালের স্রোতে, পুনঃ পুনঃ অত্যাচারে সে জিনিষটাই যখন ফিরে পেয়েছে, তখন যেটা এখনও একেবারে লোপ পায়নি, বুঝিয়ে দিতে পাল্লে সেটাকে বুঝ্‌বে না, এমন হয় না।"

"কি সেটা।"

"যে ভারতের প্রত্যেক প্রাণী, আহারে বিহারে, আলাপে আলোচনায়, বিশ্রামে কার্য্যে কোলাহলে অন্যের অনুকরণ কর্ত্তে ভালবাস্‌ত, যে ভারতের আবালবৃদ্ধ-বনিতা, পরের দাসত্বকে পরম পদলাভের উপায় বলে স্থির কর্ত্ত, সেই ভারতের অন্ততঃ পনর আনা লোকের ভিতরে বিপরীত ভাব প্রবেশ করেছে। এখন আর তারা এ পরের দান অনুরাগের চক্ষুতে দেখে না, অন্যের সর্ব্বপ্রকার সংস্রবকে অমৃতের মত মনে করে না, বরং বিষের মত মনে করে বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে দূরে থাক্‌তেই চেষ্টা করে।

এই মানসিক ভাবের ব্যত্যয়, যথেষ্ট কাজ কর্ব্বে, তা ছাড়া এর মত লাভের বা লোভনীয় দুটি জিনিষ এ দুর্দ্দিনেও ভারতের পক্ষে আর পাবে না!”

“তবু ত আজও ভারত অলস, অবশ, নিদ্রিত!”

“এই অলসতা, অবসন্নতা ধীরে ধীরে দূর হবে। তারি জন্যে এখন কাজের বড় প্রয়োজন।”

“কাজের মানুষ কৈ?”

“এর মধ্য থেকেই তৈরি করে নিতে হবে। ভুই ফুঁড়ে কোন দেশে মানুষ আসে না কিরণ, যারা আছে, পেছনে ঘুরে ঘুরে তাদের দিয়েই কাজ করাতে হবে। একবার প্রবৃত্তির সারা পেলে এ মানুষেই যথেষ্ট হবে। তুমি কি দেখেও বুঝ্তে পাচ্ছ না! একটা মেয়ে মানুষ, জগদম্বা, এক জীবনে কত কাজ করেছেন। বাক্যবাগীশ না হয়ে প্রায় পঞ্চাশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে জগদম্বার মত কর্ম্মবীর অন্ততঃ দশ জন যদি আমরা পাই, তবে আমাদের অনেক অভাব কমে যাবে। এর একার চেষ্টায় আজ আশে পাশের পাঁচ সাতটা গ্রামে বিলেতি কাপড় বন্ধ হয়েছে। এদেশের কৃষির যে কত উন্নতি হয়েছে, বলা যায় না, এ ভাবের প্রতিষ্ঠা যত হবে, ততই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, এবং ওদের শক্তি হ্রাস হবে। যাও কিরণ, এখন থেকে পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা কর, তোমরা এক হাতে বয়কট ও অন্য হাতে দেশবাসীর আত্মজনের প্রতি সহানুভূতির চেষ্টা, এ দুই

মহাস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হও, তোমরা জয়ী হবে!"

কিরণ উত্তর করিল না, সে পণ্ডিতের কথাগুলি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৩৩

কিরণের যে চেষ্টার ফল মহেশপুরের লুটের মোকদ্দমা হইতে জগদম্বা প্রভৃতিকে মুক্ত করিয়াছিল, সে চেষ্টার ফলই মাণিকের শঠতার বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিল। মাণিক ধরা পড়িয়া গিয়াছে। সে ও রাজেন্দ্রবাবু চক্রান্ত করিয়া যে ঐ ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন, প্রকৃত যাঁহারা অপরাধী, শাস্তি ভোগ করিতে গিয়া তাহারা বেশ ভাল করিয়াই তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। কাজেই একটা ধূমায়মান অগ্নি মাণিকের চার দিক্ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। মাণিক অনেকটা বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। পাশবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় তাহার মহা অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কোন্ পথে সে এই বাধা কাটাইয়া উঠিবে, নিভৃতে বসিয়া সে চিন্তায় সে ব্যাপৃত ছিল।

আটটা বাজিয়া গিয়াছে, ঘনঘটাচ্ছন্ন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া অট্টহাস্যে পৃথিবী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। আকাশ বাতাস যেন অতি প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। উদ্দাম বায়ু দ্রুত গতিতে যাতায়াত করিয়া আশেপাশের বৃক্ষে শাখায় মর্ম্মর শব্দ উৎপন্ন করিতেছিল। মাণিক সে শব্দে এক একবার চমকিয়া উঠিতেছে, এক একবার যেন অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। সহসা তাহার গৃহ

দ্বার লড়িয়া উঠিল, মুক্তপথে সরোজ প্রবেশ করিয়া মাণিকের পায়ের গোড়ায় বসিয়া পড়িল।

মাণিক চমকিয়া উঠিল, সর্প দেখিয়া মানুষ যেমন ভীত হইয়া পড়ে, সেও ঠিক সেরূপ হইয়া পড়িল, মুহূর্ত্ত পরে চঞ্চলতা দমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুই এখানে।"

সরোজ হাপাইতেছিল, খানিকক্ষণ তাহার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না। মাণিক কঠোর কণ্ঠে বলিল—"মুখ দেখাতে লজ্জা করে না!"

সরোজ পুনঃ পুনঃ ঢোক গিলিয়া অবসন্ন স্বরে বলিল—"আমার লজ্জা নাই। তবু নিতান্ত দায়ে না পল্লে এখানে এসে তোমায় যন্ত্রণা দিতাম না।"

মাণিক ভ্রূকুটি করিল। শ্লেষের সহিত বলিল—"আহা আমার কি আদরের রে। তোমার দায়, তবে আর কি, মাথা বিকুতে যাব!"

"পৃথিবীতে কারুর আমি আদরের নৈ, তা জানি, তবু আমার একটা অনুরোধ!"

"যা বেরো বল্‌ছি!"

"কথা রাখ ত মুহূর্ত্ত দেরি কর্ব না।"

মাণিকের আচ্ছন্ন মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, সে ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে সরোজের চুলের মুঠা ধরিয়া বলিল—"আবার?"

সরোজ অস্ফুট কণ্ঠে "উঃ" বলিয়া যেমন ছিল, তেমনই বসিয়া থাকিয়া বলিল —"একটা কথা, একটা অনুরোধ ?"

"দেখাচ্ছি ?" বলিয়া মাণিক শরীরের সমস্ত শক্তি এক করিয়া চুলের গোছায় টান মারিল।

সরোজ চীৎকার করিতে করিতে থামিয়া গিয়া বলিল— "তোমার বড় বিপৎ, চার দিকে চক্রান্ত হচ্ছে, এ সময়ও সাবধান হও, আমার এই অনুরোধ, এরি জন্যে মান অপমান ভুলে ছুটে এসেছি।"

মাণিক চুলের গোছা ছাড়িয়া দিল, ধপাস্ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল "চক্রান্ত কর্চ্ছে, পণ্ডিত বেটা, না ?"

"ছিঃ ছিঃ দেবতার নাম তুমি মুখে এন না।"

"তবে ঐ জগদম্বা মাগী, ‥"

সরোজ জোর করিয়া মাণিকের মুখ চাপিয়া ধরিল, ধীর কণ্ঠে বলিল—"তাঁরা মানুষ নন, হিংসা তাঁদের মনে স্থান পায় না, তুমি বড় বিপন্ন, নিজের ভুল শুধ্রিয়ে পাপের জন্যে অনুতাপ করে, তাঁদের পায় গিয়ে পড়, তাঁরা তোমায় রক্ষে কর্বেন!"

মাণিক স্তব্ধ হইয়া রহিল। সরোজ বলিল—"তোমার সব চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। চাষারা সব দলবদ্ধ হয়েছে। নারাণ মণ্ডলের মেয়ের ও'পর তুমি না কি কি অত্যাচার করেছিলে, তারা তার প্রতিশোধ নেবে।"

মাণিকের পদনখাগ্র হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই ভীষণ কার্য্যের ভীতিময় ঘটনাগুলি যেন আজ অনেক দিন পরে শরীরী হইয়া তাহার চোখের গোড়ায় হা হা করিয়া বিকট হাসি হাসিতে লাগিল। নারায়ণ মণ্ডলের কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়া সে তাহার তিন মাসের শিশুকে হত্যা করিয়াছিল. তদবধি কামিনী নিরুদ্দেশ। আজ তিন বৎসর তাহার কোন সংবাদও মাণিক রাখিত না। পাপের ভীষণ চিত্র চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে মাণিক পুনঃ পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছিল। অতি কষ্টে সে জিজ্ঞসা করিল—"তোকে এ সব কে বল্লে?"

"কে বল্লে, আমার মন বল্‌ছে, ভগবান্ যেন আমার কাণের গোড়ায় কেবলি তোমার অমঙ্গল ঘোষণা কচ্ছেন। এখানে সেখানে পথে ঘাটে এসব কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আমি শুন্‌তে পেয়েছি, বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সম্মুখে তোমার ভয়ঙ্কর বিপৎ!"

"কোন শালারে মাণিক ভয় করে না।" বলিয়া মাণিক ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছিল। সরোজ তাহার পা জড়াইয়া ধরিল, আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল—"এখনও আমার কথা শোন, পণ্ডিতের পায়ে ধরে পড়। তিনি তোমায় রক্ষা কর্বেন।"

"যা যা, আর বাজে বকিস্ না।" বলিয়া মাণিক আবার বসিয়া পড়িল।

সরোজ বলিল—"বল, আমার কথা রাখ্‌বে?"

"কক্‌খনো না।"

"রাখ্‌বে না ?"

"না।"

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার লোলুপ দৃষ্টিতে মাণিকের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তমধ্যে আর্ত্ত কণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—"পালাও, পালাও !"

মাণিক শুনিয়াও গ্রাহ্য করিল না। আলুলায়িত কেশে বিধ্বস্ত বেশে সরোজ পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিতে আসিতে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"এখনও পালাও, তোমার চার দিকে আগুন, মুহূর্ত্তে ভস্ম হয়ে যাবে।"

মাণিক দৃষ্টি করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার ঘরের এক পাশেও আগুন ধরিয়াছে। বাড়ীর এঘরে ওঘরে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্নি যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মাণিক তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সহসা কে যেন জোর করিয়া সরোজকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিল। মাণিক নিমেষের জন্য আজ যেন অনেক দিন পরে কামিনার মুখ দেখিতে পাইয়া অবশ হইয়া পড়িল।

বাহিরে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিতেছিল। মাণিক হতবুদ্ধি, তাহার কর্ণে কখনও সরোজের কখনও বা কামিনীর কথা প্রবেশ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ঘরের চাল ধরিয়া উঠিল। মাণিক

হায় হায় করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের বেড়া আগুনের তাপে সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

ঝনাৎ করিয়া কবাট খুলিয়া গেল। কামিনীর কবলমুক্তা সরোজ ব্যাঘ্রকবলমুক্তা ভীতা হরিণীর মত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে আর্ত্ত কণ্ঠের বিকট ধ্বনি শুনিতে পাইল। মাণিক চীৎকার করিয়া বলিল—"জ্বলে মলাম, বাচাও বাচাও।" পরক্ষণেই বাহির হইতে কে যেন আবারও শিকল টানিয়া দিল।

সরোজের প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। সে যে সত্য সত্যই মাণিককে বড় ভালবাসিত। হায়! আজ তাহার এত পাপে সংগৃহীত রত্নটি আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। প্রাণ দিয়াও যে আর তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় নাই। এ পাশে ও পাশে উপরে নীচে ভয়ঙ্কর অগ্নি যেন তাণ্ডব লীলা করিয়া ছুটিতেছে। সরোজ অতি সাহসে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাণিকের আর্ত্তস্বর তাহার হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত করিয়া দিল। সরোজকে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নিবেষ্টিত মাণিকেরও শেষ চেষ্টা দেখা দিল, সে ছুটিয়া তাহার হাত ধরিতে আসিল। ঠিক এই সময়ে উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিস্তূপ পড়িয়া তাহার গতিরোধ করিল। সরোজ আর কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া প্রিয়তমের উদ্দেশে আগুনে ঝাপাইয়া পড়িল।

আবার কপাট খুলিল। বাহির হইতে কামিনী হাঃ হাঃ

করিয়া হাসিয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে বলিল—"জ্বলে মর, ওঃ বড মজা! এতদিনে আমার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ হল। এক দিন নয়, দুদিন নয়, তিন তিনটা বছর আমি পুড়ে মরছি, আজ তার প্রতিশোধ। হাঃ হাঃ হাঃ।"

৩৪

তিন মাস কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে যাঁহার শিক্ষা, সদুপদেশ ও পরিচালনপ্রণালী নিপুণ বাজীকরের ন্যায় প্রীতিকে পৃথিবীর অবান্তর চিন্তার হাত হইতে মুক্ত করিয়া ত্যাগের পথে উন্নীত করিয়া তুলিতেছিল, সেই জগন্নাথ পণ্ডিতও প্রীতির কার্য্যকলাপ, সেবাপরায়ণতা ও স্বার্থলিপ্সাহীনতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূতপ্রায় হইলেন। যন্ত্রীর মায়ার মত পণ্ডিতের পরিচালনশক্তি নিপুণ চালকের ন্যায় প্রীতির বিভিন্ন-পথগামী মানস-বৃত্তিগুলিকে দ্রুত ধাবমান অশ্বরশ্মির ন্যায় টানিয়া ধরিল। লালসার পরিবর্ত্তে তাহার উন্মুখ নিষ্কাম প্রীতি পবিত্র অমৃতোৎসেকে দীন, হীন, আর্ত্ত, অসহায় ব্যক্তিমাত্রকেই যেন অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। অপার আনন্দধারা প্রীতির মনো-মন্দিরের ধূলাকাঁদা ধুইয়া মুছিয়া তাহার প্রকৃত সত্তাটাকে লোক-চক্ষুর নিকট দাঁড়করাইয়া দিল। পণ্ডিত ও জগদম্বা যেন এ একটা দিক্ হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া হাপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

মাণিকের মৃত্যুতে রাজেন্দ্রবাবুর অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিপদে পরাভূত হইতেছিল। এমনই অবস্থার মধ্যে ইতরসাধারণ যখন আশ্রয়ের অভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছিল, তখন পণ্ডিতের

একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহ তাহাদিগকে অনেকটা আকর্ষণ করিয়া ধরিল। গ্রামে যে বিশৃঙ্খলার বিসদৃশ ভাব ছিল, সেগুলি যেন সৎ আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিল। পণ্ডিত প্রাণপাত পরিশ্রমে কালীমণ্ডল ও নফরের সাহায্যে জগদম্বার আরব্ধ কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিয়া কৃষকদিগকে হাত করিতে লাগিলেন এবং তাহারই ফলে দীনহীন কৃষকদিগের মধ্যে যে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের আশা জাগিয়া উঠিল, তাহাতে দলে দলে লোক পণ্ডিতের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল।

কিরণ বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেছিল। সে আশে পাশের অধিবাসিবর্গের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তি রূপান্তরিত করিয়া তুলিল। হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া যাহাতে গৃহে গৃহে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, সে চেষ্টায় সে অনেকটা সফলকাম হইয়া অশিক্ষিত ইতর সাধারণের শিক্ষার জন্যে গ্রামের পুরোভাগে একটা "নৈশ-বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া নিজেই তাহার সমস্ত পরিচালনভার গ্রহণ করিল। বিদ্যালয়ে পাঠের ও কৃষিশিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা সমান ভাবে চলিতে লাগিল। পণ্ডিত ও জগদম্বা দেশের এই আশাপ্রদ অবস্থাদর্শনে যখন অনেকটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কলিকাতা হইতে পল্লী-সংস্কারের জন্য প্রেরিত একটা যুবকের দল আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচয় পাইয়া ও অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতের মন সন্দিহান হইয়া পড়িল। তিনি সকলকে যথোচিত সম্মানের সহিত আসন প্রদান

করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—"আশা করি, আপনারা সফল-কাম হয়ে ফিরে এসেছেন!"

"সফলকাম, না মশাই, হতে ত পারি নি। কেউ যে কখনও পার্বে, এমন আশাও করি না!"

পণ্ডিত চাহিয়া রহিলেন। দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া জগদম্বা বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন। আগন্তুকগণের মধ্যে এক-জন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমরা ছ'মাস ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে ফিরে চলেছি, পল্লীর সংস্কার করা আমাদের কাজ নয়!"

"ধৈর্য্য নিয়ে সময় বুঝে কর্ত্তে পাল্লে কাজ না হবার আশঙ্কা এখন ত আর নেই!" বলিতে বলিতে জীবনের হাত ধরিয়া ভবতারণ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

পণ্ডিতের উৎসুক দৃষ্টি আগ্রহব্যাকুল হইয়া পুত্রের দৃষ্টির সহিত সম্বদ্ধ হইল। জগদম্বার পিপাসিত হৃদয় যেন জীবনকে দেখিয়া আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি চিত্ত স্থির করিয়া যেমন ছিলেন, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন। জীবন পণ্ডিতের পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিয়া অধোমুখে এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুকগণের মধ্যে এক যুবক ভবতারণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল—"অধিকাংশ গ্রামে আমরা দাঁড়াবার স্থান পাইনি।—"

পণ্ডিত বাধা দিলেন, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—"গ্রামের দোষ থাকতেও পারে, কিন্তু আপনারা কি দোষগুণের কথা ভেবে বেরুতে পারেন নি। জগতের সকল মানুষ যদি নির্দ্দোষ হবে, সৎ

হবে, তবে আপনারা কি কর্ত্তে বেড়িয়েছিলেন। পল্লীসংস্কার অর্থ আরাম করে ঘুরে বেড়ান নয়।"

পণ্ডিতের কণ্ঠস্বরে আগন্তুকগণের মস্তক আপন হইতে নত হইয়া আসিল। ভবতারণ বলিল—"আপনাদের এ বিফলতার ফলে এই মনে হয় যে, আপনারা স্থান বুঝে আঘাত কর্ত্তে পারেন নি!"

"কি করে পার্ব, গ্রামের যারা নেতা, তারা যেমন নিজেদের অবাধ আচরণে বাধা পড়ার ভয়ে কাউকে স্থান দিতে চায় না। ছেলেরা,যারা স্কুলকলেজ ছেড়ে বেড়িয়েছে, তারাও তেমন সেখানেই তাদের কর্ত্তব্য শেষ করে বসেছে। কাজেই কেউ কোন কাজ কর্ত্তে গেলে আততায়ীর আঘাতে ফিরে না দাঁড়িয়ে পারে না।"

জগন্নাথ পণ্ডিতের মুখে মেঘের কোণে বিদ্যুদ্বিকাশের মত একটা ক্ষীণ হাসির রেখা উঁকি মারিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি মৃদু স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"এর কারণ কি?"

ভবতারণ বলিল—"ভালমন্দ নিয়ে দেশ, কোন কোন গ্রামে বাধা পাওয়া অসম্ভব নয়, তা বলে কোথাও কোন কাজ করা যাবে না, এমন হতে পারে না! দেশে আজ পর্য্যন্ত কোন কাজই কি হয় নি?"

"হয়েছে তাই বা কি করে বলি! স্কুলকলেজ ছেড়ে তাস-পাশা খেলা যদি কাজ হয়, তবে আপনার কথা মেনেও নিতে পারি! যেদিন স্কুল কলেজ ছেড়েছে, সেদিনই দেশের ছেলেদের

স্বরাজলাভ হয়ে গেছে, এবং তারি ফলে স্বাধীন রাষ্ট্রশক্তি দিনে ছকুরে আম জাম কাঁটাল গাছ শূন্য কর্চ্ছে, লেখাপড়া ছেড়ে গুরুলঘু জ্ঞান ভুলে পরকাল ঝড়ঝড়ে ক'রে তুল্‌ছে।"

"ভবতারণ, কি দেখ্‌লে ?"

"যা দেখ্‌লাম, তাতে এতটা হতাশ হবার কোন   নেই। আমি যতটুকু ঘুরে এলাম, তাতেই বেশ টের পেয়েছি, সাধারণের প্রাণে একটা সারা জেগেছে। এখন আর তারা বৃটিশ-প্রেমে অন্ধ নয়—"

আগন্তুক বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"গ্রামের দলগুলি দেখেছেন ? তারা কোন ভাল কাজ বা ভাল লোক দুচোখে দেখ্‌তে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কাজ করে এমনও ত কাউকে দেখ্‌লাম না। কারণ অতবড় দুষ্ট, অতবড় অত্যাচারী হয়েও তারাই পঞ্চাইত, তারাই ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান, মেম্বার। নতুন যা কিছু হচ্ছে, বা হবে, তাতেও তারাই রাজা, তারাই বিচারক !"

পণ্ডিত পুত্রের মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে ভবতারণ বলিল—"সাধারণ ভাবে দেখ্‌তে গেলে আপনার কথা যদিও অস্বীকার করা যায় না, তবু এতে যে প্রাণের দরকার, আমরা ক্রমশঃ তাই পাচ্ছি, এটা একটা মস্ত আশার কথা। তা ছাড়া অনেক গ্রামে কৃষিশিল্পের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে, তাতের কাপড় তৈরি করে এখন অনেক নিরন্ন ভদ্রসন্তান অন্নআচ্ছাদনের সংস্থান কর্চ্ছেন !"

"আমরা ত ঐ চাই, ওতেই আমাদের বড় প্রয়োজন। যাতে দেশের লোক খেয়ে বাচে, ঘরের অর্থ ঘরে থাকে, আমাদের যে তারি প্রধান চেষ্টা!" বলিয়া কিরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কিন্তু এতে শিক্ষাসমস্যাও যেমন ভয়ঙ্কর হচ্ছে, তেমনই যার যা কাজ, যা ... ধর্ম্ম, সে তা ত্যাগ কর্চ্ছে।"

পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন—"কি রকম?"

"বামনের ছেলে তাত বুনে তাঁতী হতে বসেছে, তারা সন্ধ্যা আহ্নিক ত্যাগ কর্চ্ছে! আচার অনুষ্ঠান বিসর্জ্জন দিচ্ছে। তা ছাড়া একতার নামে দিন দিনই এদেশে অতি বিষম সমস্যা এসে পড়্ছে। ধর্ম্ম ব'লে জাতিভেদ ব'লে কেউ কোন কথা কাণে তুল্তে চায় না। হিন্দুরা আল্লা বল্ছে, মুসলমানেরা দুর্গাকালী বলে চীৎকার কর্চ্ছে।"

আগন্তুকগণের মধ্যে একজন হাসিয়া উঠিয়া, হাস্যতরল স্বরে বলিলেন—"মুসলমানেরা বল্ছে, আমরা সব এক হয়েছি, এখন থেকে হিন্দুর ঘরেও নেকা আরম্ভ হবে।"

পণ্ডিতের গম্ভীর মুখ দ্বিগুণ গম্ভীর হইল, তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এখন থেকেই এগুলি সংশোধন করে নিতে হবে ভবতারণ! ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেও হবে না, জাতিভেদ তুলে দিয়ে যে যা ইচ্ছে কল্লেও হবে না। যার যা কাজ, তাই তার হাতে তুলে দিতে হবে। ভারতের মেরুদণ্ড ধর্ম্ম, তাকে বজায় রেখে, শিক্ষার দ্বার মুক্ত করে, সব কাজ করাতে হবে। এখন তোমাদের

এই প্রধান দরকার!" বলিয়া তিনি আগন্তুকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এতটুকু আঘাতেই আপনারা ফিরে দাঁড়িয়েছেন, এ যেমনই আশ্চর্য্যের কথা, তেমনই দুঃখের কথা। দেশের অধিকাংশ লোক এ আন্দোলনের যথার্থ অর্থের মোটেও অনুসন্ধান না করে একে কিছুমাত্র না বুঝে গোলে 'হরিবোল' কচ্ছেন। কিন্তু ওতে যে সত্য সত্যই অতি বড় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। যান এবার ভাল করে বুঝে অগ্রসর হন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে আগে যাতে পরস্পর সহাযোগিতা বিনিময় হয়, তাই করুন, ওতে মানঅপমান ভুল্‌তে হবে, নিজেকে দেশের কাছে দশের কাজে বিকিয়ে দিয়ে কাজ উদ্ধার কর্ত্তে হবে। একটু শ্রান্তিতে গা ঘামিয়ে সরে পড়্‌লে চল্‌বে না। যে পথে এসেছেন, সে পথেই আবার ফিরে যান, একবার দুবার এমন কি শতবারও যদি পরাজিত হতে হয়, তবু আপনারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বেরুবেন যে, আমাদের জিত্‌তেই হবে। গোড়া থেকে যে আশঙ্কা করেছিলাম, আপনারা ফিরে দাঁড়ানে সে ফল দেখা দিয়েছে। কিন্তু সাবধান, দেশের অবস্থা না বুঝে বেরিয়ে যে অন্যায় করেছেন নিরস্ত হয়ে তাকে বাড়িয়ে তুলে সর্ব্বনাশ কর্বেন না।" বলিতে বলিতে পণ্ডিতের অবসন্ন স্বর উত্তেজিত হইয়া থামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার পায়ের গোড়ায় লুটাইয়া পড়িল।

ভবতারণ ডাকিল—"বাবা!"

পণ্ডিত আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন—"যাও ভবতারণ, তুমিও এদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ কর গিয়ে। আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবান্ বিফল করবেন না, তোমরা জয়ী হবে।"

"আমি ?"

"তুমি তোমার মার কাছে যাও জীবন, তোমার কর্ত্তা আমি নৈ। মার পায়ের ধুল নিয়ে তাঁর আদেশ পালন করে যথার্থ পুত্রের কার্য্য কর গিয়ে।" বলিয়া পণ্ডিত নিরস্ত হইতে নব আশায় নূতন উল্লাসে উদ্ভাসিত হৃদয় লইয়া যুবকদলের সহিত ভবতারণ বাহির হইয়া গেল। পণ্ডিত অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—"ভগবান্ দেশবাসীর করুণ প্রার্থনায় অবহেলা ক'র না। এরা যাতে মানুষ হয়, নিজের দোষ ত্রুটি বুঝে দেশবাসীকে আপন করে নিতে পারে তাই ক'র।"

৩৫

"সন্তানের অপরাধ কি ক্ষমা কর্ব্বে না মা?"

"অপরাধ, জীবন, যদি দেখাবার হ'ত, তবে দেখাতাম যে, তোর এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি আমার বুক চিরে রক্ত দিয়ে করেছি। তুমি যে বিধবাজীবনের একমাত্র অবলম্বন বাবা?"

জীবন নত দৃষ্টিতে মায়ের পায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। জগদম্বা—"তুমি আমার সুখের—সান্ত্বনার—গৌরবের ধন—" বলিতে বলিতে বিরতা হইলেন। মাতৃচরণে মস্তক রক্ষা করিয়া জীবন আর্দ্র কণ্ঠে বলিল—"ভবতারণ বাবুর পবিত্র স্পর্শে আমার অন্তরের অভিমান দূর হয়েছে। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার সন্তান হবার যে স্পর্দ্ধা, সে স্পর্দ্ধা নিয়ে যদি তোমার পায়ের গোড়ায় এসে দাঁড়াতে পারি, তবেই আমার জীবন ধন্য হবে,—সফল হবে।"

"জীবন বাবা?"

"না মা, আর ভয় নাই, জীবন নূতন জীবন লাভ করেছে, আমি আর তোমার অবাধ্য হ'ব না।"

জগদম্বা পুত্রের হাত ধরিয়া তুলিলেন। মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"তুমি মানুষ হয়ে ফিরে এসেছ, এথেকে আমার

মানন্দের,—গৌরবের আর কিছু নেই বাবা! অনেক কাল পরে আজ আমার কাজ শেষ হল। আমি আজ তোমার হাতে আমার কার্য্যভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলাম। যাও বাবা, কাজ কর গিয়ে। মহাপুরুষ তোমার পেছনে রয়েছেন, তোমার কোন ভয় নেই! জগন্নাথ পণ্ডিত আর ভবতারণকে তুমি দেবতার মত মনে করে তাঁদের উপদেশ মত চল্লে তোমার অভীষ্টও একদিন সফল হবে।”

“তোমার আদেশ আমার পক্ষে দেবতার আশীর্ব্বাদ।” বলিয়া জীবন আবারও মাতৃপদে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

অমাবস্যার গভীর রজনী। অনেকক্ষণ হয় একটা দুটা করিয়া এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। জগদম্বার কারখানা বাড়ীর প্রতিগৃহে ক্যারোসিনের উজ্জ্বল আলোতে কাজ চলিতে ছিল। যুবকযুবতী বৃদ্ধবৃদ্ধা, সধবাবিধবা যে যার স্থানে কাজ করিতেছে। কেহ তাঁত বুনিতেছে, কেহ সূতা কাটিতেছে, কেহ রুমালে পাড় তুলিতেছে। কারখানা বাড়ীর অনতিদূরে জগদম্বার স্থাপিত নূতন কবিরাজি চিকিৎসাগার। সেস্থানে এখনও রোগীর সংখ্যা বেশী নহে। তাহারই এক কক্ষে জগন্নাথ পণ্ডিত, জগদম্বা ও কিরণ বসিয়া যেন কি পরামর্শ করিতেছিলেন। অনতিদূরে অপর গৃহে প্রীতি উনন ধরাইয়া মনোযোগের সহিত পথ্য জ্বাল দিতেছিল। জীবন পেছনে দাঁড়াইয়া ডাকিল—“প্রীতি?”

প্রীতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিল, উননের আলোতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, জীবন সেদিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিল—"তুমি কি আমায় ক্ষমা কর্ত্তে পার না?"

প্রীতির হৃদয়ে এখন আর কালিমা ছিল না। নিষ্কাম কর্ম্মে সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। আজ আর তাহার দৃষ্টিতে লজ্জার জড়িমা নাই, কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই। আজ তাহার হৃদয়ে ভবতারণের জন্য আকর্ষণ নাই, জীবনের প্রীতিও ঔদাসীন্য বা ঈর্ষা নাই। সে নির্ম্মল হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—"তুমি যে আমার ভাই জীবনদা।"

"হাঁ প্রীতি, আজ আমি প্রকৃত ভ্রাতৃহৃদয় নিয়েই তোমার ক্ষমা ও স্নেহ ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন মনের এ অবস্থা নিয়ে চিরকাল তোমায় সহোদরার মত দেখ্‌তে পারি।"

"তুমিও আমায় আশীর্ব্বাদ কর জীবনদা, আমি যেন মাতৃজাতির মাতৃত্ব বজায় রেখে পৃথিবীর নরনারী সবাইকেই ভ্রাতা ও ভগিনীর অধিকার দান কর্ত্তে পারি।"

"তুমি পার্বে প্রীতি, তোমার পবিত্র স্নেহ অমৃতের উৎসের মত ভগিনীস্নেহে মাতৃস্নেহে পৃথিবী পবিত্র কর্বে। তুমি আমার জীবনকে ক্ষমা কর?" বলিয়া জগদম্বা আসিয়া দাঁড়াইতে বাহিরের কল-কোলাহলে নৈশনিস্তব্ধতা মথিত হইয়া উঠিল। হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে প্রায় শত লোক দরজার সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়াইল। জগদম্বা ভয়ে বিস্ময়ে চমকিতা হইয়া জীবনের হাত ধরিয়া দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে সমস্বরে মিলিত কণ্ঠে উচ্চ ধ্বনি ধ্বনিত হইল—"সর্ব্বনাশ, এত বড় পাপিষ্ঠও পৃথিবীতে আছে।"

জগদম্বা ঘটনাটা বুঝিলেন না। মধ্যে স্থলে স্থিত দুইটি মানুষের শরীরে অনবরত চড়, কিল, পদাঘাত পড়িতেছে দেখিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"আহা মেরে ফেল না।"

দেখিতে দেখিতে পণ্ডিত ও কিরণ আসিয়া জনতাভেদ করিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কারা, কি চাও?"

"আমরা সব আপনার গোলাম।" বলিতে বলিতে ক্ষীপ্ত জনমণ্ডলী মুহূর্ত্তে মৌনাবলম্বন করিল। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন - "কি হয়েছে?"

"সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি সবাইকে বেড়া আগুনে মারবার জন্যে পাপিষ্ঠেরা বাড়ীর চারদিকে কেরোসিনের জের টাঙ্গিয়ে আগুন ধরাতে উদ্যত হয়েছিল।"

পণ্ডিত বলিলেন—"ভগবান্ রক্ষা করেছেন, কিন্তু এরা করা?"

"জমিদার রাজেন্দ্রবাবু আর তার অনুচর সাধুচরণ?"

কিরণের ও জীবনের উত্তপ্ত রক্ত দ্রুত বহিতে লাগিল। তাহারা ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিল না। দ্রুত গতিতে গিয়া রাজেন্দ্র-বাবু ও সাধুর গলা টিপিয়া ধরিল। রাজেন্দ্রবাবু "বাবাগো মাগো"

বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জগদম্বা লজ্জা ভয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া মধ্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ছাড় ছাড়, কি কচ্ছ?"

কিরণ সে কথায় কর্ণ পাত করিল না, রাজেন্দ্রবাবুকে মাটিতে ফেলিয়া সে তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিল—"এ পাপিষ্ঠকে খুন কল্লে দেশের অনেক উপদ্রব কমে যাবে।"

জগদম্বা কিরণ ও জীবনকে টানিয়া তুলিলেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন—"মেরে ফেলা বড় সোজা, কিন্তু প্রাণপণ করে ত একটা লোকের জীবন দিতে পার না। এই মনুষ্যত্ব নিয়ে তোমরা দেশ উদ্ধার কর্ত্তে চাও, এই ত্যাগ নিয়ে মহাত্মা গান্ধির অনুকরণ কর্ত্তে চাও। ছিঃ ছিঃ লজ্জাও করে না।"

কিরণ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। জগদম্বা রাজেন্দ্রবাবু ও সাধুচরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"যান, আপনারা মুক্ত?"

সাধুচরণ দৌড়িয়া পলাইতেছিল, রাজেন্দ্রবাবু তাহাকে টানিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি শাস্তি চাই, দয়া চাই না।"

কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় শত লোক পাপিষ্ঠ রাজেন্দ্রবাবুর উক্তিতে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। জগদম্বা বলিলেন—"এই আপনার শাস্তি।"

রাজেন্দ্রবাবু সহসা জগদম্বার পায়ের গোড়ায় পড়িয়া বাষ্পজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"সত্যই তুমি জগদম্বা, তোমার জগজ্জননীরূপ এবার ফুটে বেরিয়ে আমার চোখের ধাঁধা কাটিয়ে তুলেছে। নারীরূপে

তুমি পৃথিবী পবিত্র কর্ত্তে এসেছ। তুমি কি আমার মত পাপিষ্ঠকে ক্ষমা কর্ত্তে পার্বে না মা?"

গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী স্তব্ধ, উপরে অনন্ত আকাশ শব্দহীন, —নীরব, জনসংঘ নিশ্চল। একি বিস্ময়ের বিষয়, প্রকৃতির প্রাণময়ী প্রতিমা কি কোন মোহমন্ত্রে মুহূর্ত্তমধ্যে এতবড় পাপিষ্ঠের মতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। জগদম্বা কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন—"আমি কে, আমার কি এমন শক্তি যে, আপনার ন্যায় শক্তিশালী মানুষের প্রতি অত্যাচার বা ক্ষমা প্রদর্শন করি। শুধু আমার অনুরোধ, আপনি আর আপনার এতবড় ক্ষমতা এমন ভাবে নষ্ট কর্বেন না। আপনার মত শক্তিশালীর শক্তি ভারতের এদুর্দ্দিনে অনেক কাজে আস্‌বে। কেবল আপনাকে নয়, এই সমবেত জনমণ্ডলী, আপনি, সাধুচরণ ও আপনাদের প্রতি প্রতিশোধপ্রয়াসী জীবন ও কিরণ, এই সবাইকে আমি অনুরোধ কচ্ছি, প্রার্থনা জানাচ্ছি, যে, আপনারা মানুষ হন। ভারতে মানুষের বড় অভাব, আপনারা সে অভাব পূর্ণ করে নারীর দীর্ণ হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। ভারতমাতা আপনাদের মুখের দিকে চেয়ে আছেন, তাঁর অশ্রু মুছিয়ে দিতে আপনারা আত্মপর দ্বেষহিংসা ভুলে যান। সন্তানসমষ্টিকে মানুষ দেখে ভারতমাতার মলিন মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠুক।"

একে একে প্রায় শত মস্তক মৃত্তিকা চুম্বন করিল। জগন্নাথ পণ্ডিত এতক্ষণ একটি মাত্র কথাও না বলিয়া যেন অভিনয়দর্শনে

অভিভূত হইয়া ছিলেন। এবার উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—"আর আমিও যুক্ত করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যুগে যুগে যেন জগন্মাতা তোমার মত নারীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়ে তাঁর দানে ভারতকে কৃতার্থ করেন। আর ভারতমাতার পঞ্চাশ কোটি সন্তান যেন অবিচারে এই দান মাথা পেতে নিয়ে ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়।"

সম্পূর্ণ